NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ থিমের ভারে হারিয়ে যাচ্ছে দুর্গাপূজার আসল ঘরানা

বিশ্বকাপে বাংলাদেশকে হারিয়ে শীর্ষে রোহিতের ভারত ৮

কলকাতা ২০ অক্টোবর ২০২৩ ২ কার্তিক ১৪৩০ শুক্রবার সপ্তদশ বর্ষ ১৩১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 20.10.2023, Vol.17, Issue No. 131, 8 Pages, Price 3.00

আজ মহাষষ্ঠী : দেবীর বোধন

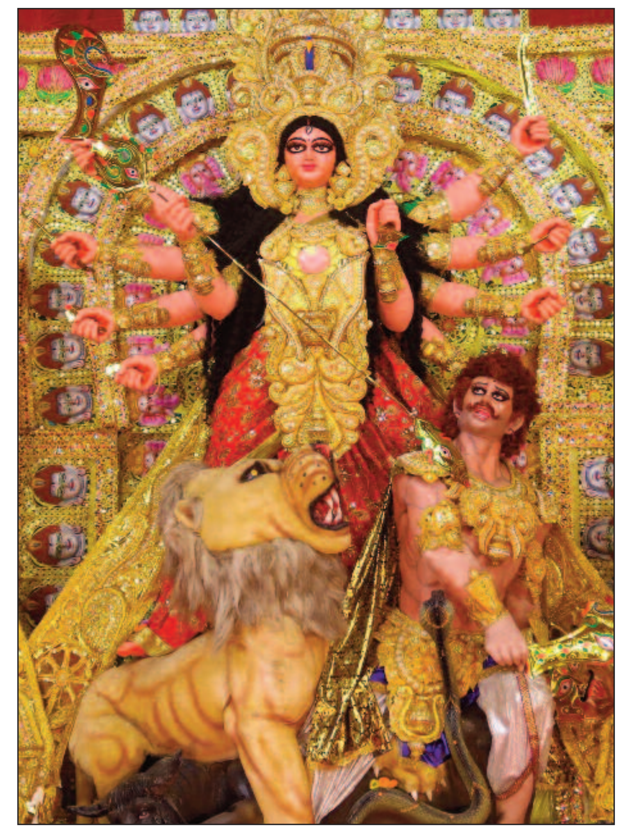

নিউটাউন সর্বজনীনের দুর্গাপ্রতিমা (বাম দিকে), বাগবাজার সর্বজনীনের স্বমহিমায় উজ্জ্বল মায়ের মুখ (মাঝে), গড়িয়া শ্রীরামপুর কল্যাণ সমিতির মৃন্ময়ী মূর্তি। ছবিগুলো তুলেছেন অদিতি সাহা

হাইকোর্টে কামদুনির রায়ে স্থগিতাদেশ নয় সুপ্রিমের

মুক্তির রায়ে শর্তারোপ, আজ কামদুনি মোড়ে বিক্ষোভ

নয়াদিল্লি, ১৯ অক্টোবর: কামদুনিকাণ্ডে চার জনকে ফাঁসি ও যাবজ্জীবনের শাস্তি থেকে মুক্তি দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। সুপ্রিম কোর্ট সেই 'মুক্তি'র নির্দেশে কিছু শর্ত আরোপ করল। শীর্ষ আদালতের এই নির্দেশে খুশি কামদুনির সেই প্রতিবাদী মুখ মৌসুমী কয়াল এবং টুম্পা কয়ালেরা। তবে তাঁদের বক্তব্য, বিধিনিষেধ আরোপ করে 'অপরাধী'দের সতর্ক করা গিয়েছে। কিন্তু পুজোর সময় তাঁরা যে এলাকায় ঘুরে বেড়াবেন, সেটা কোনও ভাবেই মেনে নিতে পারছেন না গ্রামবাসীরা। তাঁরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন। মৌসুমীরা জানান, ষষ্ঠীতে অর্থাৎ আজ কামদুনি মোড়ে তাঁরা প্রতিবাদ সভারও ডাক দিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার কামদুনি মামলায় শীর্ষ আদালত নির্দেশ দিয়েছে, হাইকোর্টের নির্দেশে যাঁরা মুক্তি পেয়েছেন, তাঁদের প্রতি মাসে সোম এবং শুক্রবার থানায় হাজিরা দিতে হবে। যদি তাঁদের কারও কাছে পাসপোর্ট থেকে থাকে, তবে সেই পাসপোর্ট জমা দিতে হবে পুলিশের কাছে। প্রত্যেকের মোবাইল নম্বর থানায় জমা দিতে হবে। মোবাইল তথ্যও থানায় জানাতে হবে। আবার ফিরে এসে রিপোর্ট করতে হবে থানায়। বিচারপতি বিআর গভাই এবং বিচারপতি পিকে মিশ্রের ডিভিশন বেঞ্চ আরও জানিয়েছে, চার জনই নিজেদের ঠিকানা পুলিশকে জানাবেন। থাকার জায়গার কোনওরকম বদল হলে, সেটাও জানাতে হবে পুলিশকে। কোনও ভাবেই বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের রাজারহাট থানার নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকা ছাড়তে পারবেন না তাঁরা। অভিযুক্ত চার জন কোথাও যাওয়ার ৪৮ ঘণ্টা আগে পুলিশকে জানাবেন। কোথায় যাচ্ছেন তাঁরা, সেই তথ্যও পুলিশকে দিতে হবে। এবং কোনও ভাবেই কামদুনির নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন না তাঁরা।

শীর্ষ আদালতের এই নির্দেশের প্রেক্ষিতে মৌসুমী বলেন, 'অপরাধীদের উপর সুপ্রিম কোর্ট যে শর্ত আরোপ করেছে, তাতে আমরা খুশি। এর পর ওরা কিছু করার আগে দু'বার অন্তত ভাববে। কিন্তু এর পরেও আমরা পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারছি না। এখন পুজোর সময়। মেয়েরা তো বাইরে বেরোবেই। এই অবস্থায় ওরা পাড়ায় থাকলে সকলেই নিরাপত্তার অভাব বোধ করবেন। করছেনও। সেটার কী হবে!'

কামদুনির ধর্ষণ এবং খুনের মামলায় গত ৬ অক্টোবর রায় ঘোষণা করে কলকাতা হাইকোর্ট। এই মামলায় যে তিন জনের ফাঁসির নির্দেশ দিয়েছিল নিম্ন আদালত, তাদের মধ্যে এক জনকে বেকসুর খালাস করে হাইকোর্ট। বাকি দু'জনের সাজা কমিয়ে আমৃত্যু কারাদণ্ড দেওয়া হয়। পাশাপাশি আরও তিন দোষী সাব্যস্তের সাজা মকুব করে হাইকোর্টের বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি অজয়কুমার গুপ্তের ডিভিশন বেঞ্চ। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করেই সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিল রাজ্য। যুক্তি হিসাবে রাজ্য জানায়, এই ধরনের অপরাধের অপরাধী বেকসুর খালাস পেলে রাজ্যে আইনশৃঙ্খলার সমস্যা হবে। সেই মামলারই শুনানি ছিল বৃহস্পতিবার।

উল্লেখ্য, সরকারি সূত্রের তরফে দাবি করা হয়েছে, রাজ্যই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে। শাসক তৃণমূলের মুখপাত্র শান্তনু সেনও বলেন, 'কামদুনির মানুষকে ন্যায়বিচারই দিতে চায় রাজ্য সরকার। সেই কারণেই সুপ্রিম কোর্টে যাওয়া হয়েছে। তবে কোর্ট যা নির্দেশ দেবে, সেটা তো সকলকেই মেনে নিতে হবে।'

চতুর্থী থেকেই রেকর্ড গড়ছে কলকাতা মেট্রো

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রতিপদ থেকেই কলকাতায় পুজো দেখা শুরু। আর পুজো দেখতে যাওয়ার অন্যতম মাধ্যম এবারও মেট্রো। আর এই মেট্রোই এখন প্রত্যেকদিন নতুন নতুন রেকর্ড তৈরি করছে। বুধবার, চতুর্থীতে উত্তর-দক্ষিণ মেট্রোয় চেপে যাতায়াত করেছেন প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ মানুষ। সব থেকে বেশি যাত্রী যাতায়াত করেছেন দমদম স্টেশন দিয়ে। ভিড়ের নিরিখে রবীন্দ্রসদনকে টেক্কা দিয়েছে কালীঘাট। মঙ্গলবার, তৃতীয়াতেও মেট্রোর যাত্রীসংখ্যা ছিল সাত লক্ষের উপরে।

শেষবেলার কেনাকাটা এখন চলছে পুরোদমে। পাশাপাশি ঠাকুর দেখতেও বেরিয়ে পড়েছে লাখ লাখ মানুষ। সে কারণে বিখ্যাত পুজোমণ্ডপ এলাকাগুলির পাশাপাশি বাজার এলাকাতেও তীব্র ভিড়। আর সেই সংলগ্ন মেট্রো স্টেশনেও তার প্রভাব পড়েছে। চতুর্থীতে ভিড়ের নিরিখে দমদমের পরেই রয়েছে এসপ্ল্যানেড।

মেট্রো সূত্রে খবর, গত এক মাস ধরে মেট্রোয় যাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। পুজোর আগে শহরে মেট্রোয় চেপেই কেনাকাটা করেছেন বেশির ভাগ মানুষ। সেই সঙ্গে ছিল নিত্যযাত্রীদের ভিড়। রবিবার, প্রতিপদ থেকে সেই ভিড় ক্রমে বেড়েছে। বুধবার খোলা ছিল স্কুল, কলেজ, অফিস। সে কারণে পুজোর ভিড়ের পাশাপাশি মেট্রোয় ছিল নিত্যযাত্রীদের ভিড়। পরিসংখ্যান বলছে, ১৮ অক্টোবর, চতুর্থীতে উত্তর-দক্ষিণ মেট্রোয় যাতায়াত করেছেন সাত লক্ষ ৪৯ হাজার ১৬০ জন। গোটা দিনে ওই লাইনে মোট ২৮৮টি ট্রেন চলেছে।

চতুর্থীতে সব থেকে বেশি যাত্রী যাতায়াত করেছেন দমদম স্টেশনে। সেখানে যাত্রীসংখ্যা ছিল ৭৬ হাজার ৫৮৭। এর পরেই এসপ্ল্যানেড। সেখানে যাত্রীসংখ্যা ছিল ৫৩ হাজার ২০। তৃতীয় স্থানে ছিল কালীঘাট। সেখানে যাত্রী সংখ্যা ৫২ হাজার ১২০। রবীন্দ্রসদন দিয়ে যাতায়াত করেছেন ৪৫ হাজার ১০৩ জন।

সপ্তমী থেকে নবমী উত্তর-দক্ষিণ লাইনে সারা রাত চলবে মেট্রো। এই তিন দিন পূর্ব-পশ্চিম করিডোরে ট্রেন চলবে রাত ১২টা পর্যন্ত। যাত্রীদের সুরক্ষার জন্য একগুচ্ছ পদক্ষেপও করেছে মেট্রো রেল। দক্ষিণেশ্বর, দমদম, বেলগাছিয়া, শ্যামবাজার, শোভাবাজার-সুতানুটি, মহাত্মা গান্ধি রোড, সেন্ট্রাল, যতীন দাস পার্ক, কালীঘাট, রবীন্দ্র সরোবর, কবি নজরুল, কবি সুভাষ, শিয়ালদহ এবং বেঙ্গল কেমিক্যাল; এই স্টেশনগুলিতে ঠাকুর দেখতে আসা মানুষের ভিড় বেশি হবে ধরে নিয়েই আরও অধিক সংখ্যায় রেল সুরক্ষা কর্মী (আরপিএফ) মোতায়েন করা হচ্ছে। আপৎকালীন পরিস্থিতির মোকাবিলায় থাকছে পাঁচ সদস্যের কুইক রেসপন্স টিম এবং বিপর্যয় মোকাবিলা দল।

রাজভবনের দুর্গাপুজোয় সস্ত্রীক রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজভবনের কর্মচারীদের দুর্গাপুজো। সেই পুজোয় সস্ত্রীক হাজির হলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। রাজভবনে দীর্ঘদিন ধরেই এই পুজো করেন রাজভবনের কর্মচারীরা। এবার সেই পুজোয় পঞ্চমীর সন্ধ্যায় সস্ত্রীক উপস্থিত হন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। এদিন প্রদীপ জ্বালিয়ে রাজভবনের পুজোর উদ্বোধন করেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। এরপর নিজের লেখা একটি কবিতাও শোনান তিনি। দেন শান্তি ও সৌভ্রাতৃত্বের বার্তা। পরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে রাজ্যপাল বলেন, রবীন্দ্রনাথই তাঁর লেখার অনুপ্রেরণা।

ভুয়ো ভ্যাকসিনকাণ্ডে জামিন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভুয়ো ভ্যাকসিনকাণ্ডে গ্রেপ্তার হয়েছিল ভুয়ো আইএএস দেবাঞ্জন দেব। একাধিক মামলা রুজু হয়েছে তার বিরুদ্ধে। এবার পুজোর মুখে দু'টি মামলায় জামিন পেল ভুয়ো আইএএস দেবাঞ্জন দেব। বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ দেবাঞ্জনকে দু'টি মামলায় জামিন দিল। হাইকোর্টের বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির ডিভিশন বেঞ্চ আজ দু'টি মামলায় দেবাঞ্জনের জামিন মঞ্জুর করেছে। দু'টি মামলায় জামিন মিললেও জেলমুক্তি হচ্ছে না দেবাঞ্জনের। অন্য আরও একগুচ্ছ মামলা রয়েছে তার বিরুদ্ধে এবং সেগুলিতে এখনও জামিন মেলেনি।

শুভেন্দুর স্বস্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বিক্ষোভের ঘটনায় স্বস্তিতে শুভেন্দু অধিকারী। তার বিরুদ্ধে এফআইআর করার আবেদন খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট।

বিস্তারিত তিনের পাতায়

ইজরায়েলি বিমান হামলায় নিহত প্যালেস্তিনীয় জাতীয় বাহিনীর প্রধান

গাজা সিটি, ১৯ অক্টোবর: গাজার আল-আহলি হাসপাতালে রকেট হানায় অন্তত ৫০০ মানুষের মৃত্যুর পর, জোরালো হয়েছে ইজরায়েল-হামাস যুদ্ধ বন্ধের দাবি। তবে, তারপরও গাজা ভূখণ্ডে ইজরায়েলি বিমান হানা অব্যাহত। বৃহস্পতিবার, ইজরায়েলি বিমান বাহিনীর হামলায় গাজায় মৃত্যু হল প্যালেস্তিনীয় জাতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধান জেহাদ মেইসেন। প্যালেস্তিনীয় জাতীয় নিরাপত্তা বাহিনী হলেও, গাজায় এই বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ হামাসের হাতেই রয়েছে। হামাস গোষ্ঠীর এক সূত্রকে উদ্ধৃত করে, সংবাদ সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, এদিন জেহাদ মেহেসেনের বাড়িতেই হামলা চালায় ইজরায়েলি বাহিনী। হামলায় মেহসেন ছাড়াও, তাঁর পরিবারের আরও কয়েকজন সদস্য নিহত হয়েছেন। প্যালেস্তাইনপন্থী সংবাদ সংস্থা জেরুজালেম নিউজ নেটওয়ার্ক জানিয়েছে, এদিন ইজরায়েল বিমান বাহিনী হামলা চালায় গাজার শেখ রাদওয়ান এলাকায়। হামলার জেরে শেখ রাদওয়ান এলাকার প্রায় সকল বাড়ি মাটিতে মিশে গিয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ করা এক পোস্টে জেরুজালেম নিউজ নেটওয়ার্ক বলেছে, 'গাজা ভূখণ্ডে শেখ রাদওয়ান এলাকায় নিজের বাড়িতেই বোমা হামলায় নিহত হয়েছেন প্যালেস্তিনীয় জাতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর কমান্ডার মেজর জেনারেল জেহাদ মেহসেন এবং তার পরিবার।' এদিকে, স্থলপথেও গাজা ভূখণ্ডে হামলার প্রস্তুতি চালাচ্ছে তেল আবিব। বৃহস্পতিবার সকালে, গাজা সীমান্ত বরাবর দক্ষিণ ইজরায়েলে বিপুল সংখ্যক ট্যাংক এবং সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। এদিনই আবার, তেল আবিবে এসে পৌঁছেছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক। ইজরায়েল-হামাস যুদ্ধে ইজরায়েলের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন তিনি। ইজরায়েলের প্রতি এই সমর্থনের জন্য ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ইজরায়েলি প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হারজগ। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্সে তিনি লিখেছেন, 'এই কঠিন সময়েই কারা ইজরায়েল রাষ্ট্রের প্রকৃত বন্ধু, তা স্পষ্ট হচ্ছে। ইজরায়েলে আসার জন্য এবং ইজরায়েলের মানুষের পাশে থাকার জন্য ইউনাইটেড কিংডমের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনককে ধন্যবাদ।' সতবে, বৃহস্পতিবার সামান্য হলেও আশার আলো রয়েছে গাজাবাসীর জন্য। বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে এদিন স্কটল্যান্ড গাজার উদ্বাস্তুদের তাদের দেশে আশ্রয় দেওয়ার ঘোষণা করেছে। স্কটল্যান্ডের ফার্স্ট মিনিস্টার হামজা ইউসেফ জানিয়েছেন, যুদ্ধের জেরে গাজার ভিটেছাড়া মানুষদের নিরাপদ আশ্রয় দিতে প্রস্তুত স্কটল্যান্ড। তিনি আরও জানিয়েছেন, গাজার আহত শিশু, মহিলা ও পুরুষদের সহায়তা সবরকম চিকিৎসা সাহায্য দেওয়া হবে।

প্যালেস্তিনীয় প্রেসিডেন্টকে ফোন মোদির

নয়াদিল্লি, ১৯ অক্টোবর: ইজরায়েল-হামাস যুদ্ধের মধ্যেই প্যালেস্তিনীয় প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের সঙ্গে ফোনে কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। গাজার আল আহলি হাসপাতালে সম্প্রতি এক বোমা হামলায় অন্তত ৫০০ অসামরিক নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে। এই বিপুল প্রাণহানির ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। প্যালিস্তিনীয় প্রেসিডেন্টকে তিনি জানিয়েছেন, ইজরায়েল-হামাস যুদ্ধে, প্যালেস্তিনীয় নাগরিকদের প্রতি ভারতের সহায়তা প্রদানে কোনও প্রভেদ ঘটবে না। প্যালেস্তিনীয় জনগণকে মানবিক সহায়তা পাঠিয়ে যাবে ভারত। প্যালেস্তিনীয় প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথোপকথনের পর, সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্সে প্রধানমন্ত্রী মোদি লিখেছেন, 'প্যালেস্তিনীয় কর্তৃপক্ষের প্রেসিডেন্ট এইচই মাহমুদ আব্বাসের সঙ্গে কথা বললাম। গাজার আল আহলি হাসপাতালে অসামরিক মানুষদের প্রাণহানির ঘটনায় সমবেদনা জানিয়েছি। আমরা প্যালেস্তিনীয় জনগণের জন্য মানবিক সহায়তা পাঠাতে থাকব। এই অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদ, হিংসা এবং নিরাপত্তা পরিস্থিতির অবনতি নিয়ে আমাদের গভীর উদ্বেগ জানিয়েছি তাঁকে। ইজরায়েল-প্যালেস্টাইন ইস্যুতে ভারতের দীর্ঘস্থায়ী নীতিগত অবস্থান রয়েছে। তাঁ তাঁকে ফের জানালাম।'

বাইডেনের পর ঋষি সুনক

জেরুজালেম, ১৯ অক্টোবর: ইজরায়েলে পৌঁছলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনকও। এক্স হ্যান্ডলে সেই খবর জানালেন তিনি। জানিয়ে দিলেন, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে তিনি সব সময়ই দাঁড়াবেন। এদিন সুনক লেখেন, 'আমি ইজরায়েলে আছি। শোকাহত একটি দেশ। আমি আপনাদের জন্য শোকপ্রকাশ করছি। সন্ত্রাসবাদ নামের শয়তানের বিরুদ্ধে আপনাদের সঙ্গে রয়েছি। আজ এবং চিরকাল।'

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৩/১০/২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৫৮০২ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk. Aminul Haque (old name) S/o. Sk. Sirajul Haque at Jagannathpur, Dadpur, Hooghly-712305, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Aminul Haque (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Sk. Aminul Haque, Aminul Haque & Aaminul Haque S/o. Sk. Sirajul Haque উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

DECLARATION

I, Tapas Bera S/O. Late Ananto Bera, residing at village Chandanpur, P.S. Ramnagar, Distt. Purba Medinipur declares before E.M. at Sealdah on 13.10.2023 that my Father & Mother Late Renuka Bera already expired & we 6 (six) brothers are the legal heirs of their landed property. If anybody proves us false lawfully than we shall be fully responsible for that act.

নাম-পদবী

গত ইং ১৯/০৯/২৩ তারিখে উলুবেড়িয়া আদালতের ফার্স্ট ক্লাস এফিডেভিট বলে আমি পার্বতী শাসমল, ঠিকানা- নাচক, নাউপালা, বাগনান, হাওড়া ঘোষণা করছি যে আমার পিতা মৃত বিপিন বিহারী নাথ শাসমল ও বিপিন বিহারী শাসমন্ডল একই ব্যক্তি।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেলদ্বয় গীতা আঢ্য স্বামী- ঁগৌতম আঢ্য ও শুভদীপ আঢ্য পিতা- ঁগৌতম আঢ্য সাকিম- চাতরা, জেলা- হুগলীর থানা শ্রীরামপুরে, তাহাদের ১৩২২ নম্বর দাগে ৩২৫৫ ও ৯২৯৫ খতিয়ান ভুক্ত মোট- .০৯০০ শতক জমি যাহার মৌজা- চাতরা, থানা- শ্রীরামপুর বিক্রয় করিতে চাহেন উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আগ্রহ / আপত্তি থাকিলে ৯৮০৪৮৮৯৪৭১ নম্বর মোবাইলের মাধ্যমে ২০ দিনের মধ্যে সত্ত্বর যোগাযোগ করিবেন।

Sd/- Tapas Kumar Mondal
Advocate
Hooghly, Judge's Court
Chinsurah, Hooghly
মোঃ- ৯১৪৩৩১৬৩১৫

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২০ শে অক্টোবর, ২রা কার্তিক। শুক্রবার । দুর্গাষষ্ঠী তিথি। জন্মে ধনু রাশি। বিবাহ তিথি। অষ্টোত্তরী বৃহস্পতি মহাদশা। বিংশোত্তরী শুক্র -র মহাদশা কাল। মৃতে ত্রিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : আজ ২০ শে অক্টোবর । একটু সতর্ক হয়ে চলতে হবে। বন্ধুবেশে ছলনাময় শত্রুকে চিনে নিতে পারবেন। যে কাজটা আটকে ছিল আজ তা হয়ে পড়তে পারে। সম্মান প্রাপ্তির দিন। যারা ইলেকট্রিক্যাল মেকানিক্যাল কাজে আছেন তাদের নতুন যোগাযোগের দ্বারা শান্তির বাতাবরণ। বাণিজ্য করেন যারা তাদের অর্থ প্রাপ্তি। বেতনভোগ কর্মচারীদের সুযোগ বৃদ্ধি। ছাত্র-ছাত্রীদের নতুন সুযোগ আসবে, কর্মের চেষ্টা যারা করছেন আজ অতীব শুভ তাদের জন্য। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে লাল বস্ত্র দ্বারা আরতি করুণ নিশ্চয়ই শুভ হবে।

বৃষ রাশি : যারা সাংবাদিকতা করেন, লেখালেখি করেন ,মিডিয়াতে কাজ করেন, তাদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আজকে একটি বিরোধ চলবে। বিবাদ বিতর্ক হবে। বাড়ির নারীর সাথে গৃহ বিবাদ চরমে পৌঁছুবে। প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা সমস্যার সমাধানের সম্ভাবনা আছে। বিদ্যার্থীদের অশুভ। সন্তানের কারণে মানসিকভাবে দুশ্চিন্তা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে, নারিকেল দ্বারা আরতী করুন শুভ হবে।

মিথুন রাশি : আজ গ্রহ সংস্থান আপনার শুভ হবে। বাড়ির পরিবেশে শান্তি থাকবে। তৃতীয় ব্যক্তি যাকে ভরসা করে অনেকটা এগিয়েছিলেন আজ তিনি পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করবেন। বেতন ভোগী কর্মচারীদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সহযোগিতায় নতুন পথের সন্ধান মিলবে, বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা মিডিয়াতে কাজ করেন লেখালেখি করেন, সাংবাদিকতা করেন, তাদের জন্য আজ শুভ দিন। প্রভাবশালী কোন মানুষের সহযোগিতায় আটকে থাকা কাজ হয়ে পড়বে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে আরত করুন শুভ হবে।

কর্কট রাশি : বিবাহের বিষয়ে যে কথা আটকে ছিল, আজ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তৃতীয় ব্যক্তি দ্বারা সম্পর্কে গুপ্ত শত্রুতা। আজ কেউ বান্ধব বলে সম্মানিত করবেন। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। যারা শিক্ষকতা করেন, বিদ্যালয়ে যারা উপদেষ্টামূলক কাজে থাকেন, তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। আইনি বিষয়ে যে জটিলতা ছিল আজ আপনার পক্ষে রায় যাবে বাড়ির গৃহ মন্দিরে, সাতটি প্রদীপ জ্বেলে তিনটি নারিকেলসহ দেব দেবীর পূজা করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

সিংহ রাশি : বিদ্যার্থীদের জন্য অতীব শুভ। উচ্চ বিদ্যা যোগে গবেষণামূলক কাজ যারা করছেন, তাদের জন্য শুভযোগ। বিদেশ ভ্রমণ করবেন ? করুন। শুভ গ্রহ যোগ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বেলে, ভগবান শ্রী বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে বিবাহের বিষয়ে কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা। কোন নিমন্ত্রণ অনুষ্ঠানে গিয়ে সম্মান প্রাপ্তির দিন।

কন্যা রাশি : যারা খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা করেন তাদের সতর্ক থাকতে হবে। যারা গাড়ি যানবাহন বিষয়ে ব্যবসা করেন, তাদের সতর্ক থাকার দিন। যারা পরামর্শদাতা রূপে কাজ করেন, তাদেরও সতর্ক থাকতে হবে। অন্যের অর্থনৈতিক চুক্তিতে আপনি সই করবেন না। আইন আপনার বিরুদ্ধে হতে পারে। বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের শারীরিক কষ্ট বৃদ্ধি হবে। সতর্ক থেকে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া শুভ। গৃহ মন্দিরে যে কোন নতুন পাঁচটি ফল দিয়ে, দেবদেবীর উদ্দেশ্যে আরতি করুন, ভোগ প্রদান করুন। শুভ হবে।

তুলা রাশি : পরিবারে স্বজন বান্ধবসহ ছোট ভ্রমণ হবে। প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি। পিতা-মাতার সমর্থন ছিল না যে বিষয়ে, আজ সেই বিষয়ে তারা সমর্থন দিতে পারেন। প্রবীণ নাগরিক, ব্যাংক ইন্সুরেন্স থেকে কিছু প্রাপ্তি। ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধি সম্ভব। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে আতপ চালসহ ভোগ নিবেদন করুন শুভ হবে। শ্বশুরবাড়ির প্রবীণ সদস্য দ্বারা বাস্তু গৃহ ভূমি বিষয় শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। ধৈর্য ধরলে অর্থপ্রাপ্তি নিশ্চিত।

বৃশ্চিক রাশি : যারা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াশোনা করেন, তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। যারা বেতনভোগী কর্ম করেন, তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির যোগ। বিবাহের প্রচেষ্টা করছিলেন কিন্তু সময় শুভ ছিলনা আজ শুভ হবে। প্রবীণ নাগরিকের সাথে ভ্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন এবং পঞ্চ ফল নিবেদন করুন বাবা বিশ্বনাথের চরণে, নিশ্চয়ই শুভ হবে।

ধনু রাশি : যারা যানবাহনের ব্যবসা করেন তাদের নতুন যোগাযোগের পথ তৈরি হবে। ইলেকট্রিক্যাল বা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং যারা করেন তাদের শুভ যোগাযোগ। নিশ্চয়ই পশুপালন পশু খামারের সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের অর্থপ্রাপ্তি নিশ্চিত। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র ছিল। আজ তার সমাধান হয়ে পড়বে। বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের চিকিৎসার পর তিনি বাড়ি ফিরে আসার সম্ভাবনা । বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান বিষ্ণুর চরণে পঞ্চ প্রদীপ দিয়ে আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : আজকের দিনটি ধৈর্য ধরতে হবে। কথা বললেই বিবাদ বিতর্ক তৈরি হবে। সকালবেলায় দোকান করা, বাজার করা, নিয়ে অশান্তির বাতাবরণ। বাড়িতে পুরাতন বন্ধুর ফোনে অশান্তি বৃদ্ধি হবে, অপরিচিত ফোন, না ধরা শুভ। যে ছলনাময়ী নারী আপনার পাশে ছিল আজ তিনি স্বরূপ ধারণ করতে পারেন। বিশ্বাসের আগে পরীক্ষা করে দেখে নিন, তিনি আপনার আপনজন কিনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে প্রদীপ জ্বালান, ঘন্টা বাদ্য বাজিয়ে, দেব দেবীর পূজা করুন। কীর্তন আরতি করুন সমস্ত বিপদ নাশ হবে।

কুম্ভ রাশি : আজ অত্যান্ত সতর্ক থাকার দিন। ধৈর্য না ধরলে শান্ত না হলে বিবাদ বিতর্ক দ্বারা সম্মানহানি যোগ। কর্মে দুশ্চিন্তা। যারা বেতনভোগী কর্মচারী তাদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। নইলে অশান্তি করা পরিবেশ তৈরি হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য বাধা প্রাপ্ত দিন। প্রেমিক যুগল ধৈর্য ধরতে হবে। গৃহবধূদের মন মানসিকতা কষ্টদায়ক থাকবে। বাড়ির অসুস্থ রোগীর কারণে ধৈর্যহানি ঘটতে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে কর্পূর দ্বারা অরতি করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : যারা কর্মের আবেদন করছিলেন তাদের জন্য শুভ দিন। প্রেমের জন্য আজ শুভ। পরিবারের বয়স্ক অভিভাবকরা আজ আপনাকে সমর্থন দিতে পারে। ভ্রমণে শুভ। যারা তরল পদার্থ। জল। মাছের ব্যবসা করেন তাদের জন্য শুভ। হারিয়ে যাওয়া কিছু আবার ফেরত আসতে পারে। আজ ধৈর্য ধরে অন্যের কথাকে মান্যতা দিলে, নিশ্চয়ই শুভ ফল পাবেন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বেলে নারিকেলসহ সর্ব দেব দেবীর উদ্দেশ্যে স আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

(শারদীয়া দুর্গাষষ্ঠী তিথি। কবি অতুল প্রসাদ সেনে র ভূমিষ্ঠদিবস। অতিরিক্ত বিবাহ গাত্র হরিদ্রা হবে।)

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮

বালি ফটোকপি সার্ভিস,
সন্দীপ দে,
২৫, ধর্মতলা রোড (বেলুড় স্টেশন রোড), ধর্মরাজ জিউ মন্দিরের কাছে, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২, মোঃ ৯৪৩২২৩২৫২৩।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

কলকাতা ও শহরতলীর ১২০টি পুজো কমিটিকে বিশ্ব বাংলা সম্মান

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকার এবার কলকাতা ও শহরতলীর মোট ১০২ টি পুজো কমিটিকে বিশ্ব বাংলা শারদ সম্মান দিয়েছে। আটটি বিভাগে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের তথ্য সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন জানিয়েছেন, মোট পুরস্কার ১০৪ টি হলেও তা পেয়েছে ১০২টি কমিটি। এর মধ্যে সেরার সেরা পুজো ৩৭টি।

সেরা মণ্ডপ এবং সেরা প্রতিমা বিভাগে পুরস্কৃত হয়েছে ৫ টি পুজো কমিটি। সেরা সাবেকি পুজো নির্বাচিত হয়েছে দুটি পুজো। ১৫ টি পুজো কমিটিকে দেওয়া হয়েছে সেরা পরিবেশ বান্ধব পুজোর স্বীকৃতি। সেরা ভাবনার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে ১৮ টি কমিটিকে। বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে ২৩টি পুজোকে। সেরা থিম সং-এর জন্য পুরস্কৃত হয়েছে সুরুচি সংঘ। কলকাতা ছাড়া বাকি ২২টি জেলার পুজো কমিটিকে সেরা পুজো, সেরা প্রতিমা এবং সেরা মণ্ডপ ও সেরা সমাজ সচেতনতা; বিভাগে 'বিশ্ববাংলা শারদ সম্মান- ২০২৩ প্রদান করা হবে। ইন্দ্রনীল সেন জানান, চারশোর বেশি নির্বাচক কলকাতা ও জেলার সেরা পুজোগুলিকে বেছে নিয়েছেন।

এবছর পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলা, বিভিন্ন রাজ্য এবং দেশ-বিদেশে অন-লাইনের মাধ্যমে পুজো কমিটিগুলির থেকে আবেদনপত্র চাওয়া হয়েছিল। কলকাতার রেড রোডে 'দুর্গাপুজা কার্নিভ্যাল' আগামী ২৭ অক্টোবর ২০২৩, শুক্রবার অনুষ্ঠিত হবে। এই কার্নিভ্যালে প্রায় ১০০টি পুজো কমিটি অংশগ্রহণ করবে।

নারীশক্তিকে আরও শক্তি দিন, প্রার্থনা অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নারীশক্তিকে আরও শক্তি দিন। এমন শক্তি দিন যাতে নিজের সংসার ছাড়াও তারা সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।' পঞ্চমীর সন্ধেয় নিজের সংসদীয় ক্ষেত্রের আমডাঙা বিধানসভা কেন্দ্রের দত্তপুকুরের সন্তোষপুর মহিলাবৃন্দের দুর্গাপুজোর উদ্বোধনে এসে মায়ের কাছে এমনটাই প্রার্থনা করলেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের সাংসদ অর্জুন সিং। মুখ্যমন্ত্রীর ভূয়সী প্রশংসা করে এদিন সাংসদ বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুজো কমিটিগুলোকে অনুদান দিয়েছেন। গ্রামাঞ্চলের অনেক পুজো কমিটি সেই অনুদানেই পুজো সম্পন্ন করে থাকেন। সাংসদের কথায়, মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতা করা, এটাই সবচেয়ে বড় কাজ। সেবামূলক কাজে নিয়োজিত পুজো কমিটি কিংবা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন সাংসদ। এদিন তিনি আমডাঙার মাধবপুর বারোয়ারি দুর্গাপুজোর উদ্বোধন করেন। পাশাপাশি নৈহাটির কুলিয়াগড় ছাড়াও নিজের সংসদীয় ক্ষেত্রের একাধিক পুজোর তিনি উদ্বোধন করেন। আমডাঙা বিধানসভা কেন্দ্রের পুজোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক রফিকুর রহমান, মহম্মদ মোরাজি প্রমুখ।

সাইবার অপরাধ দমনে এবার রাজ্য পুলিশে পৃথক শাখা

নিজস্ব প্রতিবেদন: সাইবার অপরাধ দমনে এবার রাজ্য পুলিশে পৃথক সাইবার অপরাধ শাখা বা সিসিডব্লিউ গঠন করা হল। এক জন এডিজির নেতৃত্বে ৪৯৩ জন আধিকারিককে নিয়ে এই শাখা কাজ করবে বলে নবান্নে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। এই শাখায় কাজ করার জন্য ১৮৮ টি নতুন পদ তৈরির কথাও জানানো হয়েছে। এই পদের মধ্যে একজন এডিজি, এক জন আইজি এবং এক জন ডিআইজি থাকবেন। তিনটি পুলিশ সুপার পদও থাকছে। রাজ্য গোয়েন্দা পুলিশ সিআইডির বিভিন্ন সাইবার অপরাধ বিষয়ক শাখাকে এই সদ্য গঠিত সিসিডব্লিউ শাখার সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হবে। বলা হয়েছে, সিআইডির সাইবার পেট্রল সেল, সাইবার ক্রাইম সেল, সাইবার ফরেন্সিক এবং ডিজিটাল এভিডেন্স লাইব্রেরি, রাজ্য পুলিশের এমারজেন্সি রেসপন্স সাপোর্ট সিস্টেম ওই নতুন সিসিডব্লিউ-র অধীনে কাজ করবে। সিআইডির সাইবার বিশেষজ্ঞেরাও এর অধীনে যাবেন।

জিআরএসইকে 'দুর্গা ভারত পরম সম্মান' প্রদান করলেন রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গার্ডেন রিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড-কে 'দুর্গা ভারত পরম সম্মান'-এ সম্মানিত করলেন রাজ্যপাল ডক্টর সি ভি আনন্দ বোস। জিআরএসই-এর পরিচালক (অর্থ) আর কে দাশকে ১৮ অক্টোবর কলকাতার রাজভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে এই পুরস্কার ও সম্মান দেওয়া হয়। এই স্বীকৃতি জাহাজ নির্মাণ, নৌ-শক্তি এবং দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ অবদানের ইঙ্গিত দেয়।

দক্ষিণ রেলওয়ে সর্বজনীন দুর্গা পূজা সমিতি আয়োজিত ৭৭ তম দুর্গা পুজোর উদ্বোধন করলেন দক্ষিণ পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার অনিলকুমার মিশ্র, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে মহিলা কল্যাণ সংস্থার সভাপতি প্রীতি মিশ্র।

হরগৌরী এসেছিলেন মাকড়দহের শ্রীমানি বাড়ির দুয়ারে!

রাজীব মুখোপাধ্যায় হাওড়া

বনেদি বাড়ি মানেই ইট,কাঠের মধ্যে লুকিয়ে থাকা অসংখ্য ইতিহাসের কাহিনি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কোথাও তা বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে, আবার কোথাও বা প্রবাহমান সময়েও সেই অতীতকে সাক্ষী দিচ্ছে। আর বনেদি বাড়ির অলিন্দে কান পাতলেই শোনা যায় অতীতের সেই গৌরবময় ইতিহাসের ফিসফিসানি। ১৯১৮ সাল ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ। হাওড়ার মাকড়দহের শ্রীমানী বাড়ির বড় ছেলে বিশ্বনাথ শ্রীমানীর প্রথম পক্ষের স্ত্রী হঠাৎ একদিন বাড়ির সদর দরজা খুলে ঝাঁট দিতে গিয়ে দেখেন সেখানে বসানো একটি দেবীমূর্তির কাঠামো। দেখা মাত্রই সারা বাড়িতে হইচই পড়ে যায়। এ যে সাক্ষাৎ দেবী নিজে থেকে এসেছেন নিজের পুজো করানোর জন্য। তারপরে সেই কাঠামো বাড়ির ভেতরে নিয়ে এসে মৃৎশিল্পীদের দিয়ে প্রতিমা তৈরি শুরু করলে দেবী হরগৌরীর রূপ নেন। সেই থেকেই হরগৌরী রূপেই দেবী দূর্গা এখানে পুজিত হয়ে আসছেন। আর সেই সুবাদে এই পুজোর নামও হরগৌরী বাড়ির পুজো বলেই বিখ্যাত হয়। প্রতিবছর জন্মাষ্টমীর দিন কাঠামো পুজোর মাধ্যমে প্রতিমা তৈরি শুরু হয় । ষষ্ঠীতে দেবীর বোধন শুরু বেলগাছে পুজো দিয়ে হয়। সপ্তমীতে মৃন্ময়ীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় নবপত্রিকা স্নান করিয়ে । একসময়ে এই বাড়িতে নবমী তিথিতে কাদামাটি খেলা আর সন্ধিপুজোর পর ধূনী পোড়ানোর রেওয়াজ ছিল। আর ১ মণ চালের সঙ্গে ১০০ নারকেলের তৈরি খাবার ও মনোহরা দিয়ে দেবীকে নৈবেদ্য দেওয়া হত। সময়ের নিয়মে সেসব এখন কালের গর্ভে। যদিও অতীতের জৌলুস ও চাকচিক্য না থাকলেও মাতৃ আরাধনার আন্তরিকতায় এতটুকু ভাটা পড়েনি । আর এই পুজোর বিশেষ রীতি দশমীতে শ্রীমানি বাড়ির হরগৌরী মালিক পাড়ার ছেলেদের কাঁধে করে সরস্বতী নদীতে নিরঞ্জনে যায়।

দুর্গাপুজোয় রাজ্যের লোকশিল্পীদের বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুজো মানে শুধু উৎসব উদযাপন নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বিপুল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড । নানা পেশার লোকেদের সম্বৎসরের রুজি রুটির অনেকটাই আবর্তিত হয় পুজোকে কেন্দ্র করে। রাজ্যের লোক শিল্পীদের সামনেও বিপুল কর্ম সংস্থানের সুযোগ নিয়ে আসছে দুর্গা পুজো। পুজোয় তাঁদের চাহিদাও ক্রমশ বাড়ছে। বিভিন্ন পুজো উদ্বোধনের সময়তেই লোক শিল্পীদের বেশি করে কাজে লাগাতে পুজো কমিটিগুলিকে আবেদন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়েছেন পুজো উদ্যোক্তারাও।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, লোকপ্রসার প্রকল্পের অন্তর্গত শিল্পীদের চাহিদা গতবারের তুলনায় এবছর অনেকটাই বেশি। আবার তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি চাহিদা ছৌ নাচ ও বাউলের। এছাড়াও নানা মণ্ডপ থেকে ডাক পাচ্ছেন আদিবাসী নৃত্য শিল্পীরা, গম্ভীরা পালাকাররা, পুতুলনাটকের দল, কালিকাপাতারি দল, ভাটিয়ালি গানের শিল্পীরা, ঘোড়ানাচ শিল্পীরা, রায়বেশে নৃত্য শিল্পীরা, সাঁওতালি নৃত্য শিল্পিরা এবং ঝুমুর গানের দলের শিল্পিরা। কলকাতার বড় বড় থিম পুজোর জায়গায় না হলেও শহরতলির কমবেশি পুজোমণ্ডপে বা পাড়ায় পাড়ায় পুজোর সময় বা পরে বসে জলসার আসর। সারারাত ধরে চলে গান- বাজনা। পুজোর থিমের মতোই জলসার চরিত্রেও বেশ কিছুটা বদল এসেছে। শহুরে ব্যান্ড, গায়ক- গায়িকাদের পাশাপাশি কলকাতা এবং তার আশপাশের পুজোমণ্ডপের জলসায় এখন ডাক পাচ্ছেন বাংলার লোকশিল্পীরা। সেই সব অনুষ্ঠানের পেয়েই পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, বরাত পেয়েই পশ্চিম মেদিনীপুর, মালদা, দক্ষিণ দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও পূর্ব বর্ধমান থেকে কয়েক হাজার লোকশিল্পীর দল ইতিমধ্যেই কলকাতায় এসে পৌঁছেছে। জানা গিয়েছে, এই সব লোকশিল্পীরা পুজোর দিনগুলিতে কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী পুজোগুলিতে ঘুরে ঘুরে অনুষ্ঠান করবেন। উত্তর এবং দক্ষিণ কলকাতার পাশাপাশি সল্টলেক, রাজারহাট, হাওড়া শহর, উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার শহরতলির একাধিক পুজো প্যান্ডেলে অনুষ্ঠানের ডাক পেয়েছেন তাঁরা। অর্থাৎ, পুরো পুজোটাই কলকাতায় কাটিয়ে তাঁরা বাড়ি ফিরবেন। এর ফলে হাজারে হাজারে লোকশিল্পী কাজ পাচ্ছেন দুর্গাপুজোর সময়। এখনও আবেদন আসছে। তাই মোট কতজন কাজ পেলেন, তার পুরো হিসেবটা পুজোর পরেই পাওয়া যাবে। তবে একবাক্যে এটা স্বীকার করতেই হবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্যই বাংলার এই লোকশিল্পীরা আজ এই কাজের বরাত পাচ্ছেন বেশি করে। কার্যত বাংলার বিলুপ্ত হতে চলা সব লোকশিল্পকলা ও শিল্পীদের নবজীবন প্রদান করেছেন তিনি। শুধু তাই নয়, কেন্দ্র সরকার যখন ১০০ দিনের কাজের টাকা বন্ধ রেখেছে, তখন রাজ্যের উদ্যোগে তাঁদের জন্য এই বিকল্প রুটিরুজির সুযোগ সৃষ্টির ঘটনাও বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

কাজাখস্তানে এমসিসিআই-এর তরফের বাণিজ্যিক প্রতিনিধি দল

নিজস্ব প্রতিবেদন: মার্চেন্টস চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি অর্থাৎ এমসিসিআইয়ের তরফ থেকে গত ৭ থেকে ১৩ অক্টোবর কাজাখস্তান প্রজাতন্ত্র একটি বাণিজ্যিক প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে। এই প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন এমসিসিআই-এর সভাপতি নমিত বাজোরিয়া। প্রতিনিধি দলে ছিলেন এমসিসিআই-এর সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ললিত বেরিওয়ালা এবং কলকাতার কাজাখস্তানের অনারারি কনসাল এবং এমসিসিআই-এর প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বিশাল ঝাঝারিয়া। ২৪ সদস্যের এই প্রতিনিধিদল এমসিসিআই-এর তরফ থেকে সবচেয়ে বড় প্রতিনিধি দল যেখানে রিয়েল এস্টেটে বিভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিশিষ্ট শিল্পপতি ও শিল্পপতিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

প্রসঙ্গত, গত ৯ অক্টোবর হোটেল কাজাখস্তান, আলমাটিতে ইন্ডিয়া কাজাখস্তান বিজনেস মিট-এর আয়োজন করা হয়েছিল। এই বি টু বি বৈঠকে কাজাখস্তানের ৪০টিরও বেশি ব্যবসায়ী সংগঠন ছাড়াও কাজাখস্তানের উচ্চপর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তারা উপস্থিত বৈঠকেউপস্থিত ছিলেন উভয় দেশের ব্যবসায়ীরাও।এই কাজাখস্তান ও ভারতে বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা নিয়ে আলোচনাও হয়। কাজাক ইনভেস্ট কাজাখস্তানে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধার বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সামনে আনে। এরই পাশাপাশি কাজাখস্তানের কৌশলগত অবস্থান, প্রচুর সম্পদ এবং অনুকূল ব্যবসায়িক পরিবেশ ভারতীয় ব্যবসায়ীদের তাঁদের ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য একটি আকর্ষণীয় প্রস্তাবও উপস্থাপন করে। এদিকে ভারতীয় প্রতিনিধিদল 'বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট'-এর প্রচার করেন, যা হবে আগামী নভেম্বরেই। উদ্যোগে. পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক আয়োজিত, আগামী নভেম্বরে কলকাতায় অনুষ্ঠিতব্য বিজিবিএস-এ অংশগ্রহণের জন্য কাজাখস্তানের কোম্পানিগুলিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়।

এদিন আলমাটি অঞ্চলের গভর্নর মারাত সুলতানগাজিয়েভও ভারতীয় প্রতিনিধিদলকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান এবং ভারত ও কাজাখস্তানের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও পর্যটন সম্পর্ক বৃদ্ধির সম্ভাবনায় নিজের বিশ্বাস ব্যক্ত করেন। এদিকে কাজাখস্তানের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে এমসিসিআই-এর প্রতিনিধি দল কৃষি সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এর মধ্যে ছিল খনি ও খনিজ, ধাতু, রাসায়নিক, তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস, চা, আর্থিক পরিষেবা, তথ্য প্রযুক্তি সহ রও অনেক কিছুই। এই প্রসঙ্গে এমসিসিআই-এর প্রেসিডেন্ট জানান কাজাখস্তান প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ এবং ভারতীয় ব্যবসার জন্য সরবরাহের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হতে পারে। অনেক ইউরেশীয় দেশের সাথে ঘনিষ্ঠতার কারণে কাজাখস্তানে বিনিয়োগের একটি মহান সুযোগ রয়েছে যার সাথে তাদের শুল্কমুক্ত বাণিজ্য চুক্তি রয়েছে।

এদিকে কাজাখ কোম্পানিগুলি ভারতীয় আয়ুর্বেদের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে এবং ভারত থেকে আয়ুর্বেদিক ভেষজ ও ওষুধপত্র সংগ্রহ করতে আগ্রহী। ভারতে কৃষিকাজের প্রক্রিয়া এবং এর ফলে কৃষিজাত পণ্যের আমদানি-রপ্তানি সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধিতে তাঁরা আগ্রহ প্রকাশ করেন।

হাওড়ার আমতার খড়িয়পে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমবিহারে দেবী দুর্গা পূজিতা হন মা সারদা বেশে। এ বছর দুর্গা রূপে মা সারদার আরাধনা ২৫ বছরে পা রাখলো।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা ২০ অক্টোবর ২০২৩ ২ কার্তিক ১৪৩০ শুক্রবার

আজ, ষষ্ঠীতে দেবী দুর্গার বোধন। সেজেছে তিলোত্তমা

১. দুর্গাপুজো উপলক্ষে পার্কস্ট্রিটের আলোকসজ্জা।
২. নিউটাউন সর্বজনীনের পুজো মণ্ডপ।
৩. ব্রহ্মপুর পার্লামেন্ট ক্লাবের দুর্গা প্রতিমা।
৪.গড়ফার পূর্বাচল শক্তিসংঘের পুজো।
৫. প্রথমবার দুর্গাপুজো হচ্ছে লেক কালীবাড়িতে। ছবি: অদিতি সাহা

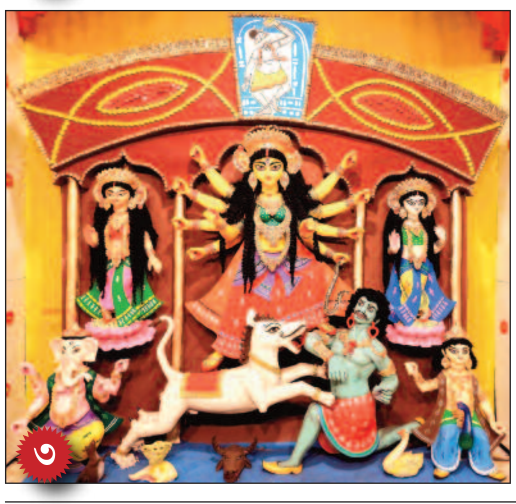

স্বস্তিতে শুভেন্দু, যাদবপুরের ঘটনায় এফআইআর নয়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বিক্ষোভের ঘটনায় স্বস্তিতে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর করার আবেদন খারিজ করে দিল কলকাতা হাই কোর্ট। বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের পর্যবেক্ষণ, ওইদিন তাঁর ভাষা কোনওভাবেই কাউকে আঘাত করেনি। তাই এফআইআর করা যাবে না। তবে শুভেন্দুকে তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে। বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের পর্যবেক্ষণ, একজন পদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তির এই ধরনের মন্তব্য করা উচিত নয়। তবে সেদিনের মন্তব্যের জন্য বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করা যায় না। গত ১৭ আগস্ট গোলপার্ক থেকে যাদবপুর এইট বি বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত মিছিল করে গেরুয়া শিবির। এরপর সভাও করে বিজেপি। বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের সামনে ওই মিছিল থেকে 'গোলি মারো', 'জুতো মারো' স্লোগানও শোনা যায়। এই ঘটনায় রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে এফআইআর করার আর্জিতে অনুমতি চায় পুলিশ। তবে সেই আবেদন খারিজ করে দেয় হাই কোর্ট।

ভ্রাম্যমান ট্রামে দুর্গার আরাধনা চক্ষুদান করলেন রূপান্তরকামীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এ পুজো একটু অন্যরকম। বড় সাজানো মণ্ডপ নয়, বরং দুর্গা মায়ের সাবেকি প্রতিমা আনা হয়েছে ট্রামে।

এতদিন ট্রামে রেস্তোরাঁ দেখেছে কলকাতাবাসী। এবার ট্রামের দুর্গাপুজো মহানগরীর অন্যতম আকর্ষণ হয়ে উঠেছে। ভ্রাম্যমাণ ট্রামে মাদুর্গার আরাধনায় দর্শনার্থীদের মুগ্ধ করছে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সিডস ফাউন্ডেশন। পুজোয় শামিল রূপান্তরকামীরাও। এমনকী মায়ের চক্ষুদানও করেন রূপান্তরকামীরা।

বিষয় ভাবনা রিফিউজি। পুজোর উদ্বোধন করেছেন তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্র। একদিকে ঐতিহ্যবাহী ট্রামে দুর্গাপুজো। তার উপর পুজোর থিম রিফিউজি দুর্গা। কালান্তক দেশভাগের পর দেবী দুর্গা এসেছেন কলকাতায়। সঙ্গে ছোট ছোট চার সন্তান। নেমেছেন শিয়ালদহ স্টেশনে। সদ্য শহরে এসে মাথা গোঁজার ঠাঁই পাননি। তাঁকে চিনে ফেলেছেন ভক্তরা। তাঁরাই ট্রামে যাতায়াতকারী দেবীকে সাদরে পুজো করছেন। এভাবেই সাজিয়ে তোলা হয়েছে ট্রামটিকে। সব মিলিয়ে দর্শনার্থীদের মন কাড়ছে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সিডস ফাউন্ডেশনের পুজো।

হেরিটেজ ট্রামে পুজো, বিষয় ভাবনা রিফিউজি, এর উপর রূপান্তরকামীদের পুজোয় শামিল করে সামাজিক বার্তা দিতে চেয়েছে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সিডস। সেই কারণেই একশ্রেণির মানুষের কাছে সামাজিকভাবে ব্রাত্য রূপান্তরকামীদের দিয়ে চক্ষুদানও হয়েছে মাতৃপ্রতিমার। উদ্যোক্তরা জানিয়েছেন, দুর্গাপুজোর অঞ্জলি, প্রসাদ বিতরণ ইত্যাদি হবে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে।

শহরের রাস্তায় ছুটবে এবার রঙিন, সুন্দর ট্রাম

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এবার শহরের রাস্তায় ছুটবে মুখ্যমন্ত্রীর ডিজাইন করা ট্রাম। কলকাতার ঐতিহ্যবাহী ট্রামকে মানুষের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে এই উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য পরিবহণ দপ্তর। পঞ্চমীতে তারই সূচনা করেছেন পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী, রাজ্য পরিবহণ নিগমের সভাপতি বিধায়ক মদন মিত্র।

পুজোর কটাদিন ঠাকুর দর্শনের সঙ্গে উপরি পাওনা সুসজ্জিত ট্রামে ভ্রমণ। নতুন ট্রামের ডিজাইন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী নিজেই। পুজোর পরে শহরের পথে পথে নিয়মিত দেখা যাবে রংচঙে ট্রাম।

মন্ত্রী, স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেছেন কোনওভাবেই কলকাতা থেকে ট্রাম উঠে যাবে না। শহরে অন্য সব কিছুর সঙ্গেই ট্রামও বাঁচবে। তবে কলকাতায় রাস্তা তুলনায় গাড়ির সংখ্যা অনেক বেশি। তাই ব্যস্ততম রাস্তায় আর ট্রাম চলবে না।

মদন মিত্র বলেন, কলকাতার বাইরে দমদম, গড়িয়া বেহালা ঠাকুরপুকুর অঞ্চলে নতুন করে ট্রাম চালানোর পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এছাড়া বেহালা - খিদিরপুর ভায়া ফোর্ট উইলিয়াম, ভিক্টোরিয়া রুটে বহুদিন বন্ধ থাকা ট্রাম রুট টি আগামী কালীপুজোর মধ্যে চালু করা হবে বলে তিনি জানান।

১৮৭৩-র ২৪ ফেব্রুয়ারি শিয়ালদহ থেকে আর্মেনিয়ান ঘাট পর্যন্ত প্রথম ট্রামের চাকা গড়িয়েছিল। তবে সেই ট্রাম ছিল ঘোড়ায় টানা। ১৯০২-র ২৭ মার্চ কলকাতায় প্রথম বিদ্যুৎচালিত ট্রামের সূচনা হয়।

দুর্গাপুজোতে শিয়ালদহ বিভাগে যাত্রী সুরক্ষা ও নিরাপত্তায় জোর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শিয়ালদহ বিভাগে দুর্গাপুজো চলাকালীন যাত্রী সুরক্ষা ও নিরাপত্তার উপর পূর্ব রেল বিশেষ নজর দিল। অতিরিক্ত ভিড় মোকাবিলার জন্য পূর্ব রেল শিয়ালদহ , বিধাননগর, দমদম, নৈহাটি, কল্যাণী প্ল্যাটফর্মে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। অ্যাম্বুল্যান্স সহ আপৎকালীন চিকিৎসা ব্যবস্থার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে শিয়ালদহ বিভাগে রেল সুরক্ষা কর্মীদের দ্বারা পর্যবেক্ষণ চালানো হচ্ছে।

রেলের আধিকারিক সহ সুরক্ষা কর্মীরা মাধ্যমে প্ল্যাটফর্ম, ফুটব্রিজ সহ স্টেশন চত্বরে অতিরিক্ত অভিযান চালাচ্ছেন। যাত্রীদের সুবিধার্থে বিশেষ তথ্য অনুসন্ধান কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। সাধারণ যাত্রীদের জন্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঘোষণা চালানো হচ্ছে। ট্রেনের সময়সূচি সহ একাধিক বিষয়কে ওই ঘোষণাতে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

শিয়ালদহ বিভাগ থেকে সাধারণ যাত্রীদের প্রতি আবেদন করা হচ্ছে তারা যেন কর্তব্যরত রেলের আধিকারিক ও সুরক্ষা দলের সঙ্গে সহযোগিতা করেন, যাতে সকলে দুর্গাপূজার সময়ে নিশ্চিন্তে ও নির্বিঘ্নে তাদের পূজার আনন্দ উপভোগ করতে পারেন।

রাজ্যে শব্দবাজির মাত্রা বেড়ে হল ১২৫ ডেসিবেল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দূষণ ছড়ায় এমন বাজি নিষিদ্ধ করে সবুজ বাজিতে যেমন একদিকে জোর দেওয়াহয়েছে, তেমন অন্য দিকে, এবার রাজ্যে বাড়ল শব্দবাজির মাত্রা। ১২৫ ডেসিবেল পর্যন্ত ছাড় দিয়েছে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ। এতদিন এ রাজ্যের পরিবেশবান্ধব বাজির ক্ষেত্রেও শব্দমাত্রা ৯০ ডেসিবেল পর্যন্ত ছাড়া ছিল।

রাজ্যের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে পর্ষদ। দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের চেয়ারম্যান কল্যাণ রুদ্র জানান, সুপ্রিম কোর্টে নির্দেশ অনুযায়ী শব্দমাত্রা ১২৫ ডেসিবেল পর্যন্ত করা হয়েছে। তবে 'নিঃশব্দ অঞ্চল' বা 'সাইলেন্ট জোন' থেকে একশো মিটারের মধ্যে মাইক্রোফোন বা শব্দবাজির ব্যবহারে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ। ১২৫ ডেসিবেলের উপর শব্দবাজি ফাটানোর অভিযোগ এলেই আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে পর্ষদ বলেও জানানো হয়েছে বলেই খবর।

বন্ধ হয়ে গেল শ্রীভূমির 'ডিজনিল্যান্ডে'র লাইট শো

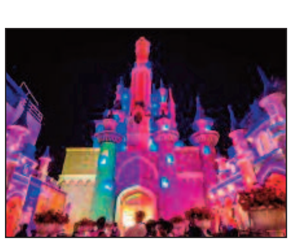

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বুর্জ খলিফার পর ডিজনিল্যান্ডের লাইট শো নিয়ে সমস্যা। পুলিশের আবেদনে পঞ্চমীর সন্ধ্যায় বন্ধ হয়ে গেল শ্রীভূমির লাইট শো।

'শ্রীভূমি' কলকাতার এই পুজো মণ্ডপটি যেন গত কয়েক বছর ধরে উন্মাদনার অন্য নাম হয়ে উঠেছে। কখন বাহুবলীর মাহেশমতী সাম্রাজ্য, কখনও বুর্জ খলিফা করে চমক দিয়েছে মন্ত্রী সুজিত বসুর শ্রীভূমির পুজো মণ্ডপ। মহালয়া থেকে দর্শকদের ঢল সেখানে। তবে এবার, পঞ্চমীর সন্ধেয় বন্ধ হয়ে গেল শ্রীভূমির 'ডিজনিল্যান্ডে'র লাইট শো। মণ্ডপসজ্জা দেখতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবেই হতাশ দর্শনার্থীরা। বারবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে মন খারাপ উদ্যোক্তাদের।মহালয়া থেকেই শ্রীভূমিতে উপচে পড়া ভিড়। সন্ধ্যে নামার সঙ্গে সঙ্গে ভিড় বেড়েছে লাফিয়ে। কার্যত জনজোয়ার শ্রীভূমি ও সংলগ্ন এলাকা। ডিজনিল্যান্ড ও লাইট শো দেখতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়েছেন দর্শনার্থীরা। সেই লাইট শো-তেই বিপত্তি। কাছেই বিমানবন্দর। ফলে এই লাইটে তৈরি হচ্ছে সমস্যা। অন্যদিকে লাইটের জন্যই মানুষের ঢল নামছে। ফলে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া কার্যত দায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে পুলিশের পক্ষে।জানা গিয়েছে, সেই কারণে আপাতত শ্রীভূমির ডিজনিল্যান্ডের লাইট শো বন্ধ রাখার আবেদন করা হয়েছিল পুলিশের পক্ষ থেকে। সেই আরজি মেনেই লাইট শো বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন উদ্যোক্তারা। তবে শোনা যাচ্ছে, পরবর্তীতে ফের চালু করা হতে পারে লাইট শো।

প্রসঙ্গত, গত বছর বুর্জ খলিফার লাইটিং-এর জেরে বিমান ওঠা-নামায় সমস্যা হওয়ায়, বিমান বন্দর কর্তৃপক্ষের আবেদনের ভিত্তিতে বন্ধ করতে হয়েছিল লাইটিং। এবছরও কার্যত তেমনই কিছু সমস্যা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

থিমে তিন চাকার চালকদের সম্মান হাজরা পার্ক শারদোৎসবে

শুভাশিস বিশ্বাস

কলকাতা: সড়ক পথে কলকাতার লাইফ-লাইন কী বলতে পারবেন? হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। অটো রিক্সা। যাঁরা গ্রীষ্ম-শীত-বর্ষাকে হেলায় উপেক্ষা করে শহরের মানুষকে পৌঁছে দিচ্ছেন তাঁদের গন্তব্যে। রাত-বিরেতে কোনও রোগীকে ডাক্তারের কাছে বা হাসপাতালে নিয়ে যেতে হলেও এই অটোই ভরসা। এই অটোর হাত ধরেই মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরাও যথাসময়ে পৌঁছে যান তাঁদের পরীক্ষা কেন্দ্রে। তারই জেরে এঁরাই যাত্রীদের কাছে কেউ পরিচিত, দাদা, কাকা বা ভাই হিসেবে। পেশায় অটো চালক হিসেবে তাঁরা সমাজে পরিচিতি পেলেও তাঁদেরও রয়েছে পরিবার। একজন অটোচালক কারও সন্তান, কারও ভাই বা কারও বাবা। আমরা রাস্তায় বেরিয়ে এই বাস্তব ঘটনাকে যে মনে রাখি না তা প্রতিফলিত হয় আমাদের ব্যবহারেই। আর্থ সামাজিক দিক থেকে অটোচালকদের ব্যাংক ব্যালান্স হয়তো মোটেই নজর কাড়ে না কারণ, মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত ঘরের থেকে ছেলে এঁরা। উপায় না পেয়ে দিন গুজরানের পথ হিসেবেই এই অটো চালানোটাকেই পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন। তবে বর্তমান আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে কোনও মানুষ অনেকটাই গুরুত্ব পান তাঁর আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকলেই। ফলে সমাজ তাঁদের ঠিক কতটা সম্মান দিচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যাচ্ছে। কাজের যথার্থ সম্মান না পেলেও এঁরাও ছেঁড়া কাঁথাতে শুয়ে স্বপ্ন দেখেন কোটিপতি হওয়ার। এ স্বপ্ন বাস্তব কী অবাস্তব তা বলবে সময়। আর এই অটো চালকদেরই জীবন আল্লেখ্য রচিত হয়েছে ২০২৩-এর হাজরা পার্ক দুর্গোৎসবের থিম 'তিন চাকার গল্প'তে।

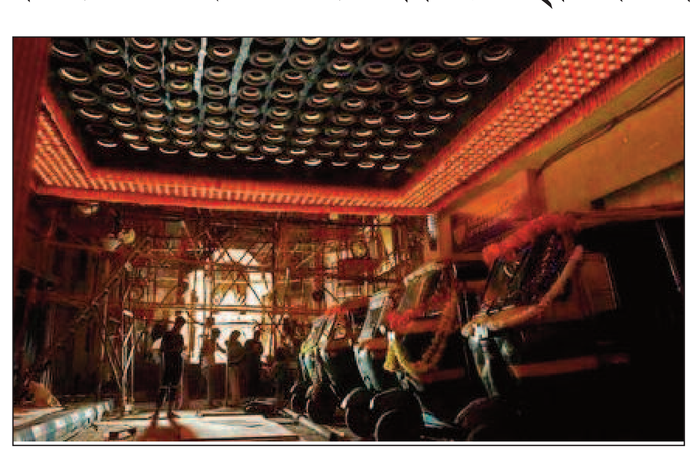

হঠাৎ পুজোর থিম হিসেবে অটো রিক্সা বেছে নেওয়ার কারণ হিসেবে হাজরা শারদোৎসব কমিটির যুগ্ম সম্পাদক সায়নদেব চট্টোপাধ্যায় জানান, 'আমাদের মধ্যে অটো চালকদের প্রতি নেতিবাচক ভাবনা রয়েছে। কিন্তু আমরা কখনই তাদের দৈনন্দিন সংগ্রাম, অসুবিধা, তাদের পারিবারিক জীবন, তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং স্বপ্ন সম্পর্কে জানতে চাই না। আমরা ভুলে যাই,একজন অটো চালকের প্রতিদিনের বেঁচে থাকার লড়াইয়ের কাহিনী। এই লড়াইয়ের একটা অঙ্গ একে অপরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে যাত্রী তোলা। আবার কখনও বা সঠিক ভাড়ার জন্য বচসায় জড়ানোর ঘটনা। আর এই সব ঘটনাকে ফোকাল পয়েন্টে রেখে 'অটোর দৌরাত্ম্য' শিরোনামে সংবাদও পরিবেশন হয়। কিন্তু আমরা ভুলে যাই তাঁদের এই রোজগারের ওপর ভরসা করে রয়েছে আরও বেশ কিছু অসহায় মুখ। অথচ তাঁরা তো সব রকম বিপাদে আপদে থাকেন শহরবাসীর পাশে। এই থিমের মধ্য দিয়েই অটো চালকদের সম্মান জ্ঞাপনও পুজো কমিটির লক্ষ্য।'

অটো চালকদের এই দৈনন্দিন জীবনের ছবিটা দর্শনার্থীদের সামনে তুলে ধরতে থিম শিল্পী রাজু সরকার পুজোর প্যান্ডেলকে হাজরা মোড়ের অটো স্ট্যান্ডের একটা রেপ্লিকার রূপ দিয়েছেন। আর মূল মণ্ডপে পৌঁছাতে হলে একটা ৩৮ ফুট দীর্ঘ টানেলের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে দর্শনার্থীদের। আর টানেলের মধ্য দিয়ে এগোনোর সময় ঠিক যেমনটি অটোয় বসলে দেখা যায় তেমনই এক আবহ তৈরি করেছেন শিল্পী রাজু সরকার। 'মায়ের আর্শীবাদ', 'জয় জগন্নাথ'-এর মতো আইকনিক লেখাও নজরে আসবে এই টানলের গায়ে। সঙ্গে থাকবে লুকিং গ্লাস থেকে অটোর নানা অংশ এবং যন্ত্রাংশ, যা দিয়ে অটোর অন্দরের এক আবহ যেন এই মণ্ডপেই তৈরি করে ফেলেছেন শিল্পী রাজু সরকার। সঙ্গে ভয়েস-ওভারে এই অটো চালকদের নানা ঘটনাকে চিত্রায়িত করা হয়েছে। খুব সহজ ভাবে বললে থিম শিল্পী চেয়েছেন 'তিন চাকার গল্প'-এর সঙ্গে শিল্পের এক মেলবন্ধন ঘটাতে। এই থিমের সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই মাতৃ প্রতিমার রূপদান করছেন দীপেন মণ্ডল। আলোর দায়িত্বে রয়েছেন সাধন পাড়ুই আর আবহে শাঁওলি মজুমদার।

হাজরা পার্ক দুর্গোৎসবের একটা ইতিহাসও কিন্তু রয়েছে যা হয়তো আমরা অনেকেই জানি না। একটা সময় ছিল যখন দুর্গাপুজো প্রধানত উচ্চবিত্ত ও উচ্চবর্ণের পরিবারের বাড়িতে হতো। নিম্নবর্ণের লোকদেরও এই পুজোগুলিতে প্রবেশ করতে এবং দেবীকে নৈবেদ্য দিতে দেওয়া হত না। এই সব মানুষের পুজোতে সক্রিয় অংশ নেওয়া ছিল কল্পনার বাইরে। পারিবারিক পুজোগুলি ধীরে ধীরে 'বারোয়ারি'-তে রূপান্তরিত হলেও 'সর্বজনীন' বা ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে উঠতে পারেনি। এদিকে তখন হরিজন বা মাহতারদের অপবিত্র বলে মনে করা হত কারণ তারা কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার সঙ্গেই মূলত যুক্ত ছিলেন। আর সেই কারণেই পুজো প্যান্ডেলগুলিতে প্রবেশ নিষেধ ছিল তাঁদের।

এরপর ১৯৪২ সালে তৎকালীন কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র সি আর দাস এবং সিইও সুভাষ চন্দ্র বসুর নির্দেশনায় কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সহায়তায় এই পুজোর শুরু হয়। যা আমজনতা, অনগ্রসর শ্রেণি এবং হরিজনদের জন্য উন্মুক্ত ছিল। এর আগে এই পুজো হতো ভবানীপুরে। পরে ১৯৪৫ সালে তা হাজরা পার্কে স্থানান্তরিত হয়। অনগ্রসর শ্রেণির লোকেরা তখনও যেমন এই পুজোয় অবাধে অংশগ্রহণ করতে পারতো, ঠিক সেই ট্র্যাডিশন অব্যাহত রয়েছে আজও। এই পুজোর মধ্য দিয়ে পুজো উদ্যোক্তারা বার্তা দিতে চান, একজনের জন্ম যে পরিবার বা বংশেই হোক না কেন, প্রতিটি মানুষকে সমানভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাদের সাথে একই আচরণ করা উচিত।

সম্পাদকীয়

উন্নয়ন মানুষের বেঁচে থাকাকে আরও সহজ করে

বছর ঘুরলেই লোকসভার নির্বাচন;নরেন্দ্র মোদি যে আরও একবার প্রধানমন্ত্রীর কুর্সিতে বসার খোয়াব দেখেন! আগামী ডিসেম্বরে তাঁর 'ভিশন ডকুমেন্ট ২০৪৭' ঘোষণা করার কথা। স্বাধীনতার শতবর্ষ পূর্তির আগেই দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বিশেষ গতি সঞ্চারই এই পরিকল্পনার নিহিতার্থ;যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুটি সংকল্প হল;বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হয়ে ওঠা এবং 'উন্নত' দেশগুলির তালিকায় স্থানলাভ। কিন্তু কীসের ভিত্তিতে এত বড় চ্যালেঞ্জেটা জিততে চাই আমরা? সরকার বলবে যে, এই জন্যই তো ভিশন ডকুমেন্ট তৈরি করা হয়েছে? কিন্তু যেসবের ভিত্তিতে এই খোয়াবনামা প্রস্তুত হয়েছে, সেগুলির প্রকৃত চেহারা কী? উন্নয়ন কিছু সংখ্যার জারিজুরি কিংবা শিল্পীর তুলি অথবা কবির কলমে ফুটে ওঠা মন হরণ করে নেওয়া একটি চিত্র নয়। উন্নয়ন হল সেই জিনিস যা মানুষের বেঁচে থাকাকে আরও সহজ, আনন্দদায়ক ও অর্থবহ করে তোলে। গণতন্ত্র ও যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অনুশীলন, সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা, সরকারি কাজকর্মে স্বচ্ছতা, ব্যক্তি স্বতন্ত্রতা, ধর্ম-বর্ণ-জাতি-লিঙ্গ নির্বিশেষে মানুষের অধিকার প্রভৃতি প্রশ্নে আমরা কোন জায়গায় আছি? আমরা যে মোটেই ভালো নেই তার প্রশ্নাতীত জবাব মেলে ধনী-গরিব এবং লিঙ্গ ভিত্তিক তীব্র বৈষম্যের ভিতরে। এছাড়া রয়েছে বেকারত্বের উচ্চ হার, লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ের শিক্ষা-বঞ্চনা, শিশু ও মহিলাদের একটি বড় অংশের মধ্যে ভয়াবহ অপুষ্টি, বহু মানুষের গৃহসমস্যা ও বিনা চিকিৎসা, সামাজিক অবিচার, প্রবীণ ও অশক্ত মানুষের আর্থিক দুর্দশার মতো ক্রনিক সমস্যাগুলি। আদিবাসী, তফসিলি জাতি এবং মুসলিমসহ ধর্মীয় সংখ্যালঘু শ্রেণির একাংশ আজও মানবেতর জীবনে অভ্যস্ত। ধরা গেল, এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী কংগ্রেস এবং অন্য বিরোধী দলগুলির অদক্ষ সরকার। কিন্তু ২৫ বছরের ভিশন ডকুমেন্ট রচনার পক্ষে গুজরাত, উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, মণিপুর প্রভৃতি ডাবল ইঞ্জিন রাজ্যও কি অনুসরণযোগ্য? প্রধানমন্ত্রী এবং দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর রাজ্য দিয়েও তো শুভ সূচনা করতে সরকারই ভরসা পাচ্ছে না। কারণ শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো দুটি প্রধান মানদণ্ডে গুজরাত যে ইতিমধ্যেই ডাহা ফেল! বুলডোজ প্রশাসন উপহার আর নারীর সম্ভ্রম লুটের শীর্ষে এখন যোগীরাজ্য। মোদি-শাহদের প্রিয়পাত্র এন বীরেন সিংয়ের সরকার তো মণিপুর রাজ্যটিকে ছারখার করে দিয়েছে, দুনিয়ার কাছে দেশের মুখ পুড়িয়েছে সেখানকার গেরুয়া রাজনৈতিক সংস্কৃতি। 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' স্লোগান কতটা লোক দেখানো সেটি প্রমাণ করেছে হরিয়ানা। এক দল কৃতী মহিলা কুস্তিগির যৌনহেনস্তার বিচারই পেলেন না, অভিযুক্ত ব্যক্তিটি প্রভাবশালী বিজেপি নেতা বলেই! তাই রিপোর্টে অনেক ভালো কথা বলেও ২০৪৭-এর ভিতরে ভারতের প্রকৃত উন্নয়নের সম্ভাবনার সামনে অনেক প্রশ্ন ও 'যদি' ঝুলিয়ে রাখতে বাধ্য হয়েছে বিশ্ব ব্যাঙ্কও।

শাশ্বত কথা

সত্য কথা

যেমন বাতাসে জল নড়লে ঠিক প্রতিবিম্ব দেখা যায় না, তেমনি মনস্থির না হলে তাতে ভগবানের প্রকাশ হয় না। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে মন চঞ্চল হয়। এই জন্য যোগীরা আগে কুম্ভক দ্বারা মনস্থির করে ভগবানের ধ্যান-ধারণা করেন। মনস্থির না হলে যোগ হয় না, যে পথেই যাও। মন যোগীর বশ। যোগী মনের বশ নয়। মন স্থির হলে বায়ু স্থির হয়-কুম্ভক হয়। হীনবুদ্ধি লোকেই সিদ্ধাই চায়। ব্যারাম ভাল করা, মোকদ্দমা জিতানো, জলে হেঁটে চলে যাওয়া, আগুনের উপর দিযে যাওয়া, আর একদেশে একজন কি বলেছে তাই বলতে পারা, এই সব। আবার স্বস্ত্যয়ন করে ভাল করা-সিদ্ধাই। হঠযোগীরা দেহাভিমানী সাধু।কেবল নেতি ধৌতি করছে-কেবল দেহের যত্ন। ওদের উদ্দেশ্য আয়ু বৃদ্ধি করা, দেহ নিয়ে রাতদিন সেবা। ও ভাল নয়।-

— শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ

জন্মদিন

আজকের দিন

সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়

১৯২০ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের জন্মদিন।*
১৯৬৬ *বিশিষ্ট তবলাবাদক বিক্রম ঘোষের জন্মদিন।*
১৯৭৮ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় বীরেন্দ্র সেহবাগের জন্মদিন।*

ব্রিটিশ তোষামোদ জমিদারদের পুজো নয়
দুর্গা দুর্গতিনাশিনী স্বদেশীদের দেশ মাতৃকার রূপে প্রাণ প্রতিষ্ঠা পেতেন

প্রদীপ মারিক

স্বদেশীরা মা দুর্গাকে দেশমাতার ভূমিকাতেই ভাবতে চেয়েছিলেন এবং ভাবাতে শিখিয়েছিলেন আপামর বঙ্গবাসীকে। অবশ্য শুধু দেশমাতা বললে ভুল হবে, ইংরেজদের শাসন থেকে দেশকে বাঁচাতে দেবী দুর্গাই হয়ে ওঠেন শক্তির প্রতীক। তাই দেশ মাতৃকার সম্মানে মাতৃভূমি রক্ষাই বিপ্লবীদের একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান এবং লক্ষ্য হয়ে ওঠে। ঐতিহাসিকবিদ এবং গবেষকরা মনে করেন মা দুর্গাকে দেশ মাতৃকার রূপ দিলেন ১৮৮২ সালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আনন্দমঠে' উপন্যাস। এই উপন্যাসই মা দুর্গার মৃণ্ময়ী রূপকে আন্দোলনকারীরা দেশ মাতৃকার স্থান দিলেন। বিদ্রোহীদের নেতা মহেন্দ্রকে ভারত-মাতার তিনটি মুখ দেখান যে পর পর তিনটি ঘরে তিন দেবীর পূজা করা হচ্ছে। জগদ্ধাত্রী, কালী ও দুর্গা। ধীরে ধীরে, বিদ্রোহী প্রভাব এবং তাদের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। উপন্যাসে ব্যবহৃত 'বন্দেমাতরম' গান বিপ্লবীদের লড়াইয়ের অন্যতম মন্ত্র। বাঙালি ছাপাখানা গুলোয় দুর্গা প্রতিমার ছবির উপর বহু দেশাত্মবোধকগান ছাপা হত। সেই সময়েই লর্ড কার্জনের শিক্ষানীতির বিরোধিতা করে বিভিন্ন পত্রিকায় পুজোবিষয়ক লেখাতেও মা দুর্গার এই দেশমাতায় বিবর্তনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যখন স্বাধীনতার জন্য বিপ্লবীরা শক্তির উপাসনা করছেন তখন অন্য দিকে ব্রিটিশদের পলাশীর যুদ্ধে জেতানোর মুখ্য ভূমিকায় নেওয়া সুবোধ ভদ্র কুমাররা দুগ্গা পুজোর নামে ব্রিটিশদের তোষামোদ করতে ব্যাস্ত হয়ে পড়ে। প্রতিমার সোনার গয়না, দামী রত্নের মুকুট থেকে শুরু করে ঘটা করে লোক খাওয়ানো কিছুই বাকি ছিল না ব্রিটিশদের পা চাটা জমিদার শ্রেণীর। এমনকি সাহেবদের মনোরঞ্জনের জন্য পুজোর ক'দিন নাচের অনুষ্ঠানে মুর্শিদাবাদ, লক্ষ্ণৌ থেকে নাচিয়েদেরও নিয়ে আসা হত জমিদার বাড়িতে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিরই এক কর্মচারী জে এইচ হলওয়েলের কথায়, বাঙালিদের এই পুজোয় ইউরোপীয়দের নিমন্ত্রণকরার পিছনে আরেকটা কারণ ছিল এই যে, অনেক ইংরেজই সেই সময় এই পুজোগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। প্রায় অর্ধেক মাস জুড়ে চলত উৎসব। মরশুমি ফল আর ফুলদিয়ে সাহেবদের অভ্যর্থনা জানান হত। পলাশীর যুদ্ধে নবাবদের হারানোর পরে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাতে চেয়েছিলেন রবার্ট ক্লাইভ। কিন্তু কলকাতা শহরের একমাত্র চার্চটি নবাবরা ধ্বংসকরে ফেলায় সেই পথ বন্ধ হয়ে যায়। তখন ক্লাইভের ব্যক্তিগত সচিব নবকৃষ্ণ দেব তার বাড়িতে দুর্গাপুজোয় ক্লাইভকে আমন্ত্রণ জানান। ধুমধাম করে পুজো হয় কলকাতায় শোভাবাজারে নবকৃষ্ণের বাড়িতে। যদিও মনে করা হয়, এই ক্লাইভ এবং দুর্গাপুজোর এই গল্পটি নবকৃষ্ণের নিজের মতোকরে তৈরি করে নিয়েছিলেন। তবুও, পুরনো কলকাতার ইতিহাস ঘাটলেই দেখা যায় শোভাবাজার রাজবাড়ির পুজোকে 'কোম্পানির পুজো' বলেই উল্লেখ করা হয়েছে বিভিন্ন জায়গায়। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু বারোয়ারি দুর্গোৎসবকে বেছে নিলেন। ১৯২৭ সালে বার্মার জেল থেকে ছাড়া পেয়ে কোলকাতায় ফিরে এসে নেতাজি বিভিন্ন সামাজিক এবং সেবামূলক কাজে নিযুক্ত হন। সেই সুবাদে পরবর্তীকালে তিনি বেশ কিছু বারোয়ারি দুর্গা পুজোর সাথে যুক্ত হন। দক্ষিণ কোলকাতার আদি লেকপল্লীর পুজো, মধ্য কলকাতার ৪৭ পল্লীর পুজো, উত্তর কলকাতার বাগবাজার, কুমারটুলি, সিমলা ব্যায়াম সমিতির বারোয়ারি পুজোগুলোর সাথে নেতাজী যুক্ত ছিলেন। তিনি পুজোগুলোয় উপস্থিত হয়ে সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে একতা আর জাতীয় চেতনা গড়ে তুলতে চেষ্টা করতেন। শক্তির আরাধনার মধ্য দিয়ে এই অঞ্চলের মানুষের মনে স্বদেশী ভাবধারা জাগিয়ে তোলাই ছিল এই পুজোর উদ্যোক্তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এসব পুজো প্রাঙ্গণে পুজোর ক'দিন স্বদেশী গান-বাজনার ব্যবস্থা হত। স্বাধীনতা সংগ্রামী চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও এসব সার্বজনীন দুর্গা পুজোর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ফলে পূজা মণ্ডপগুলো হয়ে উঠলো স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মিলনস্থল। নেতাজি পুজো প্রাঙ্গণে উপস্থিত হলে তাকে দেখার জন্য মানুষের ঢল নামতো। দেশমাতৃকার আরাধনার উদ্দেশ্য নিয়ে অতীন্দ্রনাথ ১৯২৬ সালে সিমলা ব্যায়াম সমিতির উদ্যোগে দুর্গোৎসব শুরু করেন। সারা বছরের শরীর চর্চা আর সাহসিকতার পরীক্ষার দিন হিসেবে বেছে নেওয়া হ'ত মহাষ্টমীর দিনটিকে, এই দিনটি তারা বীরাষ্টমী দিবস হিসেবে পালন করতেন। এই বীরাষ্টমী অনুষ্ঠানে দেবী দুর্গার সামনে লাঠি খেলা, ছুরি খেলা, কুস্তি, মুষ্টিযুদ্ধ আর তরবারি খেলার মাধ্যমে সাহস আর শক্তি দেখানোর পরীক্ষা হতো। সুভাষচন্দ্র বসুর সাথে এই বারোয়ারি পুজো কমিটির গভীর সম্পর্ক ছিল। তিনি বেশ কয়েক বছর এই বীরাষ্টমী উৎসবের উদ্বোধন করেছিলেন। ১৯২৮ সালের সিমলা ব্যায়াম সমিতির তৃতীয় বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, সে বছর খুব জাঁকজমকভাবে বীরাষ্টমী উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। উৎসবে উপস্থিত ছিলেন শরৎচন্দ্র বসু, সুভাষচন্দ্র বসু, ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত, উপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, কিরণ মুখোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের মতো প্রখ্যাত ব্যক্তিরা। ঋষি অরবিন্দ ও বাঘা যতীনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী যুগান্তর দলের নেতা বিপ্লবী অতীন্দ্রনাথ বসু সিমলা ব্যায়াম সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমিতি ছিল লাঠিখেলা, তলোয়ার চালনা, কুস্তি খেলা প্রভৃতি শেখার প্রধান আখড়া। ১৯৩০ সালে নেতাজি কলকাতা পুরসভার মেয়র নির্বাচিত হন। ওই বছরেই সিমলা ব্যায়াম সমিতি সভাষচন্দ্র বসুকে সার্বজনীন পুজো কমিটির সভাপতি নিযুক্ত করে। নেতাজির উদ্যোগে ও স্বদেশী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে সিমলা ব্যায়াম সমিতির পুজোতে প্রতিমাকে তখন দেশীয় খাদি বস্ত্র পরানোর চল শুরু হয়। দেবীর পরনের অলঙ্কার সবই মাটির। অস্ত্র দেশীয় লোহা, তামার। বীরাষ্টমী উৎসব ছাড়াও মণ্ডপে পুতুল খেলা, যাত্রা পালা ও কবিয়াল গানের মাধ্যমে দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরা হত। এছাড়াও পুজো প্রাঙ্গনগুলোতে বিভিন্ন বাণী লেখা পোস্টার শোভা পেত। সে সময়ের ইংরেজি পত্রিকা 'অ্যাডভান্স' এ সিমলা ব্যায়াম সমিতির পুজোকে 'স্বদেশী ঠাকুর' হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকার ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোতে কোন ধরনের হস্তক্ষেপ করার সাহস করতো না। কিন্তু সিমলা ব্যায়াম সমিতির পুজোয় বিপ্লবীদের অংশগ্রহণ বেড়ে যাওয়ায় ১৯৩২ সালে ইংরেজ সরকার এই পুজোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। পরপর তিন বছর এ পুজো নিষিদ্ধ ছিল। ১৯৩৯ সালে আবার নতুন করে এই পুজো শুরু হয়। এবার এ পুজোয় অগ্রণী ভূমিকা নেন স্বামী বিবেকানন্দের ভাই মহেন্দ্র দত্ত। ১৯১৯ সালে বাগবাজার সার্বজনীন দুর্গোৎসব শুরু হয়। শোনা যায়, কয়েকজন যুবক কোনো অভিজাত বাড়ির পুজো দেখতে গিয়ে অপমানিত হয়ে এই সার্বজনীন পুজো শুরু করার উদ্যোগ নেন। 'নেবুবাগান বারোয়ারি দুর্গাপুজা' নামে এই পুজো প্রথম শুরু হয়। ১৯২৯ সালে বাগবাজারের এই পুজোয় এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। ১৯৩০ সালে কলকাতা পুরসভার ওল্ডারম্যান দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাগবাজার সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির সভাপতি হন। তারই উদ্যোগে এই পুজো এক নতুন রূপ পায়। দেশাত্মবোধ ও স্বদেশিকতার চেতনাবোধ জাগাতে তিনি এই পুজোর নামকরণ করেন, 'বাগবাজার সার্বজনীণ দুর্গোৎসব ও প্রদর্শনী'। প্রকৃতপক্ষে ওই বছর থেকেই এই পুজোর গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের শুরু। এই দুর্গাপুজোর যে বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হতো, তা স্বদেশী শিল্পমেলায় রূপান্তরিত হয়। দুর্গাচরণের উদ্যোগেই পুজোর সঙ্গে যুক্ত হয় দেশীয় শিল্প সম্পর্কিত একটি পূর্ণাঙ্গ প্রদর্শনী। গ্রামীণ শিল্পের সাথে কলকাতার মানুষদের পরিচয় করিয়ে দিতেই মূলত তার এই পদক্ষেপ। সে বছরই সুভাষচন্দ্র এই পুজোর সাথে যুক্ত হন। সুভাষ চন্দ্র ১৯৩৮-১৯৩৯ সাল পর্যন্ত এই দুর্গোৎসব কমিটির সভাপতি ছিলেন। এছাড়া ১৯৩০ এবং ১৯৩৯ সালে তিনি বাগবাজারের সার্বজনীন দুর্গোৎসবের সমাপ্তি অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন। সেই সময় অনুশীলন সমিতির লাঠিখেলা, শরীর চর্চা ইত্যাদি প্রদর্শন করার জায়গা ছিল বাগবাজার সার্বজনীন পূজা প্রাঙ্গণ। এই অনুষ্ঠানটি হতো বীরাষ্টমী উৎসবের দিনে। ১৯৩৬ সালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাইঝি সরলা দেবীর পরিচালনায় বাগবাজারে সর্বপ্রথম বীরাষ্টমী উৎসব শুরু হয়। এই পুজোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'কাপুরুষতা, ভীরুতা সব মায়ের চরণে অর্পণ করে দেশমাতৃকার পুজোর জন্য তৈরি হতে হবে। সে পূজার জন্য প্রয়োজন শুধু ত্যাগ।' পরাধীন ভারতবর্ষ তখন স্বাধীনতা আন্দোলনে উত্তাল। বিরাট জনসমাগম দেখলেই ইংরেজরা ভয় পেতে শুরু করে। এভাবেই বারোয়ারি পুজোর মাধ্যমেও বহু মানুষকে একত্র করার পরিকল্পনা তখন পরাধীন দেশের বিভিন্ন অংশে শুরু হয়ে যায়। খানিকটা এভাবেই উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৯৩২ সালে হরিমোহন পালের সভাপতিত্বে এবং সম্পাদক দ্বারিকানাথ দাসের নেতৃত্বে কুমোরটুলি অঞ্চলের কিছু যুবক কুমারটুলি সার্বজনীন দুর্গোৎসবের শুভ সূচনা করেন। এইভাবে দুর্গাপুজোর মাধ্যমে সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়তে থাকে স্বদেশী চেতনার এক নব জাগরণ। বিভিন্ন জায়গায় সার্বজনীন পুজোর মাধ্যমে ঘটতে থাকে ব্রিটিশ বিরোধী চেতনার এক নব উন্মেষ। সে উদ্যোগের মধ্যমণি হিসেবে নেতাজি সুভাষচন্দ্রের নাম জড়িয়ে থাকলেও তার সাথে জড়িয়ে আছে আরও অনেক সাহসী বিপ্লবী যোদ্ধার নামও। বাঙালির ঐতিহ্য, সাহসিকতা, আত্মসম্মানবোধ এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের এক পর্ব এর মধ্যে দিয়ে সূচিত হয়। ১৯৩৪ সাল, মাস্টারদা সূর্য সেনকে অত্যাচারের পর সদ্য ঝোলান হয়েছে ফাঁসিতে। বাংলায় জ্বলছে প্রতিশোধের আগুন, যার উত্তাপ এসে পড়ে মেদিনীপুরেও। মেদিনীপুরের জেলা শাসক হিসেবে একে একে প্রাণ হারান জেমস পেডি, বার্নাড বার্জ। এরপর পি.জি. গ্রিফিথ মেদিনীপুরের দায়িত্ব নিয়ে কার্যত বোতলবন্দী করে রাখেন গোটা জেলার মানুষকে। অর্থনৈতিক পুঁজি থেকে শুরু করে দুর্গাপুজো আয়োজনের সমস্ত ক্ষমতাই ইংরেজদের তোষামোদী জমিদার শ্রেণীকে দেওয়া হয়। তথাকথিত নিম্নজাতের মানুষেরা মায়ের চরণ স্পর্শ তো দূরের কথা, দর্শনটুকুও পেত না। মাকে কাছে পাওয়ার প্রবল ইচ্ছার পাশাপাশি এত অত্যাচার, মৃত্যু সমস্তকিছু ওই জেলার মানুষের মনে গড়ে তুলছিল বিশালাকার ঝড়ের তান্ডব। ধনী-দরিদ্র, জাতপাত নির্বিশেষে সার্বজনীন করে তোলার উদ্দেশ্যে মেদিনীপুরের কর্নেলগোলার কালী মন্দিরে বসল গোপন সভা। সভায় ছিলেন বিপ্লবী অক্ষয়কুমার দাশগুপ্ত, সতীশচন্দ্র আঢ্য, যতীন্দ্রনাথ আঢ্য, অতুলচন্দ্র বসু সহ আরও অনেকে। সমস্ত বাধা পেরিয়ে ঠিক করা হল কর্নেলগোলার দেবনারায়ণ ভকতের খোলা জমিতে আটচালা বানিয়ে হবে পুজো। প্রকট হল আর্থিক সমস্যা। অর্থ সংগ্রহের কাজে এগিয়ে এল বাড়ির মহিলারা। ঠিক করা হল সকলের বাড়িতে হাঁড়ি রেখে তাতে রোজ রান্নার সময় একমুঠো করে চাল ফেলে সেটা সপ্তাহান্তে সংগ্রহ করবে অঞ্চলের ছেলেরা। তা বিক্রি করে জোগাড় হবে অর্থ। মূর্তি তৈরি করা হল। সতীশ দাস তৈরি করলেন চিন্ময়ী মায়ের মৃন্ময়ী রূপ। বিদেশি সাজ পোশাকের বদলে মাটির সাজ পোশাকের রূপ দেওয়া হল। এই পুজোয় জমিদারের আতিশয্য ছিল না, ছিল দেশভক্তির মাতৃরূপের শক্তি সাধনা, যা দেশের কাজে স্বদেশীদের ভয়ডরহীন কাজের অনুপ্রেরণা ছিল।

থিমের ভারে হারিয়ে যাচ্ছে দুর্গাপূজার আসল ঘরানা

শুভজিৎ বসাক

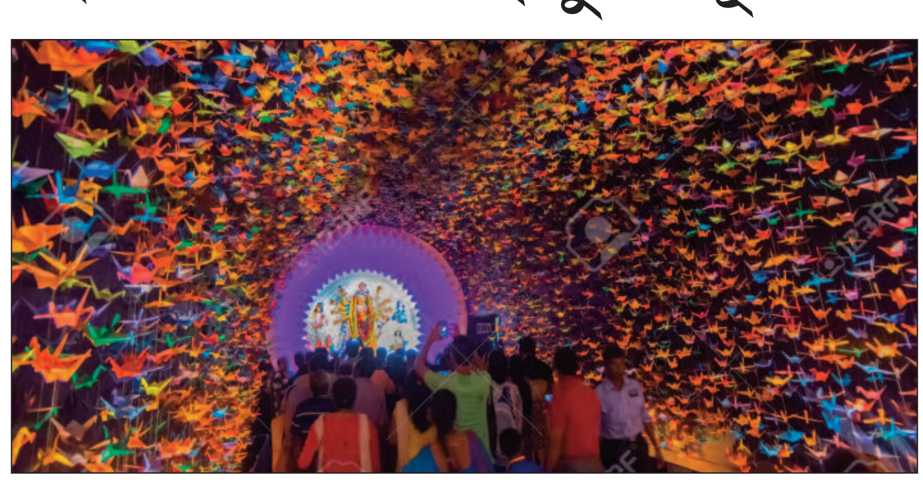

বাংলা ও বাঙালি এই দু'টি শব্দ যখন জোড়শব্দ হয়ে দাঁড়ায় তখন এর সঙ্গে সমার্থক শব্দরূপে যুক্ত হয় বাঙালির প্রিয় দুর্গাপুজো। দেবীর বোধন থেকে বিসর্জন, বিভিন্ন পর্যায়ের বিভিন্ন ভাবে এই পূজা সম্পন্ন করা হয়। দুর্গাপুজো নিয়ে নানারকমের ঐতিহাসিক কাহিনি বর্ণিত থাকলেও শরৎকালের রামচন্দ্রের সৃষ্ট এই পুজোকে আমরা 'অকালবোধন' রূপে চিহ্নিত করে থাকি। ষষ্ঠীতে আমন্ত্রণ ও অধিবাস পর্ব দিয়ে শুরু করে সপ্তমীতে নবপত্রিকা স্নান, অষ্টমীতে কুমারীপুজো, সন্ধিপুজো এবং নবমীতে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে দশমীতে সিঁদুর খেলার মধ্যে দিয়ে প্রতিমা নিরঞ্জনের প্রথা আজও চলে আসছে।

মহিষাসুরমর্দিনীকে কখনো তিনি বরাভয়দাত্রী, কখনো আবার রণচণ্ডী, কখনো স্নিগ্ধ অপার স্নেহময়ী মায়ের রূপে প্রতিমায় বিম্বিত হতে দেখি। শিল্পীর তুলির টানে আর মুন্সিয়ানায় দেবী প্রতিমার বিশেষ বিশেষ রূপ বা দল তৈরি হয়ে যায়। প্রাচীন সাবেকি দেবী প্রতিমাগুলির বিচার করলে লক্ষ্য করা যাবে বিশেষ বিশেষ শিল্পরীতির ছাপ তাতে স্পষ্ট যাকে চলতি কথায় 'ঘরানা' বলা হয়। এক্ষেত্রে দুটি নাম খুবই জনপ্রিয় - বিষ্ণুপুর ঘরানা আর কংসনারায়ণ ঘরানা। এছাড়াও দেবীর প্রতিমার পাশাপাশি চালচিত্রের এক বিরাট ভূমিকা রয়েছে। সব মিলিয়েই দুর্গাপ্রতিমার শিল্পরীতি পূর্ণ হয়ে ওঠে। বহু আগে দুর্গা প্রতিমা নির্মিত হতো পাথর দিয়ে। মাটির প্রতিমার তখনো সেরকম চল হয়নি। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের রাজা জগৎমল্ল এবং রাজশাহীর তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণকেই প্রথম উদ্যোগ নিয়ে মাটির দেবী প্রতিমা নির্মাণ করাতে দেখা যায়। ফলে তাঁদের হাত ধরেই দুর্গা প্রতিমার দুই ঐতিহ্যবাহী শিল্পরীতির জন্ম হয়েছে।

১) বিষ্ণুপুর রীতির প্রতিমা-

রাজা জগৎমল্লের নির্দেশেই বিষ্ণুপুরের মৃন্ময়ী মাতার মূর্তি প্রথম নির্মিত হয়। সময়টা ৯৯৭ সাল। সেই প্ থম বিশেষ রীতিতে জগৎমল্ল দেবী মূর্তি নির্মাণ করান আর সেটাই বিষ্ণুপুর রীতির প্রতিমা বলে চিহ্নিত হয়ে যায়। বিষ্ণুপুরের মৃন্ময়ী মন্দিরও তাঁরই তৈরি। বাঁকুড়ার বিভিন্ন প্রান্তে এবং বাংলার কিছু কিছু স্থানে এই রীতিতে নির্মিত দেবী প্রতিমায় দেখা যায় একই চালের মধ্যে উপরের দিকে অধিষ্ঠিত আছেন গণেশ এবং কার্তিক আর নীচের দিকে লক্ষ্মী ও সরস্বতী। চালচিত্রের পিছনে এই রীতিতে কোনো চিত্রকলা অঙ্কিত থাকে না আর তার বদলে দেখা যায় শিব এবং নন্দী-ভৃঙ্গিকে।

২) কংসনারায়ণ রীতির প্রতিমা-

ইতিহাসে দেখা যায় তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণ বাংলায় একবার জাঁকজমকে সাড়ম্বরে দুর্গাপূজার প্রচলন করেন যা আজও বাঙালিদের মধ্যে কিংবদন্তীর রূপ নিয়েছে। কারো মতে মোগল আমলে, আবার কারো মতে পাঠান যুগে কংসনারায়ণ এই পুজো করেছিলেন যাতে ব্যয় হয়েছিল প্রায় সাত-আট লক্ষ টাকা। তাহেরপুরের রাজা হলেও সেকালের বাংলায় তিনি বারো ভুঁইয়াদের অন্যতম ছিলেন। এই কংসনারায়ণের প্রবর্তিত যে বিশেষ রীতি তাতে লক্ষ্য করা যায় বিষ্ণুপুর রীতির ঠিক উলটো অবস্থান। অর্থাৎ গণেশ ও কার্তিক এই রীতিতে নীচের দিকে অধিষ্ঠিত আর সরস্বতী এবং লক্ষ্মী আছেন উপরের দিকে। এই রীতিতে প্রতিমার পিছনে থাকা অর্ধচন্দ্রাকার চালচিত্রের মধ্যে অঙ্কিত দশমহাবিদ্যার রূপটি বিশেষ নজর কাড়ে। শোনা যায় নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কংসনারায়ণ রীতিকে প্রভূত জনপ্রিয়তা দিয়েছিলেন। গাঢ় হলুদ বর্ণের দেবী দুর্গার প্রতিমা আজও কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে গেলেই দেখা যায়। দেখা গেছে যে বাংলার বেশিরভাগ সাবেকি বনেদিয়ানার পুজোতে এই রীতির প্রতিমাই পুজো করা হয়ে থাকে। এর কারণ বলতে সেকালে এর জনপ্রিয়তার কথাই ভাবতে হয়। শুধু বাংলার মধ্যেই নয়, বরং বাংলার বাইরেও বহু জায়গায় এই রীতির ব্যবহার ছড়িয়ে তবে শুধু যে দুর্গাপ্রতিমার শিল্পরীতি লক্ষণীয় তা কিন্তু নয়। চালচিত্রের কারুকার্যও বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে যা দুর্গাপ্রতিমার শিল্পরীতিরই অঙ্গ। সাবেকি প্রতিমার ক্ষেত্রে টানা চাল, বাংলা চাল, মঠচৌড়ি চাল কিংবা মার্কিনি চাল লক্ষ করা যায়। একেকটি চালচিত্রের একেকরকম রীতি। প্রতিমার পিছনে তিনটি চালি যদি উঠে যায় চূড়ার মতো তাকে বলা হয় মঠচৌড়ি চাল আর অন্য একটি ক্ষেত্রে দেখা যায় শুধুমাত্র দুর্গা, লক্ষ্মী আর সরস্বতীর মাথার পিছনেই তিনটি ছোটো অর্ধবৃত্তাকার চাল রয়েছে যাকে টানা চাল বা টানাচৌড়ি চাল বলা হয়। কার্তিক আর গণেশের বিগ্রহ এক বিশেষ প্রকার চালিতে খানিকটা বাইরের দিকে থাকে, তাকে বলা হয় মার্কিনি চাল। এই চালচিত্রই বেশিরভাগ বনেদি পুজোয় দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে হাটখোলার দত্তবাড়ির সাবেকি পুজোয় দেবীপ্রতিমার মঠচৌড়ি চালি দেখা যায়। আবার রানি রাসমণির জানবাজারের পুজোয় দেবীর চালচিত্র বাংলা চাল রীতির। দর্জিপাড়ার রাজকৃষ্ণ মিত্রবাড়ির যে বনেদি দুর্গাপুজো তাতে প্রতিমায় মঠচৌড়ি চালির উপস্থিতি লক্ষণীয়। তবে এছাড়াও আরো নানা শ্রেণিতে চালচিত্রগুলি পৃথক করা হতো। চালচিত্রে কী আঁকা হচ্ছে তার উপর একেক রকম নামকরণের রীতি , বৃন্দাবনী, রামচন্দ্রী, দশাবতারি বা - কৈলাসী চাল এরূপ বিভাজন দেখা যায়। কোথাও কোথাও আবার চালচিত্রের মাথায় দশমহাবিদ্যার রূপ কোথাও আবার চালচিত্রের মাথায় দশমহাবিদ্যার রূপ অঙ্কিত থাকে, আঁকা থাকে দেবীর সঙ্গে অসুরদের যুদ্ধের দৃশ্যও। মূলত একচালার সাবেকি মূর্তিগুলিতেই এই চালচিত্রের কারুশিল্পগুলি নজরে পড়ে। বর্তমানে থিমের পুজো আর পাঁচ চালার ঠাকুর হওয়াতে চালচিত্রের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী সৌন্দর্য আর নেই।

দুর্গাপুজো বাঙালি সমাজের কাছে সুদূর অতীত থেকে চলে আসা এক চলমান সংস্কৃতি। সংস্কৃতির মধ্যে থাকে মার্জিত মানসিকতা, থাকে পূর্ণতার সাধনা। সমাজবদ্ধ মানুষের সুখ- দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ বেদনার বহিঃপ্রকাশের যে আচার-অনুষ্ঠান, তাই হল সংস্কৃতি। যা গড়ে ওঠে মানুষের ধর্মীয়, সামাজিক, বিশ্বাস, চিত্ত বিনোদনের উপায় হিসাবে। পরিবর্তনের স্রোতের সঙ্গে বুঝতে না পেরে বিলুপ্ত হতে চলা বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতির মধ্যে এই পুজোর রীতিও অবলুপ্ত হতে বসেছে। সংস্কৃতির সাথেই উৎসব পালন করার রীতিনীতি জুড়ে থাকে আর সংস্কৃতি ভুলে উৎসব পালন নিছকই নিজ আনন্দ উদযাপন ছাড়া কিছুই নয়। সেখানে ব্যয় হয় সময়, অর্থ কিন্তু চিরাচরিত অতীত যে সমৃদ্ধির জোগান দিতে পারে সেটা ভুললে নিজস্ব সংস্কৃতি অচিরেই হারিয়ে যাবে, সেটা বাঙালিদের নিজেদেরকেই ধরে রাখতে হবে। নচেৎ নিজস্বতা হারিয়ে উৎসব পালনের সংস্কৃতি মূল্যহীন হয়ে দাঁড়াবে।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বীরভূমের রামপুরহাট নবীন সংঘের প্রতিমায় চক্ষুদান শিল্পীর।

বোলপুর শ্যামবাটি যুব সমিতির ৫০তম বর্ষপূর্তিতে এবছরের থিম বাংলার শিল্পে রাজস্থানের রূপ।

খনিতে কর্মরত অবস্থায় কয়লার চাঙড় পড়ে মৃত ১, আহত ২

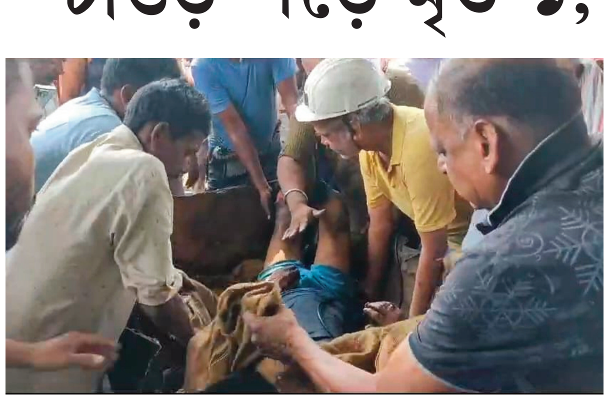

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: দুর্গাপুজায় যখন আনন্দে মেতেছে বাঙালি, ঠিক সেই সময় দুঃখের খবর এল কয়লা খনি অঞ্চল থেকে। প্রত্যেক দিনের মতোই বৃহস্পতিবার সকালে নিজ নিজ কাজে এসেছিলেন ইসিএল কর্মী মাইনিং সর্দার সারদা চরণ মহান্তি, আশু মাঝি ও মনোজ ভুঁইয়া। হঠাৎ কর্মরত অবস্থায় কয়লার চাঙড় পড়ে গুরুতর ভাবে আহত হন তিনজনেই। সূত্র মারফত জানা যায়, হাসপাতালে নিয়ে যেতে যেতেই মাইনিং সর্দার সারদা চরণ মহান্তিকে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। দু'জন ইসিএল কর্মী এখনও মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন বলে খবর। ঘটনার খবর জানাজানি হতেই খনি কর্মীদের মধ্যে আতঙ্ক ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় অণ্ডাল থানার পুলিশ ও বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের নেতা কর্মীরা।

আজকের এই দুঃখজনক ঘটনার সম্পূর্ণ দায় ইসিএল কর্তৃপক্ষের বলে দাবি করেন শ্রমিক সংগঠন সিএমএস এইচএমএসের জেনারেল সেক্রেটারি শিবকান্ত পান্ডে। তিনি জানান, বর্তমানে ইসিএল আধিকারিকরা কয়লা খনির নিরাপত্তার দিকে নজর দেন না তাঁরা শুধু ব্যস্ত বেসরকারিকরণ করে খোলা মুখ খনি তৈরি করে কয়লা উৎপাদনে। জীবন হাতে নিয়েই কোলিয়ারিগুলিতে কাজ করতে বাধ্য খনি কর্মীরা। খনি গহ্বরে নিরাপত্তা একেবারে নেই বললেই চলে বলে দাবি করেন শিবকান্তবাবু। তিনি জানান, আজকের এই দুর্ঘটনার দায় সম্পূর্ণ ইসিএলের। এর জবাব দিতে হবে ইসিএলের সংশ্লিষ্ট কোলিয়ারির আধিকারিক থেকে ইসিএলের সর্বোচ্চ সিএমডিকেও।

একই দাবি করেন শ্রমিক সংগঠন সিটুর নেতা মানবেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এআইটিইউসি নেতা অখিলেশ কুমার সিং। তাঁরা জানান, যে ভাবে খনির মধ্যে দুর্ঘটনাগ্রস্ত শ্রমিকদের খনির লিস্ট থেকে তোলা হল তা অত্যন্ত দুঃখজনক নেই কোনও স্ট্রেচার, নেই কোনও চিকিৎসকের ব্যবস্থা। ভাঙা দুলিতে করে তুলে বস্তায় ধরে তাঁদেরকে অ্যাম্বুল্যান্সে চাপানো হল। যা এরকম একটা নবরত্ন কোম্পানির কাছে লজ্জার। কী ভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল তার সম্পূর্ণ তদন্তের দাবি করেন শ্রমিক সংগঠনের লোকেরা। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় অণ্ডাল থানার পুলিশ। সংশ্লিষ্ট কোলিয়ারির আধিকারিকদের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েন খনির কর্মীরা।

দুর্ঘটনার খবর জানাজানি হতেই কোলিয়ারি থেকে উধাও হয়েছেন সংশ্লিষ্ট কোলিয়ারির আধিকারিকরা। তাই এই দুর্ঘটনার বিষয়ে কোলিয়ারি কর্তৃপক্ষের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

বালি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে অভিযান পুলিশের, গ্রেপ্তার ৫

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির আরামবাগ মহকুমাজুড়ে বেড়েই চলেছে বালি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য। আর এই দৌরাত্ম্য কমাতে প্রশাসনিক তৎপরতাও বেশ লক্ষ্মণীয়। ইতিমধ্যেই কয়েকদিন আগে আরামবাগের এসডিপিও ও এসডিও-সহ বেশ কয়েকটি যৌথ অভিযান হয় দ্বারকেশ্বর নদীতে। আবারো বালি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করল আরামবাগ থানার পুলিশ। এবার আরামবাগের সালেপুরের যুগিদহ ঘাট চত্বর থেকে বালি পাচারের সময় ৫ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল আরামবাগ থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম জয়দেব সিং, ছোটু রায়, বাপ্পা মাঝি, তাপস মালিক ও শম্ভু প্রামানিক। বৃহস্পতিবার ভোরে আরামবাগ থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হানা দেয় ওই এলাকায়। সালেপুরর যুগিদহ ঘাট এলাকায় দ্বারকেশ্বর নদী থেকে বালি পাচারের সময় হাতেনাতে ধরে ফেলে পুলিশ। এদিন ধৃতদের আরামবাগ মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। জানা গেছে, বেশ কয়েক বস্তা বালি সহ ৪ টি বালি তোলার কাজে ব্যবহৃত ইঞ্জিন ভ্যান বাজেয়াপ্ত করেছে আরামবাগ থানার পুলিশ। সূত্রের খবর, গত বেশ কয়েকমাস ধরে ওই এলাকায় অবৈধভাবে বালি পাচারের একাধিক অভিযোগ জমা পড়েছিল আরামবাগ থানায়। এরই ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার ভোরে রাতে অভিযান চালায় আরামবাগ থানার পুলিশ। বিশেষ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতদের আরামবাগ মহকুমা আদালতের মহামান্য বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। এই বিষয়ে আরামবাগের এসডিপিও অভিষেক মণ্ডল জানান, অবৈধ বালি পাচারকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশের এই অভিযান চলবে।

জামবনিতে দুর্গাপুজোর উদ্বোধন করলেন দুই বিধায়ক

অরূপ ঘোষ ● ঝাড়গ্রাম

যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সমগ্র পুজো মণ্ডপ পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করছে। মন্ডপের বাইরে বাচ্চা কোলে নেওয়া মাটির মডেলে মা দুর্গার অন্তরের স্নেহ মায়া মমতার রূপ ধরা পড়ছে। যা সংসার ধর্মে ব্রতী এক নারীর প্রতিচ্ছবি। আর ভেতরের নাট বোল্ট দিয়ে গড়া প্রতিমার বাহ্যিক রূপের কাঠিন্যে অসুর দলনের কঠিন সংকল্পের নারী রূপ ফুটে উঠছে। গ্রাম থেকে শহরে গন্তব্যের যাত্রাপথ ফুটে উঠেছে এই মন্ডপে। গ্রাম বাংলার সহজ লভ্য উপকরণ বাঁশ, বাঁশের তৈরি ঝুড়ি, চাঁচ, শাল কাঠ, মাটির তৈরি থালা, পাট কাঠি প্রভৃতি দিয়ে তৈরি হচ্ছে মণ্ডপ যা গ্রামের কুটিরশিল্পের শোকেস হিসেবে থাকছে। এছাড়াও আরও নানা ধরনের শিল্পমন্ডিত কারুকার্য থাকছে পুজো মণ্ডপে। প্যান্ডেলের শীর্ষে থাকা একটি হাত স্পষ্টত শহরের কল কব্জায় মোড়া যান্ত্রিক সভ্যতার ইঙ্গিত বহন করছে। শহুরে সভ্যতা যেন ধীরে ধীরে গ্রামের মলিনতাকে গ্রাস করছে। সব মিলিয়ে গ্রাম থেকে শহরে যাওয়ার এই যাত্রাপথের থিমে কোমল থেকে কঠিনের দিকে অগ্রসর হওয়ার চিত্র ফুটিয়ে তুলেছে জামবনি সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ফিতে কেটে পুজোর উদ্বোধন করলেন গোপীবল্লভপুর বিধানসভার বিধায়ক ডাঃ খগেন্দ্রনাথ মাহাতো ও বিনপুর বিধানসভার বিধায়ক দেবনাথ হাঁসদা। পুজোর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সাধারণ মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতন।

পরবর্তী প্রজন্মের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করছেন ভারতী দেবী

সৈয়দ মফিজুল হোদা

বাঁকুড়া: মান্নাবাবুর গানে বলা হয়েছে না, 'সব বাঙালির সেরা খেলা তুমি ফুটবল'। হ্যাঁ ফুটবলই একদল মানুষের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করছে, আর সেই বাস্তবায়নের কারিগর হলেন ভারতী দেবী। ছেলেবেলায় তাঁর স্বপ্ন ছিল ফুটবলকে হাতিয়ার করে তিনি এগিয়ে যাবেন। কিন্তু তিনি যে সমাজে বাস করতেন সেখানে মেয়েদের খেলাধুলো নিয়ে স্বপ্ন দেখা যেন অপরাধ ছিল। তাতে কি যায় আসে! নিজের স্বপ্নপূরণ নাইবা পূরণ হল, এখানেই কিন্তু থেমে যাননি ভারতী দেবী। নিজের দেখা স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে ২০০৯ সাল থেকে তাঁর পরবর্তী প্রজন্মকে নিয়ে শুরু করে দিয়েছিলেন ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবির।

ভারতী দেবী জানান, তাঁর অজান্তেই এত কিছু ঘটে গেল। ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবির শুরু থেকে তাঁর সফলতা। সপ্তাহে নিয়মমাফিক সবুজ বনানী ঘেরা মাঠে চলে অনুশীলন, ঘাম ঝরিয়ে চলে সফলতা দিয়ে পৌঁছে যাওয়ার

প্রয়াস। ভারতী দেবীর এই প্রশিক্ষণ শিবিরের মেয়েরা রাজ্যস্তর থেকে শুরু করে জাতীয়স্তর সব জায়গাতেই অংশগ্রহণ করেছে, এবার তাদের লক্ষ্য আন্তর্জাতিক স্তর। ভারতী দেবীর প্রশিক্ষণ শিবিরের অনেক মেয়েরা রাজ্য পুলিশের সিভিক পদে চাকরিও পেয়েছেন।

তিনি জানান, এই প্রশিক্ষণ শিবিরের অধিকাংশ মেয়েই নিজেদের গুণে তাঁকে গর্বিত করেছে। তিনি এও জানান, আগামী দিনে এই ভাবেই চলতে থাকবে তাঁর এই কাজ। দুর্গাপুজোর প্রাকাল্যে এ যেন বাস্তবের দুর্গার উপাখ্যান ধরা পড়ল। এরকম বাস্তবের দশভুজার কদর করতে যেন সকলেই বাধ্য।

দুঃস্থ পড়ুয়াদের হাতে বস্ত্র মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: দুর্গাপুজোর আগেই কাঁকসার রাজবাঁধের দুঃস্থ পড়ুয়াদের হাতে বস্ত্র তুলে দিলেন দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক তথা রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার।

বৃহস্পতিবার কাঁকসার রাজবাঁধ সংলগ্ন রাজবাঁধ শিশুসদনের ৩৭ জন দুঃস্থ পড়ুয়াদের হাতে পুজোর নতুন পোশাক তুলে দেওয়ার পাশাপাশি রাজবাঁধ শিশুসদনের পাশে বেশ কয়েকটি বৃক্ষরোপণ করেন মন্ত্রী। মন্ত্রী জানিয়েছেন, বাংলার দুর্গাপুজো বিদেশেও নজর কেড়েছে। ইউনিস্কো দ্বারা কলকাতার দুর্গাপুজো স্বীকৃতি পেয়েছে। বহু মানুষ বিভিন্ন দেশ থেকে কলকাতায় দুর্গাপুজো দেখতে ইতিমধ্যে চলে এসেছেন। আগামী দিনেও আরও বহু মানুষ আসবেন বাংলার দুর্গাপুজো দেখতে। বাংলার দুর্গাপুজো হল একটা মহামিলন। বাংলার উৎসব দেখতে সকলেই আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করে থাকেন।

বিদেশের মানুষও আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষায় থাকেন বাংলার পুজো দেখার জন্য। সেই উৎসবে সামিল হতে অনেকেই বিদেশ থেকে পাড়ি দিয়েছেন কলকাতায়। এদিন পড়ুয়াদের জন্য দুপুরের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করেন মন্ত্রী। মন্ত্রীকে কাছে পেয়ে ও মন্ত্রীর হাত থেকে উপহার পেয়ে খুশি পড়ুয়ারা। এদিন রাজ্যের মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দুই বর্ধমান জেলার সমবায় সমিতির চেয়ারম্যান উত্তম মুখোপাধ্যায়, কাঁকসা থানার আইসি পার্থ ঘোষ সহ অন্যান্যরা।

থিমের পুজোতে নজর কাড়ল বুদবুদের রণডিহা দুর্গাপুজো কমিটি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বুদবুদ: থিমের পুজো করে এবার গ্রামের মানুষের নজর কাড়ল বুদবুদের চাকতেঁতুল গ্রাম পঞ্চায়েতের রণডিহা সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটি।

পুজো কমিটির সভাপতি কৌশিক মাঝি ও সম্পাদক বারু দাস জানিয়েছেন, এবছর তাঁদের পুজো ৫১ বছরে পদার্পণ করেছে। এবছর তাঁদের পুজোর বাজেট প্রায় ৫লক্ষ টাকা। প্রতি বছর মহা ধুমধামে পুজোর আয়োজন করা হলেও এবছর থিমের পুজো করার পরিকল্পনা নিয়ে ঢাকের মণ্ডপের সঙ্গে থিমের পুজোর আয়োজন করেছেন। যা এলাকার মানুষের মধ্যে বেশ নজর কেড়েছে। গ্রামের তরুণ প্রজন্মের কাছে যেমন বিষয়টি নতুনত্ব ও আকর্ষণীয় তেমনই প্রবীণদের কাছে প্রশংসা কুড়িয়েছেন পুজো কমিটির সদস্যরা।

গ্রামের ষাটোর্ধ্ব প্রবীণ হীরালাল মুখার্জি, নিরূপদ কোনার, ভোলানাথ কাশী জানিয়েছেন, একটা সময় ছিল

কলকাতা সহ শহরতলির আসে পাশে এলাকায় থিমের পুজোর একটা চল ছিল। পরে ধীরে ধীরে সেই থিমের পুজোর চল আর দেখতে পাওয়া যেত না। তাঁদের রণডিহা গ্রামেও দীর্ঘদিন ধরে দুর্গাপুজো হলেও গ্রামে প্রথমবার থিমের পুজো হয়েছে। যা দেখে গ্রামের সকলেই খুশি। ষষ্ঠীর দিন পুজোর সূচনার সঙ্গে এলাকার কয়েকশো দুঃস্থ মানুষের হাতে পুজোর জন্য নতুন পোশাক তুলে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা।

কাঁকসায় পুজোর সূচনা মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: বৃহস্পতিবার কাঁকসার গোপালপুরের বিধান সংঘ ক্লাবের পুজোর সূচনা করলেন দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক তথা রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। এছাড়াও এদিন সঙ্গে ছিলেন কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য দেবদাস বক্সি, কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি জয়জিৎ মণ্ডল, দখিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার চেয়ারম্যান সুভাষ মণ্ডল, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভবানী ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা।

উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, এবছর তাঁদের পুজো ৬১ বছরে পদার্পণ করেছে। তাঁদের পুজোর সূচনা করেছেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী। এবছর পুজোর আয়োজন করার পাশাপাশি তাঁরা এলাকার ৫০০ জন দুঃস্থ মানুষের হাতে নতুন পোশাক তুলে দেন মন্ত্রী। পুজোর ৪দিন নানান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

বैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI
Relationship Beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বারাসত জোনাল অফিস
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
৩য় তল, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর - ১
বিধাননগর, কলকাতা - ৭০০০৬৪

পরিশিষ্ট F

পরিশিষ্ট IV [দ্রষ্টব্য রুল -৮(১)]
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার** হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ০৮.০৬.২০২৩ তারিখে **ঋণগ্রহীতা শ্রী অসীম চক্রবর্তী এবং জামিনদাতা শ্রীমতি গোপা চক্রবর্তী** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১২,২৮,৭৩৩.৭৮ টাকা (বারো লাখ আঠাশ হাজার সাতশো তেত্রিশ টাকা এবং আটাত্তর পয়সা) টাকা ০৮.০৬.২০২৩ অনুযায়ী** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **১৯ অক্টোবর ২০২৩** তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে। কোনওরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, চাকদা মিউনিসিপ্যালিটি শাখা** -এর নিকট বকেয়া **১২,২৮,৭৩৩.৭৮ টাকা এবং ০৮.০৬.২০২৩ থেকে সুদ সহ।**
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি অবস্থিত মৌজা-৪, তাহেরপুর,বারাসত গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, খতিয়ান নং আরএস-৬২৪, এলআর-৩৩৫১, প্লট নং/দাগ নং আরএস এবং এলআর-৫০৩, থানা এবং পো-তাহেরপুর, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, রেজিস্ট্রিকৃত সাব-জেলা এবং জেলা-নদিয়া। **চৌহদ্দি : উত্তরে:** সুজাতা মুখার্জির ভবন, **দক্ষিণে :** সাধন সরকারের ভবন, **পূর্বে :** নিরঞ্জন পান্ডের জমি, **পশ্চিমে:** পঞ্চায়েত সড়ক সমন্বিত।

তারিখ : ১৯.১০.২০২৩
স্থান : তাহেরপুর
স্বা/- চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI
স্টেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : চন্দ্র শেখর সিং, ই-মেল আইডি : c.s@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১২৪১২

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়।
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ০৮.১১.২০২৩ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

প্রাক ডাক ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ : "আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসি'র নিকট প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পারেন ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে। প্রাক ডাক দাখিলের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে ডাকদাতাদের এমএসটিসি কর্তৃক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট পরিমাণ গৃহীত হওয়ার পর এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে সর্বশেষ তথ্য জ্ঞাত করা হবে। সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া কিছু সময় লাগতে পারে ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য ফলে ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি শেষ সময়ের যথেষ্ট পূর্বে অসুবিধা এড়াতে দাখিল করার অনুরোধ করা হচ্ছে।"

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** ০৮.১১.২০২৩ তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১০,৪৭, ৯৬,৩৬৫ টাকা (দশ কোটি সাতচল্লিশ লাখ ছিয়ানব্বই হাজার তিনশো পঁয়ষট্টি টাকা) (সি.সি.) এবং ৫২,২৫,৩৯৪.০০ টাকা (বাহান্ন লাখ পঁচিশ হাজার তিনশো চুরানব্বই টাকা) (এস.এল.সি.) = ১১,০০,২১,৭৫৯.০০ টাকা (এগারো কোটি একুশ হাজার সাতশো উনষাট টাকা)** ০৮.০৫.২০১৪ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে এবং ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি যা জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **মেসার্স কে ডি এজেন্সিস প্রা. লি. ঠিকানা** - ৩৫/১, পাণ্ডিত্য রোড, প্লাজো ফ্ল্যাট নং ৪এ, ৫ম তল, পো. গড়িয়াহাট, থানা - রবীন্দ্র সরোবর, কলকাতা - ৭০০০২৯, **জামিনদাতাগণ - ১) শ্রীমতি কবিতা খেমকা ঠিকানা** - ৩৫/১, পাণ্ডিত্য রোড, প্লাজো ফ্ল্যাট নং ৪এ, ৫ম তল, পো. গড়িয়াহাট, থানা - রবীন্দ্র সরোবর, কলকাতা - ৭০০০২৯, **২) শ্রী বিবেক খেমকা, ৩) শ্রীমতি তনু খেমকা, উভয়ের ঠিকানা** - বন্দনা অ্যাপার্টমেন্ট, ১১তম তল, রুম নং ১০০৪, ২২/১, আলিপুর রোড, পো. এবং থানা - আলিপুর, কলকাতা - ৭০০০২৭, কাছ থেকে।
সম্পত্তি নং ১ : সংরক্ষিত মূল্য **৬২,০০,০০০.০০** টাকা, বায়না জমা দাখিল **৬,২০,০০০.০০** টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য **১,০০,০০০.০০** টাকা।
সম্পত্তি নং ২ : সংরক্ষিত মূল্য **২১,০০,০০০.০০** টাকা, বায়না জমা দাখিল **২,১০,০০০.০০** টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য **৫০,০০০.০০** টাকা।
সম্পত্তি নং ৩ : সংরক্ষিত মূল্য **১৮,০০,০০০.০০** টাকা, বায়না জমা দাখিল **১,৮০,০০০.০০** টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য **২৫,০০০.০০** টাকা।
(জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
সম্পত্তি নং ১. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ অফিস স্পেস পরিমাণ ৭৫৫ বর্গফুট ৬ষ্ঠতলে, প্রেমিসেস নং ১, "টোবাকো হাউস", ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, কলকাতা- ৭০০০০১, উল্লেখ্য স্বত্ব দলিল নং ১-১৫৯৯, বিবেক খেমকা এবং অরবিন্দ খেমকা এর নামে।
সম্পত্তি নং ২ : অফিস স্পেস পরিমাণ ২৪১ বর্গফুট , ইউনিট নং ৫০১, ৬ষ্ঠ তলে, প্রেমিসেস নং বাস্তালয় চেম্বার, ৪এ, এন সি দত্ত সরণি, কলকাতা- ৭০০০০১, উল্লেখ্য স্বত্ব দলিল নং : ১-৬৫০৩ অনুযায়ী কবিতা খেমকা এবং তনু খেমকার নামে।
সম্পত্তি নং ৩ : খালি জমি পরিমাণ ৪ কাঠা ৩ ছটাক, মৌজা অমরাসোতা,জেএল নং ১৮, আরএস খতিয়ান নং ২৭৮, এলআর খতিয়ান নং ৫৩০ এবং ৮২, আরএস দাগ নং ১১২৯, এলআর দাগ নং : ১৬১১, পো এবং থানা- রানিগঞ্জ, জেলা-বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১৩৩৫৮, উল্লেখ্য স্বত্ব দলিল নং ১-১৬৯১ অনুযায়ী অরবিন্দ খেমকার নামে সমুদয় সম্পত্তি।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০১.১১.২০২৩ | স্বত্ব দখলীকৃত | SARB FILE NO. 19503/RNM, যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭১১৫৩১

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার ওয়েবসাইটে প্রদত্ত লিঙ্ক দেখুন www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন মেসার্স এমএসটিসি লি. প্রদত্ত লিঙ্ক https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp এবং সম্ভাব্য ক্রেতাদের জন্য ইউআরএল: https://ibapi.in দেখুন।

তারিখ : ২১.১০.২০২৩
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
স্টেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
উল্লাস গেট নং ১, বর্ধমান - ৭১৩১০৪, ইমেল ঃ sbi.14817@sbi.co.in
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ অভিজিৎ চক্রবর্তী, ইমেল আইডি ঃ sbi.14817@sbi.co.in, মোবাইল নং ঃ ৯৬৭৪৪৫৮৮৮৮

স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
[রুল ৮(৬), রুল ৯(১) এবং রুল ৬(২) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর/অস্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের [রুল ৮(৬), রুল ৯(১) এবং রুল ৬(২) সংস্থান অধীনে]

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ০৭.১১.২০২৩
সময় ঃ ২৪০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ
সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ ঃ ৩১.১০.২০২৩ সময় : সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত
বায়না জমা দাখিল (ইএমডি) সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ হারে ডাকদাতার ওয়ালেটের মাধ্যমে যা মেসার্স এমএসটিসি লি. প্রদত্ত ই-অকশন সাইট https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp মাধ্যমে আরটিজিএস/ এনইএফটি দ্বারা স্থানান্তর/দাখিল করতে হবে। আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসি'র নিটক প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পারেন ই-নিলাম শেষ হওয়ার পূর্বে। প্রাক ডাক ইএমডি ক্রেডিট স্বীকৃতি দেওয়া হবে ডাকদাতাদের এমএসটিসি'র ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে গৃহীত এবং আপডেট ইনফরমেশনের ভিত্তিতে ই-নিলাম ওয়েবসাইটে দেখার পরই। এই প্রক্রিয়া ব্যাঙ্কের প্রক্রিয়ার কারণে কিছুটা সময় লাগতে পারে ফলে ডাকদাতাগণকে তাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি শেষ সময়ের সমস্যা এড়াতে যথেষ্ট পূর্বে দাখিল পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) এর প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার** কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং তা বিক্রয় করা হবে **'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যেমন অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে ০৭.১১.২০২৩ তারিখে** সকাল ১১টা বিকেল ৩টার মধ্যে।

ক্রম নং ০১
[দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬), রুল ৯(১) এবং রুল ৬(২)]
সংশ্লিষ্ট **৯,৪১,০০,০০০.০০ টাকা** নোটিশ অনুযায়ী জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় **মেসার্স শ্রী শ্রী মা কোল্ড স্টোরেজ প্রা. লি., ডিরেক্টর এবং জামিনদাতা :** শ্রী অলোক কুমার মিত্র এবং অসীম কুমার মিত্র। **কর্পোরেট জামিনদাতা : মেসার্স বিজয় নারায়ণ কোল্ড স্টোরেজ (প্রা.) লি.**-এর কাছ থেকে আদায় সম্পর্কিত।
সংরক্ষিত মূল্য ঃ
সম্পত্তি নং ১ ঃ ৩.৮৭ কোটি টাকা [(ক) ৩.৫২ কোটি টাকা + (খ) ৩৫.০০ লাখ টাকা] এবং
বায়না জমা দাখিল ৩৮.৭০ লাখ টাকা [(ক) ৩৫.২০ লাখ টাকা + (খ) ৩.৫০ লাখ টাকা]
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ১,০০,০০০.০০ টাকা
(সংক্ষিপ্ত বিবরণ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির জ্ঞাত দখল সহ)
সম্পত্তি -১: ক) শ্রী শ্রী মা কোল্ড স্টোরেজ প্রা লি. গ্রাম/পো-সিহড়, জেলা-বাঁকুড়া, থানা-কোতুলপুর, মৌজা- সিহড়, জেএল নং ১৫৭, আরএস খতিয়ান নং ২৫৫ এবং ৩৮৯, আরএস প্লট নং ৫২৭৯, ৫২৮০, ৫২৮১, ৫২৮২, ৫২৮৩, ৫২৮৪, ৫২৮৬, ৫২৮৭, ৫২৮৮, ৫২৮৯, ৫২৯০, ৫২৯১, ৫২৯২, ৫২৯৩, ৫২৯৪, ৫৩০৬, ৫২৮১/৫৫১৬, ৫২৮১/৫৫১৭, ৫২৮১/৫৫১৮, এবং ৫২৮৩/৫৫১৯ দলিল নং ৫৯৪৬, ৫৯৪৭, ৫৯৪৯, ৫৯৫০, ৫৯৫৪, ৫৯৬০, ৫৯৬১ অনুযায়ী সম্পত্তি শ্রীশ্রী মা কোল্ড স্টোরেজ প্রা লি এর নামে ১৯৯৩ সালের আরডিএফবিআই আইন/২০০২ সালের সারফেসি আইনের সংস্থান অধীনে।মোট জমির পরিমাণ এরিয়া: ১.৫১ একর।
খ) শ্রী শ্রী মা কোল্ড স্টোরেজ প্রা. লি., গ্রাম/পো- সিহড়, জেলা-বাঁকুড়া-৭২২১৬১ উক্ত ঠিকানায় অবস্থিত ১৯৯৩ সালের আরডিএফবিআই আইন/২০০২ সালের সারফেসি আইনের সংস্থান অধীনে প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি বিক্রয়।
সম্পত্তির স্বত্ব দখলীকৃত

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জ্ঞাত দখলদারি সহ জানতে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতা ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এমএসটিসি'র ওয়েবসাইট https://ibapi.in/Sale_info_login.aspx এবং https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp দ্বারা প্রদত্ত লিঙ্ক দেখুন।

তারিখ ঃ ২০.১০.২০২৩
স্থান ঃ বর্ধমান
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি শাখা, বর্ধমান

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ - I, কলকাতা
'নাগাল্যান্ড হাউস', ৯ম তল, ১১ এবং ১৩ শেক্সপীয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০৭১
ফোন - ০৩৩-২২৮১০৬২২/২৩, ফ্যাক্স - ০৩৩-২২৮২৯১৩৪, ই-মেল - sbi.04151@sbi.co.in
ই-নিলাম নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ অনিল কুমার আনাল, ইমেল আইডি ঃ clo2.04151@sbi.co.in, মোবাইল নং ঃ ৯৯৫৫৯৯৮৪৩০

[রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ১৬.১১.২০২৩ সময় ঃ ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নোক্ত জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী দখলীকৃত যা 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে **১৬.১১.২০২৩ তারিখে ৫৩,৬৩, ৭৭,৬৯৬.০০ টাকা (তিপান্ন কোটি তেষট্টি লাখ সাতাত্তর হাজার ছশো ছিয়ানব্বই টাকা) টাকা** এবং সুদ, ব্যয় ১৭.০৪.২০১৪ অনুযায়ী (১৭.০৪.২০১৪ পর্যন্ত সুদ হিসেবিকৃত) এবং পরবর্তী সুদ এবং ব্যয় সহ (স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া) **(খ) ১০,৭৩,৮৩,৮৪০.৫৬ টাকা** (দশ কোটি তিয়াত্তর লাখ তিরাশি হাজার আটশো চল্লিশ টাকা এবং ছাপান্ন পয়সা) টাকা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ৩১.০১.২০১৪ অনুযায়ী (৩১.০১.২০১৪ পর্যন্ত সুদ হিসেবিকৃত) এবং পরবর্তী সুদ এবং ব্যয় সহ (ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া) থেকে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া ঋণগ্রহীতা **ইস্টার্ন কমনেটস লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা) এবং (ক) শ্রী জতন কুমার বৈদ (খ) শ্রীমতি স্নেহলতা বৈদ (গ) শ্রী যশবন্ত বৈদ (জামিনদাতাগণ)** এবং **(ক) সিকিম লিজারস অ্যান্ড হোলিডেস লি. (খ) গোপাল বার্টার প্রা. লি.** এবং **(গ) ওলিভার মার্কেটিং প্রা. লি. (কর্পোরেট জামিনদাতাগণ)** কাছ থেকে আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে।
সম্পত্তির বিস্তারিত ই-নিলাম, সংরক্ষিত মূল্য এবং ইএমডি নিম্নরূপ

ক্রম নং	সম্পত্তি/সম্পদের বিস্তারিত	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ (টাকা)	ক) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত দায়বদ্ধতা খ) দখল কার্যকরী (প্রতীকী)/স্বত্ব গ) পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময়
১.	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি খতিয়ান নং ৩৪১, প্লট নং ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৫৯, ৪৬০, ৪৭৩ এবং ৬৮৯,পরিমাণ ০.৮৪০০, ০.১৯২০, ৩.১৩৬০, ০.১১০০, ০.০৮২০ এবং ০.০২০০ হেক্টর (৬ প্লট পরিমাণ মোট এরিয়া ৪.৩৮ হেক্টর বা ১০.৮২ একর) কমবেশি অবস্থিত কায়াথাং,রুকসাজং-রুমটেক এলাকা, পূর্ব সিকিম অধীন ভৌগোলিক অবস্থান রুমটেক থানা, এবং জেলা/ রাজ্য সিকিম। লিজ দলিল নং ১-৫৫,তারিখ ২৪.০৭.২০০৯ যথাযথভাবে রেজিস্ট্রিকৃত সাব রেজিস্ট্রার, গ্যাংটক/পূর্ব সিকিম। সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী মেসার্স সিকিম লিজার অ্যান্ড হলিডেজ লি., **সম্পত্তির আইডি : এসবিআইএন২০০০০৬৪৫৬৯৫৯**	**ক) ১১,০৩,০০,০০০.০০ টাকা খ) ১,১০,৩০,০০০.০০ টাকা গ) ৫,০০,০০০.০০ টাকা**	ক) এসএ/৭৭/২০২২ ডিআরটি শিলিগুড়ি সমীপে, স্বত্ব দলিল স্যুট/৪/২০২৩ প্রিন্সিপ্যাল ডিস্ট্রিক্ট এবং সেশন জজ (পূর্ব), সিকিম সমীপে (সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত বিক্রির জন্য নিষেধাজ্ঞা নেই) **খ) প্রতীকী দখলীকৃত গ) ২৫.১০.২০২৩, সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত**

দ্রষ্টব্য : (ক) যেহেতু জমি সম্পত্তি সিকিমে রয়েছে তাই সিকিম রাজ্যে বিক্রয়/ইজারা অধিকার হস্তান্তর/সম্পত্তি হস্তান্তরের জন্য প্রযোজ্য আইন কার্যকরী হবে।
(খ) প্রদেয় হিসাবে সমস্ত সংবিধিবদ্ধ বকেয়া, কর ইত্যাদি সফল দরদাতা/ক্রেতাকে বহন করতে হবে।
(গ) অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে ই-নিলাম প্রতীকী দখলের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটর ওয়েবসাইট **https://www.sbi.co.in, https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** লিঙ্কটি দেখুন।
বিশেষ নির্দেশনা/সতর্কতা
১. আগ্রহী দরদাতা ই-নিলাম শেষ হওয়ার আগে এমএসটিসি-র কাছে প্রাক-বিড ইএমডি জমা দিতে পারে। এমএসটিসি-র ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে অর্থপ্রদানের প্রাপ্তি এবং ই-নিলামের ওয়েবসাইটে এই ধরনের তথ্য আপডেট করার পরেই প্রাক-বিড ইএমডির ক্রেডিট নিলামদাতাকে দেওয়া হবে। ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়া অনুযায়ী এতে কিছু সময় লাগতে পারে এবং তাই দরদাতাদের, তাদের নিজেদের স্বার্থে, শেষ মুহূর্তের সমস্যা এড়াতে অগ্রিম-বিড ইএমডি পরিমাণ ভালভাবে জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।
২. শেষ মিনিট/সেকেন্ডে বিডিং দরদাতাদের নিজেদের স্বার্থে এড়ানো উচিত। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বা পরিষেবা প্রদানকারী এই ধরনের ক্ষেত্রে দরদাতার পক্ষ থেকে কোনও ত্রুটি/ব্যর্থতার (ইন্টারনেটে ব্যর্থতা/পাওয়ার ব্যর্থতা, ইত্যাদি) জন্য দায়ী থাকবে না। এই ধরনের আনুষঙ্গিক পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য, দরদাতাদেরকে সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা/বিকল্প করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, যাতে তারা এই ধরনের পরিস্থিতি এড়াতে এবং সফলভাবে নিলামে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হয়।

তারিখ : ২০.১০.২০২৩
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : বহরমপুর
২য় তল, গৌর সুন্দর ভবন, পঞ্চাননতলা,
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪২ ১০১
ইমেল : z184@indianbank.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

পরিশিষ্ট -IV-A [রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, (জামিন অধীনে ঋণদাতা) এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী দখলীকৃত এবং 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' এবং 'যেখানে যা আছে' ভিত্তিতে ২২.১১.২০২৩ তারিখে** নিকট বকেয়া পরিমাণ নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ) কাছ থেকে আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে।
সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিশেষ বিস্তারিত যা ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন বিস্তারিত নিম্নরূপ :

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতা বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	**ক) ঋণগ্রহীতা তথা বন্ধকদাতা :** **শ্রী গৌতম দত্ত** পিতা রবীন্দ্র নাথ দত্ত, গ্রাম- মধ্য বোরা, মধুপুর, বোরা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪৩১৬৬ **সহ-ঋণগ্রহীতা তথা বন্ধকদাতা :** **শ্রীমতি মুনমুন দত্ত** স্বামী গৌতম দত্ত, গ্রাম- মধ্য বোরা, মধুপুর, বোরা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪৩১৬৬ **খ) জুলিয়েন ডে স্কুল কল্যাণী শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট অবস্থিত 'শ্রীরাম কমপ্লেক্স',২য়তল,উত্তর-পূর্ব মুখী, ফ্ল্যাট নং সি, বিল্ডিং নং ১, ওয়ার্ড নং ২০, হোল্ডিং নং এফ৬০/১৩২/১৩৩/১০৫, মৌজা- কৃষ্ণদেববাটী,জেএল নং ৬০, আরএস এবং এলআর প্লট নং ১৩২ এবং ১৩৩, এলআর খতিয়ান নং ৩৫১, ৭৪০, ৭৪১, ৭৪২, ৭৪৩, ৭৩৬, পো এবং থানা- কল্যাণী,জেলা-নদিয়া,কল্যাণী পুরসভা অধীন,রাজ্য-পশ্চিমবঙ্গ,পিন-৭৪১২৩৫, ফ্ল্যাটের এরিয়া ৭১৪ বর্গফুট এসবিএ (কমবেশি) নির্মিত প্লট এবং জমির পরিমাণ কমবেশি ৬১ ডেসিমেল (কমবেশি) এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সিঁড়ি এবং অন্যান্য পরিষেবা অঞ্চলের ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত ভবন নির্মিত বুদ্ধ পার্ক, রথতলা (রথতলা, থানা-কল্যাণীর নিকট, জেলা-নদিয়া, কল্যাণী পুরসভা অধীন, ১ বেড রুম, ১ ড্রইং তথা ডাইনিংরুম, ১ কিচেন, ১ টয়লেট সমন্বিত এবং সকল সুবিধা ও পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত। **চৌহদ্দি :** উত্তরে: কৃষ্ণ মাহাতো এবং অন্যান্যর ভবন, দক্ষিণে : বারাকপুর এক্সপ্রেস ওয়ে এবং পঞ্চায়েত রোড এবং মায়া সেন এর ভবন, পূর্বে : চৈতালী মন্ডল এর ভবন এবং ১০ ফুট চওড়া সড়ক, পশ্চিমে: হারাধন ঘোষের ভবন সমন্বিত।	**১৪,৩৯,৩১৮.৭২ টাকা** (চোদ্দ লাখ উনচল্লিশ হাজার তিনশো আঠারো টাকা এবং বাহাত্তর পয়সা) টাকা (বিবি + এমওআই **= ১২,৫৯,০৯৫.০০ টাকা + ১,৮০,২২৩.৭২ টাকা)** **১৭.১০.২০২৩** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ/চার্জ এবং ব্যয় সহ	**ক) ১৭.৬৭ লাখ** টাকা (*) (সতের লাখ সাতষট্টি হাজার টাকা) **খ) ১.৮০ লাখ টাকা** (এক লাখ আশি হাজার টাকা) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) **ঘ) IDIB30300090604** **ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয়** **চ) প্রতীকী দখলীকৃত**
২.	**ক) ঋণগ্রহীতা তথা বন্ধকদাতা :** **শ্রী দেবনারায়ণ ব্যানার্জি** পিতা প্রয়াত রাজ কুমার ব্যানার্জি, গ্রাম-সাগরদিঘি, পো-সাগরদিঘি, মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২২২৬, পশ্চিমবঙ্গ **জামিনদাতা : শ্রীমতি দীপ্তি ব্যানার্জি** স্বামী দেবনারায়ণ ব্যানার্জি গ্রাম-সাগরদিঘি, পো-সাগরদিঘি, মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২২২৬,পশ্চিমবঙ্গ **খ) সাগরদিঘি শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং নির্মাণ অবস্থিত মৌজা-পোপারা, জেএল নং ০৮৮, খতিয়ান নং এলআর ৪১১৫, প্লট নং এলআর ৩০৮১, জমির এরিয়া ২.২৫ ডেসিমেল, পোপারা, পো-সাগরদিঘি, এবং থানা-সাগরদিঘি, জেলা মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২২২৬, পশ্চিমবঙ্গ, শ্রেণি -বাড়ি, উল্লেখ্য স্বত্বদলিল নং ১-১৯২৩ তারিখ ২৯/০৪/২০১১। রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর মুর্শিদাবাদ ২ অনুযায়ী **শ্রী দেবনারায়ণ ব্যানার্জি,** পিতা প্রয়াত রাজ কুমার ব্যানার্জির নামে সমুদয় সম্পত্তি। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : নিজস্ব জমি এবং চিন্ময় ঘোষের জমি, দক্ষিণে : ১০ ফুট চওড়া সড়ক,পূর্বে : মাধব চন্দ্র ঘোষের সম্পত্তি, পশ্চিমে : নারায়ণ দাসের জমি সমন্বিত।	**১০,৬২,০০৫.৮২ টাকা** (দশ লাখ বাষট্টি হাজার পাঁচ টাকা এবং বিরাশি পয়সা) টাকা (বিবি + এমওআই **= ৯,২৩, ৫০০.৮২ টাকা + ১,৩৮, ৫০৫.৩৩ টাকা)** **১২.১০.২০২৩** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ/চার্জ এবং ব্যয় সহ	**ক) ২৩.৫৪ লাখ** টাকা (*) (তেইশ লাখ চুয়ান্ন হাজার টাকা) **খ) ২.৪০ লাখ টাকা** (দুই লাখ চল্লিশ হাজার টাকা) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) **ঘ) IDIB11302188874** **ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয়** **চ) প্রতীকী দখলীকৃত**

(*) সংরক্ষিত মূল্যের অধিক হতে হবে বিক্রয় মূল্য

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ - ২২.১১.২০২৩; সময় - দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক প্ল্যাটফর্ম - (১) www.indianbank.co.in
(২) https://www.ibapi.in (৩) https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে **(www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi)** আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ডাকে অংশ নেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২৩৪০০০২০/২৩৪০০০২১/২৩৪০০০২২** এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে এবং ইএমডি'র অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **ibapiop@mstcecommerce.com** এবং **ibapifin@mstcecommerce.com**।
সম্পত্তির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পত্তির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন **https://ibapi.in** এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "১৮০০১০২৫০২৬" এবং "০১১-৪১১০ ৬১৩১" যোগাযোগ করুন।
ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** তে প্রদত্ত।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ১৯.১০.২০২৩
স্থান : বহরমপুর
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট লার্জ (এসএএমএল)
কলকাতা ব্রাঞ্চ, ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ২য় তল
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক বিল্ডিং, কলকাতা - ৭০০ ০০১
ই-মেল : samlkolkata@indianbank.co.in
ফোন নং : (০৩৩) ২২৩১ ১৪৭১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

পরিশিষ্ট -IV-A [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, এসএএমএল কলকাতা শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক কার্যকরী দখলীকৃত এবং 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' এবং 'যেখানে যা আছে' ভিত্তিতে ০৯.১১.২০২৩ তারিখে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, এসএএমএল কলকাতা শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট বকেয়া পরিমাণ নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ) কাছ থেকে আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে।
সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিশেষ বিস্তারিত যা ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন বিস্তারিত নিম্নরূপ :

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতা বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	**ক) ১. মেসার্স শ্রী মা টেক্সটাইল (ঋণগ্রহীতা)** **স্বত্বাধিকারী শ্রীমতি নীরু সোনি,** ৫, গোস্বামী পাড়া লেন, বালি, হাওড়া, পিন - ৭১১২০১ **আরও** - ৮, বি.আর.বি.জি.টি. রোড, ভদ্রকালী, দোলতলা, হুগলি, পিন - ৭১২২৩২ **২. শ্রীমতি নীরু সোনি (স্বত্বাধিকারী/ জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা)** ফ্ল্যাট নং ৮এফ, ব্লক-১, ৯ম তল, প্রসাদ এগজোটিকা, ৭১/৩, ক্যানাল সার্কুলার রোড, কাঁকুড়গাছি, কলকাতা - ৭০০০৫৪ **শ্রী রাম কুমার সোনি (জামিনদাতা)** ফ্ল্যাট নং ৮এফ, ব্লক-১, ৯ম তল, প্রসাদ এগজোটিকা, ৭১/৩, ক্যানাল সার্কুলার রোড, কাঁকুড়গাছি, কলকাতা - ৭০০০৫৪ **খ) স্ট্রেসড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লার্জ কলকাতা ব্রাঞ্চ**	**সম্পত্তি ১:** সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৩০৫,পরিমাণ ১৩৪০ বর্গফুট, ৪র্থতল, জি-৫ তলা 'ইন্দ্র ভিলা' অবস্থিত ঘোষপাড়া বাজার, থানা-পূর্বতন বালি, বর্তমানে নিশ্চিন্দা,মৌজা- বালি, জেএল নং ১৪, সিএস দাগ নং ৭৩২৮ ,আরএস দাগ নং ৭৩২৮/৭৭৬৯ এবং ৭৩২৮/২১৩৭৭, সিএস খতিয়ান নং ১৯৫১, আরএস খতিয়ান নং ৭৪৮৬, এলআর দাগ নং ২৪৪০১, এসআর খতিয়ান নং ৭৪৮৬, বালি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, এডিএসআর অফিস-হাওড়া, জেলা-হাওড়া, পিন- ৭১১২২৭, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সকলের ব্যবহারের সুবিধাদি এবং পরিষেবাদি ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত জমির পরিমাণ ১২ কাঠা ১০ ছটাক ৪২ বর্গফুট (বাস্তবিক পরিমাণ ১০ কাঠা ৭ ছটাক ৩৭ বর্গফুট) **শ্রীমতি নীরু সোনি,** স্বামী শ্রী রাম কুমার সোনির নামে। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : ফ্ল্যাট নং ৩০৬, দক্ষিণে: ফ্ল্যাট নং ৩০৪, পূর্বে: ৪ ফুট ৫ ইঞ্চি সাধারণের চলার পথ, পশ্চিমে : খোলা জায়গা সমন্বিত। **সম্পত্তি ২:** সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বসবাসের ফ্ল্যাট নং ২০২,পরিমাণ ৯২০ বর্গফুট ৩য়তলে জি-৫ তলা 'ইন্দ্র ভিলা' ভবনে অবস্থিত ঘোষপাড়া বাজার, থানা- পূর্বতন বালি, বর্তমানে নিশ্চিন্দা, মৌজা- বালি,জেএল নং ১৪, সিএস দাগ নং ৭৩২৮, আরএস দাগ নং ৭৩২৮/৭৭৬৯ এবং ৭৩২৮/২১৩৭৭, সিএস খতিয়ান নং ১৯৫১, আরএস খতিয়ান নং ৭৪৮৬, এলআর দাগ নং ২৪৪০১, এসআর খতিয়ান নং ৭৪৮৬, বালি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, এডিএসআর অফিস-হাওড়া, জেলা-হাওড়া, পিন- ৭১১২২৭, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সকলের ব্যবহারের সুবিধাদি এবং পরিষেবাদি ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত জমির পরিমাণ ১২ কাঠা ১০ ছটাক ৪২ বর্গফুট (বাস্তবিক পরিমাণ ১০ কাঠা ৭ ছটাক ৩৭ বর্গফুট) **শ্রীমতি নীরু সোনি,** স্বামী শ্রী রাম কুমার সোনির নামে। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : সকলের ব্যবহারের সিঁড়ি, দক্ষিণে: সকলের ব্যবহারের সিঁড়ি, পূর্বে: সাধারণের চলার পথ এবং খোলা জায়গা, পশ্চিমে : ৪ ফুট ৫ ইঞ্চি সাধারণ চলার পথ সমন্বিত।	**৫,৬৩,২৯,০২৩.৬৬ টাকা** (পাঁচ কোটি তেষট্টি লাখ উনত্রিশ হাজার তেইশ টাকা এবং ছেষট্টি পয়সা) টাকা **১২.০৭.২০২২** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	**সম্পত্তি - ১** **ক) ১৪,২৮,০০০.০০** টাকা (*) (চোদ্দ লাখ আঠাশ হাজার টাকা) **খ) ১,৪২,৮০০.০০ টাকা** (এক লাখ বিয়াল্লিশ হাজার আটশো টাকা) **গ) ২৫,০০০.০০ টাকা** (পঁচিশ হাজার টাকা) **ঘ) IDIB301397215911** **ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয়** **চ) কার্যকরী দখলদারি** **সম্পত্তি - ২** **ক) ৯,৮০,০০০.০০** টাকা (*) (নয় লাখ আশি হাজার টাকা) **খ) ৯৮,০০০.০০ টাকা** (আটানব্বই হাজার টাকা) **গ) ২৫,০০০.০০ টাকা** (পঁচিশ হাজার টাকা) **ঘ) IDIB301397215912** **ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয়** **চ) কার্যকরী দখলদারি**
২.	**ক) ১. মেসার্স শ্রী কৃষ্ণা টেক্সটাইল** **স্বত্বাধিকারী শ্রী রাম কুমার সোনি** ৮, তারা চাঁদ গাঙ্গুলি স্ট্রিট, হাওড়া - ৭১১২০২ **আরও** - ৩৮, মতিলাল রায় লেন, উত্তরপাড়া, হুগলি, পিন - ৭১২২৩২ **২. শ্রী রাম কুমার সোনি (স্বত্বাধিকারী/জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা)** ফ্ল্যাট নং ৮এফ, ব্লক-১, ৯ম তল, প্রসাদ এগজোটিকা, ৭১/৩, ক্যানাল সার্কুলার রোড, কাঁকুড়গাছি, কলকাতা - ৭০০০৫৪ **৩. শ্রীমতি নীরু সোনি (জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা)** ফ্ল্যাট নং ৮এফ, ব্লক-১, ৯ম তল, প্রসাদ এগজোটিকা, ৭১/৩, ক্যানাল সার্কুলার রোড, কাঁকুড়গাছি, কলকাতা - ৭০০০৫৪ **খ) স্ট্রেসড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লার্জ কলকাতা ব্রাঞ্চ**	**সম্পত্তি ১ :** সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৩০১, পরিমাণ ১৪৪৬ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত ৪র্থতলে জি-৪ তলা "শিব নিবাস" ভবনে, আরএস প্লট নং ৩৫৮৯, ৩৫৯০, ৩৫৯১/৬০৯৯ এবং ৩৫৯১/ ৩৬৪৩, খতিয়ান নং ২৬৩৫, এলআর প্লট নং ৬৬৯৭, ৬৬৯৮, খতিয়ান নং ৩৭২/১, মৌজা-ভদ্রকালী,জেএল নং ৯, পুর হোল্ডিং নং ৮, বি আর বি জি টি রোড, উত্তরপাড়া-কোতরং পুরসভা অধীন, থানা-উত্তরপাড়া, এডিএসআর অফিস-শ্রীরামপুর, জেলা-হুগলি, পিন- ৭১২২৩২ এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সকলের ব্যবহারের সুবিধাদি এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত, অনুযায়ী **শ্রী রাম কুমার সোনির** নামে সম্পত্তি। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : একতলায় চলার পথ,দক্ষিণে: একতলায় চলার পথ, পূর্বে : একতলায় চলার পথ, পশ্চিমে : সিঁড়ি এবং অন্যান্যের ফ্ল্যাট সমন্বিত। **সম্পত্তি ২.** সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাণ ৮৮৬ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত একতলায় ভবনের ,সিএস দাগ নং ১১২০ এবং ১১২১, সিএস খতিয়ান নং ২৩০৩ এবং ১৫৮২, এলআর দাগ নং ২২৭৭, এলআর খতিয়াননং ৪৪৯৯, জেএল নং ৯, মৌজা-ভদ্রকালী,উত্তরপাড়া-কোতরং পুরসভা অধীন, হোল্ডিং নং ৩৮, মোতিলাল রায় লেন, থানা- উত্তরপাড়া, ওয়ার্ড নং ১০, জেলা- হুগলি, পিন- ৭১২২৩২ এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সকলেরক ব্যবহারের সুপিধাদি এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত অনুযায়ী সম্পত্তি **শ্রী রাম কুমার সোনি** এর নামে। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : ৪ ফুট চওড়া সাধারণের চলার পথ, দক্ষিণে : সকলের ব্যবহারের খোলা জায়গা, পূর্বে : সকলের ব্যবহারের খোলা জায়গা, পশ্চিমে : সকলের ব্যবহারের খোা জায়গা সমন্বিত।	**৪,২৭,২৮,৪৮৬.৩৬ টাকা** (চার কোটি সাতাশ লাখ আঠাশ হাজার চারশো ছিয়াশি টাকা এবং ছত্রিশ পয়সা) টাকা **১২.০৭.২০২২** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	**সম্পত্তি - ১** **ক) ২১,২৪,০০০.০০** টাকা (*) (একুশ লাখ চব্বিশ হাজার টাকা) **খ) ২,১২,৪০০.০০ টাকা** (দুই লাখ বারো হাজার চারশো টাকা) **গ) ২৫,০০০.০০ টাকা** (পঁচিশ হাজার টাকা) **ঘ) IDIB301635779431** **ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয়** **চ) কার্যকরী দখলদারি** **সম্পত্তি - ২** **ক) ৮,৩৩,০০০.০০** টাকা (*) (আট লাখ তেত্রিশ হাজার টাকা) **খ) ৮৩,৩০০.০০ টাকা** (তিরাশি হাজার তিনশো টাকা) **গ) ২৫,০০০.০০ টাকা** (পঁচিশ হাজার টাকা) **ঘ) IDIB301635779432** **ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয়** **চ) কার্যকরী দখলদারি**

(*) সংরক্ষিত মূল্যের অধিক হতে হবে বিক্রয় মূল্য

পর্যবেক্ষণের তারিখ - ২০.১০.২০২৩ থেকে ০৮.১১.২০২৩ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ - ০৯.১১.২০২৩; সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক প্ল্যাটফর্ম
https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে **(www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi)** আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ডাকে অংশ নেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২৩৪০০০২০/২৩৪০০০২১/২৩৪০০০২২** এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে এবং ইএমডি'র অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **ibapiop@mstcecommerce.com** এবং **ibapifin@mstcecommerce.com**।
সম্পত্তির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পত্তির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন **https://ibapi.in** এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "১৮০০১০২৫০২৬" এবং "০১১-৪১১০ ৬১৩১" যোগাযোগ করুন।
ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** তে প্রদত্ত।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ১৯.১০.২০২৩
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইছামতির বুকে টাকির ঐতিহ্যবাহী বিসর্জন আগামী মঙ্গলবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, টাকি: টাকির শতাব্দী প্রাচীন ইছামতির বুকে দুই বাংলার বিসর্জন আগামী মঙ্গলবার। বুধবার দুই দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে নদীবক্ষে ফ্ল্যাগ মিটিং হয়। বৃহস্পতিবার বসিরহাট পুলিশ জেলার পুলিশ আধিকারিক, প্রশাসন, টাকি পুরসভার পুর প্রধান সহ সকলের উপস্থিতিতে আবারও আলোচনা হয়। সেখানে ঠিক হয় বিসর্জনের দিন অর্থাৎ আগামী মঙ্গলবার পুলিশ, প্রশাসনের উপিস্থিতিতে নিয়ম মেনে বিসর্জন হবে প্রতিমার।

প্রসঙ্গত, বহুল প্রচারিত বসিরহাট মহকুমার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের টাকির প্রতিমা নিরঞ্জন দেখতে ইতিমধ্যে রাজ্য ছাড়িয়ে ভিন্ন এমনকী বিদেশি পর্যটকরা ভিড় জমাচ্ছেন। দুই বাংলার প্রতিমা বিসর্জন দেখতে হোটেলগুলোই ইতিমধ্যে বুকিং শেষ হয়ে গেছে। তিল ধারানোর জায়গা নেই। বুধবার ইছামতি নদীর বক্ষে জিরো পয়েন্টে বসিরহাট পুলিশ জেলা, টাকি পুরসভার উদ্যোগে বিএসএফ, বিজিবি যৌথ ফ্লাগ মিটিং হয়ে গেছে। সেখানে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়েছে দুই বাংলার প্রতিমা নিরঞ্জন হবে ২৪ তারিখে। ইছামতির বক্ষে দুই বাংলার প্রতিমা নিরঞ্জন নিয়ে ইতিমধ্যে বৈঠক হয়েছে। ছিলেন টাকি পুরসভার চেয়ারম্যান সোমনাথ মুখোপাধ্যায়, ভাইস চেয়ারম্যান ফারুক গাজি, হাসনাবাদ এসডিপিও দেবরাজ ঘোষ, আইসি কৃষ্ণেন্দু ঘোষ বিএসএফের পক্ষ থেকে ৮৫ নম্বর ব্যাটেলিয়নের কমান্ডিং অফিসার দালজিত কুমার, বাংলাদেশের বিজিবি অর্থাৎ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের পক্ষ থেকেও আধিকারিকরা ছিলেন। এদিন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয় আগামী মঙ্গলবার ২৪ অক্টোবর মঙ্গলবার নির্দিষ্ট দিনে ১২টা থেকে ৫টা পর্যন্ত প্রতিমা নিরঞ্জন হবে। আন্তর্জাতিক আইন মেনে দর্শনার্থীদের এবং ঠাকুরের নৌকো জিরো পয়েন্ট বরাবর সীমান্ত অতিক্রম না করে প্রতিমা নিরঞ্জন করবে। ইতিমধ্যে টাকির ঘাটগুলোকে পুলিশ ও বিএসএফ যৌথভাবে টহল শুরু করেছে কোনওভাবে যাতে অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে পাশাপাশি অনুপ্রবেশের উপর নজর রাখবে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীরা। পাশাপাশি ইছামতির বিভিন্ন ঘাটগুলোতে পর্যাপ্ত পরিমাণে বিএসএফ পুলিশ। মেডিকেল টিম স্বাস্থ্য কর্মী ও পানীয় জলের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা হবে। কোনও অঘটন যাতে না ঘটে ইতিমধ্যে টাকি পুরসভা বসিরহাট পুলিশ জেলা বিএসএফ চূড়ান্ত রূপরেখা তৈরি করেছে। টাকিতে ইছামতি নদীর বিসর্জন ইতিমধ্যেই সারা দেশে সমাদৃত। তাই এই বিসর্জন ঘিরে প্রতিবছরের মতো এবারও তৈরি হচ্ছে উন্মাদনা।

পুজোর চারদিন জেল বন্দিদের জন্য স্পেশ্যাল খাবারের ব্যবস্থা আরামবাগ উপসংশোধনাগারে

মহেশ্বর চক্রবর্তী ● হুগলি

দেবী পক্ষের আগমনীর সঙ্গে সঙ্গে উৎসব আনন্দে মেতে উঠেছে বাঙালি। হুগলির আরামবাগ উপ-সংশোধনগারের জেল বন্দিরাও উৎসবের আনন্দ থেকে বাদ যাবেন না। পুজোর চারদিন তাদের জন্য স্পেশ্যাল খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাতে খাসির মাংস, মাছের কালিয়া, ডিমের ভর্তা, খেঁচুড়ি ও পায়েস পড়বে বলে জানা যায়। আরামবাগ উপসংশোধনগারে ৭০ জনের মতো বন্দি আছেন। জেলের চারটে কুঠুরির মধ্যে তাদের জীবন কাটছে। পরিবারের লোকজনের সঙ্গে দেখা করার কয়েক মিনিট সময় ছাড়া বেশিরভাগ সময় গারদে বন্দি থাকতে হয়। জেল কর্তৃপক্ষের তরফে অবশ্য বন্দিদের জন্য বইপত্রের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ে টিভি দেখার ছাড়পত্র আছে। মাঝেমধ্যে ভালো খাবারও দেওয়া হয়। তবে সবই নিয়ম মেনে। কিছুদিন আগে বিধানসভার স্ট্যান্ডিং কমিটির ৭ জনের একটি প্রতিনিধি দল উপসংশোধনগার পরিদর্শন করে গিয়েছেন। জেল বন্দিদের থাকার ব্যবস্থা, চিকিৎসা পরিষেবার উন্নতির প্রয়োজন বলে জানিয়েছিলেন। জেলবন্দিদের জন্য আরও বেশি মানবিক সুবন্দোবস্ত করার দাবি গোঘাটের বিজেপি বিধায়ক বিশ্বনাথ কারক তুলেছিলেন। বিষয়টি শুনে তিনি এদিন বলেন, দোষীদের শুধু জেলে পুরলেই হবে না। তাদের সংশোধন হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। জেল কর্তৃপক্ষ যে উদ্যোগ নিয়েছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। পুজোর উৎসবের কথা মাথায় রেখে চারদিনে বন্দিদের জন্য স্পেশ্যাল খাবারের ব্যবস্থা কর হয়েছে। চারদিন চার ধরনের খাবার দেওয়া হবে। সপ্তমীর দিন খিচুরি দেওয়া হবে। অন্যদিনগুলোতে ভাতের সঙ্গে মাছের কালিয়া, খাসির মাংস, ডিমের ভর্তা দেওয়া হবে। সেই সঙ্গে পাতে পায়েস দেওয়ার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। উপসংশোধনগারের এক আধিকারিক বলেন, বর্তমানে জেলখানাকে সংশোধনগার হিসেবে দেখা হচ্ছে। বন্দিরা জেল থেকে বেরিয়ে সমাজের মূল স্রোতে যাতে মিশে পারে তার জন্য নানা ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। আরামবাগ মহকুমা গ্রন্থাগার থেকে বন্দিদের জন্য নিয়মিত গল্পের বই আনা। কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন থেকে একজন সন্ন্যাসী বন্দিদের জীবন শিক্ষনের পাঠ দিতে আসেন। জেলবন্দি পরিবারের এক সদস্য বলেন, সপ্তাহে একদিন দেখা করতে আসি। ছোট জানলা দিয়ে কিছুক্ষণ কথা হয়। শুনলাম পুজোর চারদিন ভালো খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। জেলার শান্তনু পাল বলেন, জেলখানা সম্বন্ধে আমাদের একটা পুরাতন ধারনা আছে। সেটা বদলানোর চেষ্টা চলছে। তারজন্য বড় জেলাগুলোতে কালচারাল থেরাপির প্রয়োগ হচ্ছে। আমাদের এখানে বন্দি বেশি নেই। সাধ্যমতো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

সাঁইথিয়ার জয়তু সুভাষ গোষ্ঠীর শারদ সংখ্যা প্রগতির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন বীরভূমের জেলাশাসক বিধান রায়। পাশে প্রগতি পত্রিকার সম্পাদক দেবাশিস সাহা ও সাঁইথিয়ার বিধায়ক নীলাবতি সাহা।

আচমকা মণ্ডপে আগুন, পুড়ে ছাই প্যান্ডেল-সহ দুর্গা প্রতিমা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: পঞ্চমীর সন্ধ্যায় পুজো মণ্ডপে ভয়াবহ আগুন। ঘটনাটি মালদার ইংরেজবাজার শহরের রবীন্দ্রভবন মোড় এলাকায়। ভস্মীভূত মণ্ডপ। ঘটনাস্থলে দমকলের একটি ইঞ্জিন। আমরা সবাই বলে একটি ক্লাবের এই পুজো মণ্ডপ। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে ইংরেজবাজার পুর সভার ভাইস চেয়ারম্যান। জানা গিয়েছে, ক্লাবের নাম আমরা সবাই। থিম ভক্তে শক্তি। এবছরে তাদের পুজো মণ্ডপ তুলো দিয়ে সাজানো হয়েছিল। পঞ্চমীর সন্ধ্যায় দর্শনার্থীরা পুজো দেখতেও বের হয়। হঠাৎ পুজো মণ্ডপে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে। মুহূর্তে প্যান্ডেলটি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। যেহেতু মণ্ডপের বাইরে থেকে মূর্তি দেখার ব্যবস্থা ছিল সেক্ষেত্রে দর্শনার্থীদের কোনও ক্ষতি বা হতাহতের কোনও ঘটনা ঘটেনি। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের একটি ইঞ্জিন ও ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। পুজো কমিটির সদস্য অমিত মণ্ডল জানান, বুধবার সন্ধ্যায় পুজো মণ্ডপ উদ্বোধন ছিল। সেই প্রস্তুতি চলছিল। হঠাৎ মণ্ডপে আগুন ধরে যায়। প্যান্ডল ও দুর্গা মূর্তি পুড়ে যায়। ঘটনায় দমকলকে খবর দিলে তারা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। তবে কি কারণে আগুন ধরল মণ্ডপে বুঝতে পারছি না। কি ভাবে পুজো হবে তাও বুঝতে পাচ্ছি না। প্রশাসন সহযোগিতা করলে সম্ভব হবে। যদিও ইতিমধ্যে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে।

ইংরেজবাজার পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সুমলা আগরওয়াল জানান, ঘটনাটি দুঃখজনক ঘটনা। আমরা ক্লাবের সঙ্গে আলোচনা করে যাতে পুজো করা যায় সেই ব্যবস্থা করা যায়।

উত্তরপাড়ায় দুর্গা মণ্ডপগুলিতে থিমের প্রতিযোগিতা

বনস্পতি দে ● উত্তরপাড়া

হারিয়ে যেতে থাকা নতুন গ্রামের লোকশিল্প থেকে কেরলের ওনাম উৎসব, কংক্রিটের জঙ্গলে একখণ্ড গ্রাম, দক্ষিণ ভারতের হিন্দু মন্দিরের মতো বিভিন্ন থিমে সাজছে উত্তরপাড়ার পুজো মণ্ডপগুলি। তবে মাখলায় পাশাপাশি অবস্থিত অগ্রদূত সংঘ ও বিবেকানন্দ সংঘের পুজোর প্রতিযোগিতা দর্শনার্থীরা উপভোগ করতে পারবেন অন্যান্য বছরের মতো।

শুধু এই দুই ক্লাব নয়, আশপাশের বিভিন্ন পুজো কমিটিও সাধ্যের বাইরে গিয়ে দর্শনার্থীদের চমক দিতে চাইছে। শেষ মুহূর্তে তাই নাওয়া-খাওয়া ভুলে ময়দান চষছেন পুজো কমিটির উদ্যোক্তারা। মাখলা অগ্রদূত সংঘের পুজো এবার ৭১ বছরে পা দিয়েছে। এবার তাদের থিম 'ফিরে দেখা নতুন গ্রাম'। কাটোয়ার দাইহাট নতুন গ্রাম লোকশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। কাঠ কেটে তৈরি হয় নানান মূর্তি, গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় সামগ্রী। কয়েকশো বছরের প্রাচীন এই শিল্পকে পুরস্কৃত করেছিলেন রাষ্ট্রপতি। কিন্তু সময়ের নিয়মে এই লোকশিল্প এখন বিলুপ্তিরই পথে। এই প্রাচীন লোকশিল্পকে ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে মণ্ডপে। কাঠের তৈরি প্যাঁচা সহ নানান পশুপাখি ও সামগ্রী দিয়ে সাজানো হচ্ছে মণ্ডপ। কাঠের দেবী দুর্গা ও সিংহ মূর্তি চমক দেবে দর্শনার্থীদের।

শুধু তাই নয়, মণ্ডপে বড় দু'টি স্ক্রিন লাগিয়ে দেখানো হবে শিল্পীদের কাজ, স্টলে বিক্রি করা হবে ওই নতুন গ্রামে তৈরি নানা ধরনের কাঠের পুতুল ও গৃহস্থালির সামগ্রী। ঠাকুর দেখার পাশাপাশি দর্শনার্থীরা সেসব কিনেও নিয়ে যেতে পারবেন। এছাড়া সামাজিক কর্মকাণ্ড ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হবে। বাজেট প্রায় ১৪ লক্ষ টাকা। পুজো কমিটির সম্পাদক চন্দ্রশেখর রায় বলেন, 'উৎসবের আনন্দের মধ্যে নতুন গ্রামের প্রাচীন লোকশিল্পকে মানুষের সামনে তুলে ধরতে চাই। ক্ষয়িষ্ণু এই শিল্পের প্রচার ও প্রসার প্রয়োজন। তাই এমন উদ্যোগ আমাদের। আশা করছি, মানুষ এই শিল্পকে আপন করে নেবে।'

এই পুজোর কয়েক মিটারের মধ্যে রয়েছে মাখলা বিবেকানন্দ সংঘের পুজো। এই পুজোও ৭১ বছরে পা দিয়েছে। কেরলে হিন্দু মন্দিরের আদলে তৈরি হচ্ছে মণ্ডপ। ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে প্রাচীন ওনাম উৎসবের ছবি। ওই উৎসবে মানুষের হাসি, কান্নার বিভিন্ন ধরনের অভিব্যক্তির মুখোশ দিয়ে সাজানো হচ্ছে মণ্ডপ। কথাকলি নাচের আদলে তৈরি করা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের মডেল। মণ্ডপের ভিতরে হাজারখানেক ঘণ্টা ঝোলানো থাকবে। মা আসবেন থিমের সঙ্গে সাজুয্য রেখে। বাজেট প্রায় ২২ লক্ষ টাকা। পুজো কমিটির সম্পাদক শ্রীমন্ত দাস বলেন, 'বাংলার নবান্নের মতোই, কেরলে ওনাম উৎসবের মাহাত্ম্য সবার কাছে তুলে ধরতে চাই। আশা করছি, আমাদের মণ্ডপ মানুষের মন কাড়বে।'

মিলন সংঘ পরিচালিত মাখলা কাশীবাটি সর্বজনীনের পুজো এবার ৮৫ বছরে পা দিয়েছে। একখণ্ড গ্রামের ছবি তুলে ধরা হচ্ছে মণ্ডপে। খড় দিয়ে মাটির দোতলা বাড়ির আদলে মণ্ডপ নির্মাণ করা হয়েছে। মণ্ডপের প্রবেশ পথে তৈরি করা হয়েছে খড়ের কারুকাজ। মা আসবেন গ্রাম্য গৃহবধূর রূপে। তাঁর কোলে থাকবেন সরস্বতী ও লক্ষ্মী। বাজেট প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা। পুজো কমিটির অন্যতম পৃষ্ঠপোষক বিজয় থান্দার বলেন, 'আমরা এখন ইট ও কংক্রিটের জঙ্গলে রয়েছি। ভুলতে বসেছি গ্রাম। মানুষের জীবনের সহজাত প্রবৃত্তি হারিয়ে যেতে বসেছে। তাই আমরা গ্রামের চিত্র তুলে ধরে সভ্যতার আদিতে পৌঁছতে চেয়েছি।

বন্ধুমহল সর্বজনীন দুর্গোৎসবের এবার ৫৯ বছর। দক্ষিণ ভারতের মন্দিরের আদলে তৈরি হচ্ছে মণ্ডপ। মা সাজবেন প্রাচীন দেবীর রূপে। পুজোর বাজেট প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকার। পুজো কমিটির সম্পাদক অনুপ রায় বলেন, 'আমাদের প্রতিমার অভিনবত্ব মানুষের মন কাড়বে।' মাখলা প্রবাসী ক্লাবের পুজো এবার ৫৫ বছরে পা দিল। আলোর মালায় সেজে উঠবে গোটা এলাকা। এবার ৭৫ বছরে পা দিয়েছে মানিকতলার নবমিলন ক্লাবের দুর্গাপুজো। এই পাড়ার কেন্দ্রস্থলে রয়েছে বিশাল একটি পুকুর। তার পাশে দুর্গামণ্ডপ। রাতে পুকুরের জলে মণ্ডপের ছায়া পড়ে মায়াবী দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী উপলক্ষে মণ্ডপসজ্জা ও প্রতিমায় বিশেষ বৈচিত্র্য আনা হয়েছে। তবে সাবেকিয়ানা এই পুজোর প্রাণ। মণ্ডপের পাশাপাশি আলোর কারিকুরিও নজর কাড়বে দর্শনার্থীদের। পুজোর দিনগুলিতে নানান অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতার আয়োজনও করা হয়েছে।

Notice

One of my client intend to purchase the Premises No. 6/2, Gour Dey Lane and 88B, B. B. Ganguly Street, Kolkata- 700 012. If anybody have any objection, please contact the undersigned within 10 days from this date with all original documents otherwise premises will be treated as non encumbered and no further objection will be entertained.

T. Dey, Advocate,
8/2, K. S. Roy Road,
Room No. 24, Kolkata-700 001.

ভোটের মুখে মুখ্যমন্ত্রীর পদ নিয়ে বিস্ফোরক অশোক গেহলট

জয়পুর, ১৯ অক্টোবর: রাজস্থানে ভোটের বাকি আর মাসখানেক। এখনও গেহলট এবং পাইলটের দ্বন্দ্বের জেরে রাজস্থানের প্রার্থী তালিকাই ঘোষণা করতে পারেনি কংগ্রেস। কংগ্রেস জয়ী হলে কে মুখ্যমন্ত্রী হবেন? অশোক গেহলট নাকি শচিন পাইলট? এমন প্রশ্ন রয়েছেই। এই আবহে বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী পদ নিয়ে নিজের ইচ্ছার কথা জানিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট। মনে করা হচ্ছে, গেহলটের এমন মন্তব্যে কংগ্রেস শিবিরে টানাপোড়েন আরও বাড়তে পারে।

গেহলটের বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি তাঁকে ডাকছে। অর্থাৎ কংগ্রেস ক্ষমতায় ফিরলে ওই কুর্সির দাবিদার তিনিই। মুখ্যমন্ত্রিত্বের পদ নিয়েই মূল বিবাদ শচিন পাইলট এবং অশোক গেহলটের। কংগ্রেস এবার সরকারিভাবে রাজস্থানের জন্য কোনও মুখ্যমন্ত্রী মুখ ঘোষণা করেনি। কিন্তু বকলমে গেহলট বুঝিয়ে দিয়েছেন, রাজ্যে ক্ষমতায় ফিরলে মুখ্যমন্ত্রী তিনিই হবেন। এদিন সেই একই ইঙ্গিত গেহলট দিলেন। তিনি এদিন এক সাংবাদিক বৈঠকে হাসির ছলে বলে দিলেন, আমি মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি ছেড়ে দিতে চাই। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর পদ আমাকে ছাড়তে চায় না।

একই সঙ্গে মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, তেলঙ্গানা, মিজোরাম এবং রাজস্থানের ভোট ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। এর মধ্যে রাজস্থানে ভোট হবে ২৫ নভেম্বর। এই পাঁচ রাজ্যের মধ্যে চার রাজ্যেই প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে কংগ্রেস। কিন্তু রাজস্থানের প্রার্থী তালিকা এখনও ঘোষিত হয়নি। বুধবার দিনভর বৈঠকের পরও প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করা যায়নি। নেপথ্যে পাইলট-গেহলট দ্বন্দ্ব। আর আজ ফের একবার সেই দ্বন্দ্বেই ঘি ঢাললেন গেহলট।

দিল্লির সাংবাদিক খুনের কিনারা করল ট্যাটু

নয়াদিল্লি, ১৯ অক্টোবর: দিল্লির সাংবাদিক সৌম্যা বিশ্বনাথন খুনে পাঁচজনকে দোষী সাব্যস্ত করেছে দিল্লির আদালত। তদন্তে পুলিশকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে হাতের ট্যাটু ও এক পুলিশ কর্মীর চুরি যাওয়া ওয়্যারলেস সেট। পাশাপাশি সিসিটিভি ফুটেজও দোষীদের খুঁজে পেতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এমনটাই জানিয়েছে দিল্লি পুলিশ।

২০০৯ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর খুন হয়েছিলেন সৌম্যা। কাজ থেকে বাড়ি ফেরার পথে গভীর রাতে তাঁর উপরে চড়াও হয়েছিল দুষ্কৃতীরা। এর ঠিক মাস ছয়েক আগে ২০০৯ সালের ১৮ মার্চ খুন হয়েছিলেন

তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী জিগীষা ঘোষ। সেই খুনের তদন্ত করতে গিয়েই সৌম্যার খুনের তদন্তের অব্যর্থ 'ক্লু' পাওয়া যায়।

আসলে জিগীষা খুনের তদন্তে যে সিসিটিভি ফুটেজ পাওয়া গিয়েছিল তাতে দেখা যায় অভিযুক্তদের একজনের হাতে ছিল ট্যাটু। মৃতার ডেবিট কার্ড দিয়ে শপিং করতে দেখা গিয়েছিল তাকে। অন্যজনের হাতে ছিল পুলিশ কর্মীর হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া এক ওয়্যারলেস সেট।

ওই ফুটেজ থেকেই সন্ধান মেলে অভিযুক্ত বলজিৎ মালিকের। তার সূত্রে অমিত শুক্লা ও রবি কাপুরকেও গ্রেপ্তার করা হয়। জানা যায়, বলজিতের হাতে ছিল ওই ট্যাটু। আর রবি ছিনিয়ে নিয়েছিল ওয়্যারলেস সেট। অভিযুক্তদের জেরা করতে গিয়েই উঠে আসে সৌম্যার খুনের বিষয়টি। পরিষ্কার হয়ে যায় ওই খুনেও এই অভিযুক্তরাই ছিল। তবে তারা একা নয়, তাদের সঙ্গে ছিল আরও দুজন অজয় কুমার ও অজয় শেটি। বুধবার সকলকেই দোষী সাব্যস্ত করে পুলিশ।

ভিস্তারার থেকে ১০ কোটি ক্ষতিপূরণ দাবি মহিলা যাত্রীর

মুম্বই, ১৯ অক্টোবর: যাত্রী অসুস্থ জেনেও ঠিক সময়ে হুইলচেয়ার দেওয়া হয়নি, বিমান সংস্থা ভিস্তারার বিরুদ্ধে এমনটাই অভিযোগ করলেন এক মহিলা এবং তাঁর পরিবার। ক্ষতিপূরণ চেয়ে উপভোক্তা আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন তাঁরা। ভিস্তারার কাছ থেকে ১০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ চাওয়া হয়েছে।

মামলাকারী মনিকা গুপ্তা জানিয়েছেন, কলম্বো থেকে মুম্বইয়ে আসার জন্য গত ১৪ সেপ্টেম্বর বিমানের টিকিট কেটেছিলেন তাঁরা। তিনি নিজে আর্থ্রাইটিসের রোগী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ৮১ বছরের বৃদ্ধা মা। শারীরিক অসুস্থতার কারণে দু'জনের জন্যই আলাদা করে হুইলচেয়ারের আবেদন জানানো হয়েছিল। কলম্বো বিমানবন্দরে সেই হুইলচেয়ারের জন্য দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় বলে অভিযোগ।

মুম্বইতে নেমে হেনস্থার শিকার হন দুই যাত্রী এবং তাঁদের পরিবার। অভিযোগ, হুইলচেয়ারের ব্যবস্থা না করে পায়ে হেঁটে বিমান থেকে নামতে বলা হয়েছিল তাঁদের। কিন্তু মণিকা হাঁটা তো দূর, আসন ছেড়ে উঠতেই পারছিলেন না। তা সত্ত্বেও জোর করে বিমান থেকে তাঁদের নামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল।

বিমান সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, যাত্রীরা তাঁদের শারীরিক অবস্থার কথা আগে থেকে জানাননি। ওই দিন বিমানবন্দরে বিশেষ সমস্যার কারণে হুইলচেয়ার আনতে দেরি হয়। বিমানটি নির্ধারিত সময়ের চেয়ে অনেক দেরিতে মুম্বই পৌঁছয়। অভিযোগ, তাতেই যাত্রীর পায়ের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে পড়ে।

ইজরায়েলে রকেট হামলা হিজবুল্লাহর, পাল্টা আঘাত লেবাননে

তেল আবিব-লেবানন, ১৯ অক্টোবর: ইজরায়েলের উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলীয় সীমান্ত এলাকায় রকেট হামলা চালিয়েছে ইরান সমর্থিত লেবাননের সশস্ত্রগোষ্ঠী হিজবুল্লাহ। কিরিয়াত শমোনা ও আশপাশের এলাকাগুলোয় এ হামলা করা হয়। বৃহস্পতিবার ভোরে ইজরায়েল পাল্টা লেবাননে দুটি লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হেনেছে।

এক বিবৃতিতে আইডিএফ বলেছে, উত্তর ইজরায়েলের তেল তুমরুস এলাকায় লেবানন থেকে ড্রোন হামলা চালানো হয়েছে। এরপর আমাদের সৈন্যরা লেবাননের ভূখণ্ডে হিজবুল্লাহর অবস্থানে পাল্টা গোলাবর্ষণ করে। উত্তরাঞ্চলীয় সীমান্তের কিরিয়াত শমোনা এলাকায় টানা রকেট নিক্ষেপ করেছে হিজবুল্লাহ। অন্তত ৯টি রকেট নিক্ষেপ করা হয়েছিল। এ সময় এলাকাগুলোতে সাইরেন বাজছিল। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, লেবানন থেকে ছোড়া রকেটগুলোর চারটিকে বাধা দিতে সক্ষম হয়েছে ইজরায়েলের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আয়রন ডোম। বাকিগুলোর মধ্যে একটি কিরিয়াত শমোনা এলাকা পড়েছে, সেখানে কেউ হতাহত হননি।

উত্তরাঞ্চলীয় শহর মেটুলা, মালকিয়া ও মানারা শহরে কয়েকটি ট্যাংক-বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে লেবাননের হিজবুল্লাহ। এ হামলায় ইজরায়েলিদের মধ্যে হতাহত হয়েছে কিনা তথ্য দেয়নি আইডিএফ।

দশ বছরেও উদ্দীপনায় কোনও ভাটা নেই এডিনবরার বাঙালিদের পুজোয়

এডিনবরা, ১৯ অক্টোবর: এডিনবরার বাঙালিদের পুজো এবার পা দিল দশম বর্ষে। সময়টা হবে ২০১৪। বিদেশের মাটিতে পাড়ি জমানো কয়েকজন বাঙালি তথ্যপ্রযুক্তিবিদ আড্ডা দিচ্ছিলেন। কফিতে গলা ভেজানোর ফাঁকে দুর্গাপুজো নিয়েই চলছিল কথাবার্তা। তখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এডিনবরাতেও শুরু হবে পুজো। তারপর থেকে কেটে গিয়েছে দশ বছর। এখনও উদ্দীপনায় কোনও ভাঁটা নেই।

এডিনবরা দুর্গোৎসবের আয়োজক স্কটিশ অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলিস আর্টস অ্যান্ড সাংস্কৃতিক হেরিটেজ। প্রথম চার বছর শহরের একমাত্র হিন্দু মন্দিরে পুজোর আয়োজন করা হয়। আমেরিকার জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু রিলিজিয়াস স্টাডিজের প্রধান পণ্ডিত ব্রজবিহারী শরন ছিলেন পুরোহিত। দর্শনার্থীর সংখ্যা বাড়তে থাকায় শহরের কমিউনিটি হলে পুজো আয়োজনের সিদ্ধান্ত। মাঝে কোভিড আবহে ২০২০ সালে পুজো হয় ভার্চুয়াল। ২০২১ সালে কড়া করোনাবিধি মেনে পুজোর আয়োজন। গতবার পুজো হয় সেন্ট কাথবার্থ চার্চ কমিউনিটি হলে। এবার পুজো হচ্ছে ক্র্যামোন্ড কার্ক হলে। পৌরহিত্য করবেন বাঙালি কমিউনিটির অন্যতম সদস্য সুমনা সিনহা এবং এডিনবরার চিকিৎসক ডাঃ গৌরব চৌধুরী। বিদেশের পুজোয় সাধারণত তিথি মেনে পুজোর চল নেই। তবে এডিনবরার পুজো এবিষয়ে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী। তিথি মেনে হয় বোধন থেকে নবপত্রিকা স্নান, সন্ধিপুজো, কুমারী পুজো থেকে দধিকর্মার আয়োজন সবই। দশমীতে ধুনুচি নাচ এবং সিঁদুরখেলার আয়োজনও হয়। পুজোপাঠের সঙ্গে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনও করা হয়। নাচ, গান, আবৃত্তি থেকে ফ্যাশন শো বাদ যায় না কিছুই। এছাড়া উৎসব প্রাঙ্গণে থাকে আড্ডা জোন, রকমারি স্টল, ফটোবুথ, আর্ট গ্যালারি। পুজোয় খাওয়াদাওয়া হবে না, তা তো ভাবাই যায় না। তাই দেশ বিদেশের নানা পদে খ াবার নিয়ে ফুড ফেস্টিভ্যালের আয়োজনও করা হয়। ফুড ফেস্টিভ্যাল থেকে সংগৃহীত অর্থ ম্যাকমিলান ক্যানসার সাপোর্ট চ্যারিটিতে দেওয়া হয়। সব মিলিয়ে বলাই যায় উমা আবাহনে এক্কেবারে সাজ সাজ রব এডিনবরায়।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

BGVB — BANGIYA GRAMIN VIKASH BANK (A GOVT. ENTERPRISE)

HEAD OFFICE BMC HOUSE, NH-34, CHUANPUR,P.O: CHALTIA, BERHAMPUR,DIST: MURSHIDABAD, PIN- 742101

বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক কর্তৃক ক্রমাঙ্ক সংখ্যা- BGVB/HO/P&D/৪৩৮১/২০২৩-২৪ তারিখ ১৭-ই অক্টোবর ২০২৩, "BB" ক্লাস টিআরটিএল গোল্ড সেফ সরবরাহ ও ইন্সটলেশনের জন্য টেন্ডার জারি করা হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য ব্যাঙ্ক -এর ওয়েবসাইট https://bgvb.in এ নোটিশ ও টেন্ডার বিভাগ দেখুন।

- মহাপ্রবন্ধক

NOTICE

E- Tender are invited for execution of different scheme under PMKSY WDC 2.0 of vide NIT reference No **NIT no 09/PMKSY-WDC 2.0/10-NRM (4th Phase) /2023-24 Dated 17/10/2023** in the district Purulia . For details please visit https://wbtenders.gov.in Last Date for submitting online bid 07/11/2023.

Sd/-
Assistant Director of Agriculture, Puncha Block & PIA, Kumari & Chaka Deorang WS

NOTICE

IN THE COURT OF THE LD, ADDL. DISTRICT JUDGE AT NABADWIP NADIA
T.A. NO. 2/2020.

Appellant:Sree Sree Eswar Giridhari Jiew Bigraha of 2, Gopal Nagar Road under 58 Dwarik Babu Road, P.O. & P.S. Nabadwip, Dist. Nadia, Represented by its Shebait Trustee and its next Friend Sri Giridhari Saha, S/o. Late Jagneswar Saha of 61 Dwarik Babu Road (4, Gopal Nagar Road), Ambagan, P.O. & P.S. Nabadwip, Dist. Nadia.

-Vs-

Respondent:1. Sri Birendra Kishore Saha, S/o. Late Madhu Sudan Saha at Joganathtala Road Sri Krishna Bhawan, P.O. & P.S. Nabadwip, Dist. Nadia, Present address: Office of the Asst. Engineer (PWD) Chetla, Sub-Division, 32 Belveder Road, Alopora, Kol-27.

Pro-Respondant: 2. Biswanath Saha, S/o. Late Kshetra Binod Saha Sebait Trustee of Sree Sree Giridhari Lal Jiew Trust Board 50/1 Sukanta Sarani Badra, Kol-700079. **4. Sri Ram Krishna Saha,** S/o. Late Radha Binod Saha at Chatirmath (Near Gopinath Mandir) P.O. & P.S. Nabadwip, Dist. Nadia.

It is hereby informed that one Giridhari Saha filed a Title Appeal being **No. 2/2020** against the decree and judgement passed by Ld. Civil Judge Junior Division at Nabadwip in connection with **Title Suit No. 91 of 2011** but the respondent is avoiding to take summon intentionally. As such if he is interested to contest the above numbered appeal then he has to appear before the Court within 30 days from the date of publication of this notice otherwise the appeal will be proceed expartee against him.

By order of Court
Pratim Chowdhury
Sheristadar
Ld. A.d.J. Nabadwip
Nabadwip Court,
Nadia. 09.10.2023

PWD (GOVT OF WB) TEDNER NOTICE

Executive Engineer, Nadia Construction Division,
P.W.Dte. invites online e-Tender for the works of :

Temporary erection of dias, pandle, barricading including allied electrical installation work along with temporary PA arrangement system, Live free and LED Screen in connection with the Durga Puja carnival- 2023 at Kalyani in the district of Nadia under the jurisdiction of Nadia Construction Division, P.W.D during the year 2023-24.

Estimated Amount: **Rs. 9,99,768.00**

Short notice inviting sealed bid (offline) no. **-01/EE/NCD of 2023-24**

Bid submission start (offline): **20.10.2023 at 11.30 A.M.** Bid submission closing (offline): **20.10.2023 at 12.00 Noon**

Corrigendum, if any, will be published in website only. Details of N.I.e.T and Tender Documents may be download form https://wbtenders.gov.in.

Sd/- Executive Engineer
Nadia Construction Division, P.W.Dte.

বিজ্ঞপ্তি

জেলা হুগলীর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগট আদালত মোকাম চন্দননগর

২০১৯ সালের ৩৫ নং এ্যাক্ট ৩৯ মোকর্দ্দমা

দরখাস্তকারী : **শ্রী সুরজিৎ সাহা,** পিতা- ৺মুরারী মোহন সাহা, সাকিম - শ্রীপল্লী, পোষ্ট ও থানা – চন্দননগর, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২১৩৬।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, জেলা – হুগলী, থানা চন্দননগরের অধীনস্থ শ্রীপল্লী চন্দননগর নিবাসী মুরারী মোহন সাহা, পিতা ৺মহেন্দ্র কুমার সাহা গত ইংরাজী ১৯/০৬/২০০৬ এবং মিনতি সাহা, স্বামী ৺মুরারী মোহন সাহা গত ইংরাজী ১২/০১/২০০৮ তারিখে পরলোক গমন করিলে তাঁহাদের ত্যক্ত নিম্নলিখিত তপশীলে বর্ণিত ৫,১০,০০০ (পাঁচ লক্ষ দশ হাজার) টাকার জন্য সাকসেশান সার্টিফিকেট এর প্রার্থনা করিয়া উপরিলিখিত আদালতে উপরোক্ত দরখাস্তকারী দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। উক্ত সাকসেশান সার্টিফিকেট দরখাস্তের বিরুদ্ধে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাহারো কোন বক্তব্য বা আপত্তি থাকিলে তিনি স্বয়ং অথবা তাহার উপযুক্ত ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির মাধ্যমে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উপরিলিখিত আদালতে উক্ত দরখাস্তের বিরুদ্ধে আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় উক্ত দরখাস্তের একতরফা শুনানী হইয়া দরখাস্তকারীর অনুকূলে তাহার প্রার্থিত সাকসেশান সার্টিফিকেট মঞ্জুর করা হইবে।

তপশীল (SCHEDULE)

Kisan Vikas Patra all in the Joint name of 1. Murari Mohan Saha and 2. Minati Saha.

Sl. No.	Certificate no.	Post Office name	Dt. of Issue	Amount Rs. P.
A. 1.	24 CD 833676	Kundughat P.O.	23.08.2003	10,000/-
2.	24 CD 833677	-DO-	23.08.2003	10,000/-
3.	24 CD 833678	-DO-	-DO-	10,000/-
4.	24 CD 833679	-DO-	-DO-	10,000/-
B. 5.	24 CD 833682	Kundughat P.O.	-DO-	10,000/-
6.	24 CD 833683	-DO-	-DO-	10,000/-
7.	24 CD 833684	-DO-	-DO-	10,000/-
8.	24 CD 833685	-DO-	-DO-	10,000/-
9.	24 CD 833686	-DO-	-DO-	10,000/-
C. 10.	28 CD 159247	Kundughat P.O.	06.09.2003	10,000/-
11.	28 CD 159248	-DO-	06.09.2003	10,000/-
12.	28 CD 159249	-DO-	06.09.2003	10,000/-
13.	28 CD 159250	-DO-	06.09.2003	10,000/-
14.	28 CD 159251	-DO-	06.09.2003	10,000/-
15.	28 CD 159252	-DO-	06.09.2003	10,000/-
16.	28 CD 159253	-DO-	06.09.2003	10,000/-
17.	28 CD 159254	-DO-	06.09.2003	10,000/-
D. 18.	28 CD 159255	Kundughat P.O.	06.09.2003	10,000/-
19.	28 CD 159256	-DO-	06.09.2003	10,000/-
20.	28 CD 159257	-DO-	06.09.2003	10,000/-
21.	28 CD 159258	-DO-	06.09.2003	10,000/-
22.	28 CD 159259	-DO-	06.09.2003	10,000/-
23.	28 CD 159260	-DO-	06.09.2003	10,000/-
24.	28 CD 159261	-DO-	06.09.2003	10,000/-
25.	28 CD 159262	-DO-	06.09.2003	10,000/-
E. 26.	34 CD 689142	Kundughat P.O.	29.03.2004	10,000/-
27.	34 CD 689143	-DO-	29.03.2004	10,000/-
28.	34 CD 689144	-DO-	29.03.2004	10,000/-
29.	34 CD 689145	-DO-	29.03.2004	10,000/-
F. 30.	05 CD 317565	CHANDANNAGAR	14.09.2002 19.09.2002	10,000/-
31.	05 CD 317566	CHANDANNAGAR	14.09.2002 19.09.2002	10,000/-
32.	05 CD 317567	CHANDANNAGAR	14.09.2002 19.09.2002	10,000/-
33.	05 CD 317568	CHANDANNAGAR	14.09.2002 19.09.2002	10,000/-
34.	05 CD 317569	CHANDANNAGAR	14.09.2002 19.09.2002	10,000/-
35.	05 CD 317570	CHANDANNAGAR	14.09.2002 19.09.2002	10,000/-
36.	05 CD 317571	CHANDANNAGAR	14.09.2002 19.09.2002	10,000/-
37.	05 CD 317572	CHANDANNAGAR	14.09.2002 19.09.2002	10,000/-
38.	05 CD 317573	CHANDANNAGAR	14.09.2002 19.09.2002	10,000/-
G. 39.	39 CD 866148	CHANDANNAGAR	30.06.2004	10,000/-
40.	39 CD 866149	CHANDANNAGAR	30.06.2004	10,000/-
41.	39 CD 866150	CHANDANNAGAR	30.06.2004	10,000/-
42.	39 CD 866151	CHANDANNAGAR	30.06.2004	10,000/-
43.	39 CD 866152	CHANDANNAGAR	30.06.2004	10,000/-
H. 44.	39 CD 871422	CHANDANNAGAR	28.07.2004	10,000/-
45.	39 CD 871423	CHANDANNAGAR	28.07.2004	10,000/-
46.	39 CD 871424	CHANDANNAGAR	28.07.2004	10,000/-
47.	39 CD 871425	CHANDANNAGAR	28.07.2004	10,000/-
48.	39 CD 871426	CHANDANNAGAR	28.07.2004	10,000/-
I. 49.	32 CD 971201	CHANDANNAGAR	27.10.2003	10,000/-
50.	32 CD 971202	CHANDANNAGAR	27.10.2003	10,000/-
51	32 CD 971203	CHANDANNAGAR	27.10.2003	10,000/-
			TOTAL AMOUNT	Rs. 5,10,000/-

Total amount of Rs. 5,10,000/- (Rupees Five Lakhs ten thousand) only with interest.

দরখাস্তকারীর পক্ষে
Raj Kumar Maji
এ্যাডভোকেট
১৬.০৯.২০২৩

আদালতের অনুমত্যানুসারে
সৌমেন ঘোষাল
সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগট আদালত, চন্দননগর

COURT NOTICE

(Under Or. 5 R. 20 of CPC)
Before the District Consumer Disputes Redressal Commission, Hooghly at Chinsurah
Consumer Complaint No. 110/2023
PUBLICATION NOTICE IN PETITION UNDER CONSUMER PROTECTION ACT, 2019

Shri Samarjit Mondal
-VERSUS-
The Manager, India Bulls Financial Services Limited

Whereas the above named complainant **Shri Samarjit Mondal** has filed a complaint against the Opposite Party i.e., **Manager, India Bulls Financial Services Limited** before this Commission for deficiency in service and unfair trade practice.

Notice is issued in the name of opposite party that in case you have any objection for the claim claimed by the complainant, you can file objection to the same within 30 days from the date of publication of this notice failing which the petition shall be decided in accordance with law. Next date of the said case has been fixed on **29.11.2023** before this Commission at 10:30A.M.

Identified by me
Shankha Subhra Chatterjee
Advocate,
Judges' Court, Chinsurah

By Order of the Commission
Sd/–
Registrar
DCDRC Hooghly at Chinstrah

COURT NOTICE

(Under Or. 5 R. 20 of CPC)
Before the District Consumer Disputes Redressal Commission, Hooghly at Chinsurah
Consumer Complaint No. 109/2023
PUBLICATION NOTICE IN PETITION UNDER CONSUMER PROTECTION ACT, 2019

Shri Samarjit Mondal
-VERSUS-
The Manager, Reliance Capital Limited

Whereas the above named complainant **Shri Samarjit Mondal** has filed a complaint against the Opposite Party i.e., **Manager, Reliance Capital Limited** before this Commission for deficiency in service and unfair trade practice.

Notice is issued in the name of opposite party that in case you have any objection for the claim claimed by the complainant, you can file objection to the same within 30 days from the date of publication of this notice failing which the petition shall be decided in accordance with law. Next date of the said case has been fixed on **29.11.2023** before this Commission at 10:30A.M.

Identified by me
Shankha Subhra Chatterjee
Advocate,
Judges' Court, Chinsurah

By Order of the Commission
Sd/–
Registrar
DCDRC Hooghly at Chinstrah

ফর্ম বি

সাধারণ ঘোষণা

(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ১২ অধীনে)

সুহাশিস ক্যাপিটাল প্রা. লি.-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

ক্রম নং	বিবরণাদি	বিস্তারিত
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	সুহাশিস ক্যাপিটাল প্রা. লি.
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	০৭.০৩.১৯৯৬
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	আরওসি-কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	U67120WB1996PTC112002
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	২৩৫/২এ, এজেসি বোস রোড, ৪র্থ তল, কলকাতা -৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ
৬.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া বন্ধের তারিখ	০৬.১০.২০২৩
৭.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	এনসিএলটি নির্দেশ অনুযায়ী তারিখ ০৬.১০.২০২৩। নির্দেশ ডাউনলোডের তারিখ ১৮.১০.২০২৩
৮.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	**সৌমিত্র ভোসে** IBBI/IPA-002/N00793/2019-20/12486
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল	১০/ডি/১, হো চি মিন সরণি, কলকাতা ৭০০০৭১, পশ্চিমবঙ্গ s_bhose@hotmail.com
১০.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	১০/ডি/১, হো চি মিন সরণি, কলকাতা ৭০০০৭১, পশ্চিমবঙ্গ suashish.liq@gmail.com
১১.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	০৫.১১.২০২৩

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল (কলকাতা), নির্দেশ দিয়েছে সুহাশিস ক্যাপিটাল প্রা. লি.-এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরু তারিখ ০৬.১০.২০২৩।

সুহাশিস ক্যাপিটাল প্রা. লি.-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ০৫.১১.২০২৩ তারিখে অর্ন্তবর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।

আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।

মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

স্বা/- সৌমিত্র ভোসে
লিকুইডেটর - সুহাশিস ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড
রেজি নং IBBI/IPA-002/N00793/2019-20/12486

তারিখ : ২০.১০.২০২৩
স্থান : কলকাতা

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, আমার মক্কেল ম্যাকলংনারো ঘোষাল, স্বামী শ্যামল ঘোষাল,বয়স আনুমানিক ৫২ বছর, ধর্ম-খ্রিস্টান, পেশা-গৃহবধূ, সাকিন- "উদিতা", ফ্ল্যাট নং ০৪০/১০৫আইআই, ১০৫০/১, সার্ভে পার্ক, থানা - সার্ভে পার্ক, পো-সন্তোষপুর, কলকাতা- ৭০০০৭৫, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মহামান্য ফার্স্টক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, আলিপুর সমীপে ১০.১০.২০২৩ তারিখে হলফনামা নং ২৪৬৮ দাখিল বলে পাশপোর্ট নং এল২১৯১৪৪২ নাম সংশোধন করে "মিলংনারো" থেকে "ম্যাকলংনারো ঘোষাল" এবং উক্ত 'ম্যাকলংনারো ঘোষাল' এবং 'মিলংনারো' এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

প্রণব রায় (অ্যাডভোকেট)
৭জেড/২, পিকনিক গার্ডেন ফাস্ট লেন
পো এবং থানা- তিলজলা, কলকাতা -৭০০০৩৯
মোবাইল নং : ৯৮৩৬৩৮২৮৮৫

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of Ld. District Delegate Midnapore, Dist. - Paschim Medinipur
Succession Certificate No.- 35/2023

Sri Nitai Chandra Adhikary
....Petitioner
Vs
Gopal Adhikary & ors.
.... Opposite Party

এতদ্বারা সর্বসাধারনের উদ্দেশ্যে বিশেষত গুড়গুড়িপাল থানার বাগেরপুকুর (শিরিশডাঙ্গা) গ্রামবাসীকে জানানো যাইতেছে যে, ৺বিশ্বনাথ অধিকারী, পিতা- ৺রামচন্দ্র অধিকারী, সাং- বাগেরপুকুর শিরিশডাঙ্গা, পোঃ- শিরিশডাঙ্গা, থানা গুড়গুড়িপাল, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর লোকান্তে তাহার গচ্ছিত ব্যাঙ্কে টাকা নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তির উপর উপরোক্ত **Succession Certificate** মোকর্দ্দমায় মেদিনীপুর **District Delegate** আদালতে উত্থাপন করিয়াছেন এবং উক্ত মোকর্দ্দমার শুনানীর তারিখ আগামী ইং – ০১/১২/২০২৩ তারিখে ধার্য্য আছে। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে উপযুক্ত কাগজপত্র ও প্রমানপত্র লইয়া আগামী ধার্য্য দিবসে অথবা অত্র বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার একমাসের মধ্যে স্বয়ং অথবা উকিলবাবু মারফৎ আইন অনুযায়ী আবশ্যকীয় কর্ম সম্পাদন করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক মোকর্দ্দমা শুনানী হইবে।

'A' Schedule Property
S/B A/C No. - 11161926162 of SBI, Midnapore Branch
Name of the Account Holder - Biswanath Adhikary
Amount of Rs. 8,35,120/-

আদেশানুসারে
Tapas Ranjan Chakraborty
সেরেস্তাদার
District Delegate Court
Midnapore, 18/09/2023

টিটাগড় রেল সিস্টেমস লিমিটেড

(পূর্বেকার টিটাগড় ওয়াগনস লিমিটেড)

রেজিস্টার্ড অফিস: পোদ্দার পয়েন্ট, ১১তম তল, ১১৩ পার্ক স্ট্রিট কলকাতা ৭০০০১৬
কর্পোরেট অফিস: টিটাগড় টাওয়ার্স ৭৫৬ আনন্দপুর, ই.এম-বাইপাস, কলকাতা-৭০০১০৭, **CIN: L27320WB1997PLC084819**
টেলি: ০৩৩-৪০১৯ ০৮০০, ফ্যাক্স: ০৩৩-৪০১৯ ০৮২৩, ই-মেল: corp@titagarh.in ওয়েবসাইট: www.titagarh.in

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন						কনসোলিডেটেড					
		ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
		৩০.০৯.২০২৩	৩০.০৬.২০২৩	৩০.০৯.২০২২	৩০.০৯.২০২৩	৩০.০৯.২০২২	৩১.০৩.২০২৩	৩০.০৯.২০২৩	৩০.০৬.২০২৩	৩০.০৯.২০২২	৩০.০৯.২০২৩	৩০.০৯.২০২২	৩১.০৩.২০২৩
		(অনিরীক্ষিত)	(অনিরক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৯৩,৫৪৫.১৭	৯১,০৭৫.৮৭	৫০,৬২০.৪৫	১,৮৪,৬২১.০৪	১,০৩,৯৯১.০৭	২,৭৮,০৫২.৯০	৯৩,৫৪৫.১৭	৯১,০৭৫.৮৭	৬০,৭১১.৫৩	১,৮৪,৬২১.০৪	১,০৩,৮৯৭.২১	২,৭৭,৯৫৯.০৪
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর ও ব্যতিক্রমী দফা পূর্ব)	৯,৪৮৮.৭১	৯,০০৫.০৯	৪,৬০৯.৫১	১৮,৪৯৩.৮০	৭,৫২২.৭২	২০,৫০৪.৭৫	৯,৪৩৯.৪৮	৮,৪২৫.৭৭	৪,৪৪৫.১৩	১৭,৮৬৫.২৫	৭,২৬৫.৭৪	১৯,০০৯.৭০
৩	ব্যতিক্রমী দফা			৪,৬২৭.৫৫		৪,৬২৭.৫৫	৪,৬২৭.৫৫						
৪	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	৯,৪৮৮.৭১	৯,০০৫.০৯	-১৮.০৪	১৮,৪৯৩.৮০	২,৮৯৫.১৭	১৫,৮৭৭.২১	৯,৪৩৯.৪৮	৮,৪২৫.৭৭	৪,৪৪৫.১৩	১৭,৮৬৫.২৫	৭,২৬৫.৭৪	১৯,০০৯.৭০
৫	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	৭,০৮৯.৪৮	৬,৭৫৭.১৯	-১,১৮৮.৬৪	১৩,৮৪৬.৬৭	১,১১৩.০৬	১০,৩৩৬.৬৪	৭,০৪০.২৫	৬,১৭৭.৮৭	৬,২৬৬.৬৬	১৩,২১৮.১২	৫,৪৭৭.৮৩	১৩,৪৬৩.৩৩
৬	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী অচলতি কার্যাদি থেকে							১৯.১২	-০.১২	১,২৩২.৫৫	১৯.০০	-৯৮৫.০৮	-৮৯১.৭০
৭	সময়কাল -এর জন্য মোট ব্যাপক আয় [এই সময়ের জন্য সমন্বিত লাভ/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)]	৭,০৪৫.৪৭	৬,৮৫৯.৮১	-১,৮৯৯.২৬	১৩,৯০৫.২৮	২৫১.২৭	৯,৩১৬.৫২	৭,০০৩.২৯	৬,২৮৯.৩৫	৩,৮৬৪.৬৪	১৩,২৯২.৬৪	৩,৬৩৯.৮৯	১১,৫৭১.৯৩
৮	চুকিয়ে দেওয়া ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২,৫৪৩.৪২	২,৩৯১.৪২	২,৩৯১.৪২	২,৫৪৩.৪২	২,৩৯১.৪২	২,৩৯১.৪২	২,৫৪৩.৪২	২,৩৯১.৪২	২,৩৯১.৪২	২,৫৪৩.৪২	২,৩৯১.৪২	২,৩৯১.৪২
৯	অন্যান্য ইক্যুইটি						৯৩,৯০০.৮১						৯৩,৯৬৩.৭৫
১০	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) (ফেস ভ্যালু প্রতিটি ২/- টাকা) (চলতি এবং অচলতি কার্যাদির জন্য)												
	মূল (*বার্ষিকীকৃত নয়)	৫.৬০	৫.৬৫	-০.৯৯	১১.২৫	০.৯৩	৪.৬৪	৫.৫৮	৫.১৭	৪.০৩	১০.৭৬	৪.১৪	১০.৮৯
	মিশ্রিত (*বার্ষিকীকৃত নয়)	৫.৬০	৫.৬৫	-০.৯৯	১১.২৫	০.৯৩	৪.৬৪	৫.৫৮	৫.১৭	৪.০৩	১০.৭৬	৪.১৪	১০.৮৯

দ্রষ্টব্য

১. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে পেশ করা ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস। ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের বিস্তারিত ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (**www.nseindia.com** এবং **www.bseindia.com**) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (**www.titagarh.in**) -তে পাওয়া যাবে।

২. উপরের ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচিত এবং পরিচালন পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে ১৮ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায়।

ডিরেক্টরস বোর্ডের পক্ষে
অনিল কুমার আগরওয়াল
ডিরেক্টর (ফিনান্স) এবং চিফ ফিনান্সিয়াল অফিসার

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৮ অক্টোবর, ২০২৩

EKDIN, VOL. 17, ISSUE NO. 131, KOLKATA, FRIDAY, 20 OCTOBER 2023, PAGE 8
কলকাতা ২০ অক্টোবর, ২০২৩

অধিনায়ক ছাড়াই প্রথম একাদশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: জল্পনার অবসান। ভারতের বিরুদ্ধে খেলছেন না শাকিব আল হাসান। নিউ জ়িল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচে বাঁ পায়ের উরুতে চোট পেয়েছিলেন বাংলাদেশের অধিনায়ক। বুধবার তাঁর চোটের জায়গায় দ্বিতীয় বার স্ক্যান করানো হয়েছিল। কোচ চন্দিকা হাতুরুসিংহে জানিয়েছিলেন, বৃহস্পতিবার সকালে শাকিবের ফিটনেস দেখে সিদ্ধান্ত নেবেন। শেষ পর্যন্ত অধিনায়ককে ছাড়াই প্রথম একাদশ বেছে নিতে হল শাকিবকে। ব্যাট করতে তেমন সমস্যা না হলেও বল করতে পারছেন না শাকিব। দৌড়ে রান নিতেও সমস্যা হচ্ছে তাঁর। বৃহস্পতিবার সকালেও হালকা ব্যথা রয়েছে শাকিবের। তাই ভারতের বিরুদ্ধে তাঁকে খেলিয়ে ঝুঁকি নিল না বাংলাদেশ শিবির। শাকিব না খেলায় পুণেতে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন নাজমুল হোসেন শান্ত।

বিশ্বকাপে তিনটি ম্যাচের দু'টি হেরে চাপে রয়েছে বাংলাদেশ। রয়েছে একাধিক বিতর্কও। বিশ্বকাপের লিগ পর্বের অধিকাংশ ম্যাচ এখনও বাকি। এই পরিস্থিতিতে আনফিট শাকিবকে খেলিয়ে ঝুঁকি নিল না বাংলাদেশ। নতুন কোনও বিতর্ক তৈরি করতেও চাইছে না বাংলাদেশ শিবির। তা ছাড়া শাকিব নিজেও নীতিগত ভাবে সম্পূর্ণ ফিট না থাকলে দেশের হয়ে মাঠে নামার বিরোধী।

পঞ্চমীর রাতে বাংলাদেশকে হারিয়ে শীর্ষে রোহিতের ভারত

নিজস্ব প্রতিবেদন: খুব অঘটন না ঘটলে এই ব্যাটিং অর্ডারকে রুখে দেওয়া একেবারে অলীক কল্পনা। বাংলাদেশ ২৫৬ রান তোলার পর পদ্মাপাড়ের দল জয়ের মুখ দেখবে সেটা ছিল দিবাস্বপ্ন। আর সেটাই হল। বাইশ গজে নেমেই ব্যাটিং ঝড় তুলতে শুরু করেছিলেন রোহিত শর্মা ও শুভমান গিল। আর বিপক্ষকে হেলায় হারিয়ে দেওয়ার কাজটা সারলেন বিরাট কোহলি। সরি, 'চেজ মাস্টার' বিরাট। চলতি বিশ্বকাপেদারুণ ফর্মে আছেন বিরাট। একদিনের ক্রিকেটে ৪৮তম শতরান করলেন। তাঁর ব্যাট থেকে এবার অপরাজিত ১০৩ রান। ফলে ৪১.৩ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে ২৬১ রান তুলে ম্যাচ জিতে এবারের কাপ যুদ্ধে 'চারে চার' করল 'মেন ইন ব্লু' ব্রিগেড।

যেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে রান চেজ করার রিমেক। প্রথম ওভার থেকেই মারমুখী মেজাজে ব্যাট চালাতে থাকেন রোহিত। শুভমানও পিছিয়ে ছিলেন না। ফলে মাত্র ১২.৪ ওভারেই উঠে যায় ৮৮ রান। সেই সময় পুল মারতে গেলে ডিপ স্কোয়ার লেগে হৃদয়ের হাতে ক্যাচ দিয়ে ৪০ বলে ৪৮ রানে আউট হন হিটম্যান। তাঁর ইনিংস ৭টি চার ও ২টি ছক্কা মারলেন তিনি। বিপক্ষের বোলারদের ক্লাবস্তরে নামিয়ে বিশ্বকাপের প্রথম অর্ধ শতরান সেরে ফেলেন শুভমান। 'নেক্সট বিগ থিং অফ ইন্ডিয়ান ক্রিকেট' নিজের ইনিংসকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলেন না। ফিরলেন ৫৫ বলে ৫৩ রানে। মারলেন ৫টি চার ও ২টি ছক্কা।

আর বিরাট। রোহিত আউট হতেই নামলেন। আর ক্রিজে গিয়েই শুরু করে দিলেন বাংলাদেশের বোলারদের নিধন। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রবল চাপের মুখে করেছিলেন ৮৫ রান। আফগানদের বিরুদ্ধে ৫৫ রানে অপরাজিত ছিলেন। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সেই রাতে ১৬ রানে থামতে হয়েছিল বিরাটকে। তবে এবার তিনি থামলেন না। বরং ৪৮তম শতরান করে বাংলাদেশকেই থামিয়ে দিলেন 'চেজ মাস্টার'। ৯৭ বলে ১০৩ রান করলেন বিরাট। মারলেন ৬টি চার ও ৪ছক্কা। তাঁকে যোগ্য সঙ্গত দিলেন লোকেশ রাহুল। এবার তাঁর ব্যাট থেকে এল ৩৪ রান।

পুণের মাঠের বাইশ গজ ব্যাটারদের স্বর্গরাজ্য। এহেন পাটা পিচে টসে জিতে বাংলাদেশ শুরুটা ভালো করলেও, ফের একবার বোলারদের সৌজন্যে কামব্যাক করেছিল ভারত। দুই ওপেনার তানজিদ হাসান ও লিটন দাস আগ্রাসী মেজাজে রান তুললেও, ফের একবার দাপট দেখালেন রবীন্দ্র জাদেজা, জশপ্রীত বুমরাহ, কুলদীপ যাদব, মহম্মদ সিরাজরা। ফলে শেষ দিকে বহু যুদ্ধের নায়ক মাহমুদুল্লা রিয়াদ ৩৬ বলে ৪৬ রান করলেও, নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৮ উইকেটে ২৫৬ রানে আটকে যায় টাইগার্সরা।

আবার চোট, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে মাঠ ছাড়লেন হার্দিক, বল করতে হল বিরাটকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চোট পেলেন হার্দিক পাণ্ড্য। পুরো ওভার বল না করেই মাঠ ছাড়তে হল তাঁকে। হার্দিকের ওভার শেষ করেন বিরাট কোহলি। পুণের মাঠে খোঁড়াতে খোঁড়াতে মাঠ ছাড়তে দেখা গেল হার্দিককে। ২০১৮ সালে খেলতে গিয়েই চোট পেয়েছিলেন তিনি। আরও এক বার সেই ঘটনা ঘটল। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, হার্দিককে স্ক্যান করাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

নবম ওভারে বল করার সময় চোট পেলেন হার্দিক। তাঁর বলে স্ট্রেট ড্রাইভ মারেন লিটন দাস। সেই বল পা দিয়ে আটকাতে গিয়েছিলেন হার্দিক। সেই সময় পড়ে যান তিনি। হার্দিকের পায়ের উপর তাঁর পুরো শরীরের ওজন পড়ে গিয়েছিল। তাতেই চোট লাগে ভারতীয় অলরাউন্ডারের। এই ম্যাচে আর বল করতে পারবেন না তিনি। সেই সময় ওভারের তিনটি বল বাকি ছিল। বিরাট ওই তিনটি বল করেন।

২০১৮ সালে এশিয়া কাপ খেলতে গিয়ে চোট পেয়েছিলেন হার্দিক। সে বার পিঠে চোট পেয়েছিলেন তিনি। সেই চোট সারিয়ে মাঠে ফিরতে বেশ কিছু বছর লেগেছিল হার্দিকের। আইপিএলে গত বছর ফিরেছিলেন তিনি। তখন থেকেই ব্যাটিং এবং বোলিং দু'টি সমান ভাবে করছিলেন। এ বার পায়ে চোট পেয়েছেন হার্দিক। পা মচকে গিয়েছে তাঁর।

হার্দিক বল করতে না পারলেও ভারতীয় দলে পাঁচ জন বোলার রয়েছেন। তাই ৫০ ওভার করতে অসুবিধা হবে না। যশপ্রীত বুমরা, মহম্মদ সিরাজ, কুলদীপ যাদব এবং রবীন্দ্র জাডেজার সঙ্গে রয়েছেন শার্দূল ঠাকুর। তাঁরা সকলে মিলে হার্দিকের অভাব ঢেকে দিতে চাইবেন। কিন্তু হার্দিক ব্যাট করতে না পারলে সমস্যায় পড়বে ভারত। সে ক্ষেত্রে ১০ জনে খেলতে হবে তাদের। সেটা সমস্যা হতে পারে ভারতের জন্য। যে হেতু হার্দিক ফিল্ডিং করতে পারছেন না, তাই ব্যাট করতে নামলেও ভারতের ইনিংসের ৫ উইকেট পড়লে অথবা দু'ঘণ্টা পর ব্যাট করতে নামতে পারবেন তিনি।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে মাঠে ফিরতে মরিয়া বেন স্টোকস

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত বারের বিশ্বজয়ীদের হারতে হয়েছে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে। সেই লজ্জার হার মাঠের বাইরে থেকে বসে দেখতে হয়েছে বেন স্টোকসকে। তিনি আর বসে থাকতে রাজি নন। ইংল্যান্ডের পরের ম্যাচ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে। সেই ম্যাচে খেলতে চাইছেন স্টোকস। নিজেই ঘোষণা করলেন যে, তিনি সুস্থ।

বিশ্বকাপ খেলবেন বলে এক দিনের ক্রিকেটে আবার ফিরে এসেছেন স্টোকস। গত বার ইংল্যান্ডের বিশ্বকাপ জয়ের পিছনে বড় ভূমিকা ছিল তাঁর। সেই স্টোকস এক দিনের ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়ে নিয়েছিলেন। বিশ্বকাপের আগে দলে ফেরেন। কিন্তু চোটের কারণে এখনও বিশ্বকাপে খেলতে পারেননি তিনি। স্টোকস বলেন, বিশ্বকাপ শুরুর আগে একটা ছোট চোট লেগেছিল। সেটাই এত দিন ধরে ভোগাচ্ছে। তবে আমি খুবই পরিশ্রম করেছি সুস্থ হওয়ার জন্য। আফগানিস্তান ম্যাচের পর কয়েক দিন সময় পেয়েছি। মুম্বইয়ে অনুশীলনও করেছি। আমি সুস্থ আছি। পরের ম্যাচে আমাকে প্রথম একাদশে রাখা যেতে পারে।

প্রথম তিন ম্যাচে মাঠে জল ঢুকেছিলেন স্টোকস। ইংল্যান্ডের টেস্ট অধিনায়ক আর পারছেন না বাইরে বসতে। তিনি বলেন, ত্প্রতিযোগিতায় মাত্র তিনটে ম্যাচ খেলা হয়েছে। এখনও অনেক ম্যাচ বাকি। সব দলই ম্যাচ হারবে। আমরা এই ম্যাচে ভাল খেলতে পারিনি। কিন্তু এখনও অনেক খেলা বাকি।

বিশ্বকাপে প্রথম অর্ধশতরান শুভমনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৃহস্পতিবার বিশ্বকাপে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অর্ধশতরান করেছেন শুভমন গিল। বিশ্বকাপে এটাই তাঁর প্রথম অর্ধশতরান। সেই উচ্ছ্বাস উদ্ যাপন করার ফাঁকে তিনি দর্শকাসনে পেয়ে গেলেন এক বিশেষ সমর্থককে। তিনি আর কেউ নন, সারা তেন্ডুলকর। সচিন তেন্ডুলকরের মেয়ে, যাঁর সঙ্গে শুভমনের সম্পর্ক নিয়ে অনেক চর্চা হয়েছে।

এ দিনের ভারতের ইনিংস চলাকালীন ক্যামেরা অনেক বারই ধরেছে ভিআইপি দর্শকাসনে বসে থাকা সারাকে। প্রথম সপ্তম ওভারের মাঝামাঝি সারাকে দেখানো হয় ক্যামেরায়। হাসান মাহমুদের বোলিংয়ে কভার অঞ্চলের মধ্যে একটি দর্শনীয় ড্রাইভে চার মারেন শুভমন। তার পরেই দেখা যায় দর্শকাসনে বসে সারা হাততালি দিচ্ছিলেন।

তবে সচিন-কন্যার উচ্ছ্বাস আরও বেড়ে যায় শুভমন অর্ধশতরান করার পর। একটি খুচরো রান নিয়ে শুভমনের ৫০ হতেই ক্যামেরা ধরে দর্শকাসনে বসে থাকা সারাকে। তিনি অনেক ক্ষণ ধরে হাততালি দেন।

শুভমন অবশ্য খুব বেশি ক্ষণ সারাকে হাততালি দেওয়ার সুযোগ দেননি। অর্ধশতরান করার পরেই তুলে মারতে গিয়ে তিনি আউট হয়ে যান। বাউন্ডারির ধারে তাঁর ক্যাচ ধরেন মাহমুদুল্লাহ। তবে এই ইনিংস বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে শুভমনকে অনেকটা এগিয়ে দেবে তা নিয়ে সন্দেহ নেই।

বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে নামার আগে বাবরদের জোড়া ধাক্কা

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুক্রবার বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলতে নামছে পাকিস্তান। তার আগে জোড়া ধাক্কা বাবর আজমের দলে। দুই ক্রিকেটার খেলতে পারবেন না এই ম্যাচে। ভারতের কাছে হারের পর পাকিস্তানের কাছে এই ম্যাচ প্রত্যাবর্তনের। কিন্তু সেখানেই তারা দলের দুই ক্রিকেটারকে পাবে না।

আশার কথা একটাই, দুই ক্রিকেটার আগের ম্যাচে দলে খেলেননি। ওপেনার ফখর জমানকে আগেই প্রথম একাদশ থেকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওপেন করছেন আবদুল্লাহ শফিক। অন্য দিকে, মিডল অর্ডারে আগা সলমনেরও খেলার সম্ভাবনা ছিল না। তাঁরা দু'জন ছিলেন বিকল্প হিসাবেই। কিন্তু এর মধ্যে কোনও ক্রিকেটার চোট পেয়ে গেলে পাকিস্তানের হাতে বিকল্প কেউ নেই। ফখরের চোট রয়েছে। আগার জ্বর এখনও সারেনি।

খারাপ খবর এটা হলে ভাল খবরও রয়েছে পাকিস্তানের জন্যে। ওপেনার শফিকের জ্বর হয়েছিল। তিনি এখন অনেকটাই সুস্থ। শুক্রবারের ম্যাচে নামতে আপাতত কোনো অসুবিধা নেই। তাঁকে নিভৃতবাসে রাখা হয়েছিল ভাইরাল জ্বর হওয়ায়। কিন্তু আর কোনও শারীরিক সমস্যা ছিল। বৃহস্পতিবার দলের সঙ্গে অনুশীলন করেছেন তিনি।

অস্ট্রেলিয়ার কাছেও একটি ভাল খবর রয়েছে। হাতের আঙুল ভেঙে যাওয়ায় বিশ্বকাপে এখনও খেলতে পারেননি ট্রেভিস হেড। তিনি ফিরছেন। যে কোনও দিন ভারতে এসে দলের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন। তবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলার কোনও সম্ভাবনা নেই।

ফাঁকা গ্যালারির ছায়া এ বার ভারতের ম্যাচেও, ভরল না স্টেডিয়াম!

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতের ম্যাচেও ভরল না গ্যালারি! বিশ্বকাপের অধিকাংশ ম্যাচেই গ্যালারি ভর্তি হচ্ছে না। এ বার সেই ছবি দেখা গেল ভারত-বাংলাদেশ ম্যাচে। বৃহস্পতিবার খেলা শুরুর হওয়ার সময় মহারাষ্ট্র ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের স্টেডিয়ামের ৫০ শতাংশও ভর্তি হয়নি। তা-ও ২৭ বছর পর বিশ্বকাপের খেলা হচ্ছে পুণেতে।

পুণের এই স্টেডিয়ামে প্রথম বার হচ্ছে এক দিনের বিশ্বকাপের ম্যাচ। সেই ম্যাচে মাঠে নেমেছেন রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিরা। তবু সেখানকার মানুষের মধ্যে তেমন উৎসাহ দেখা যাচ্ছে না। ম্যাচের দু'দিন আগেও সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল না স্টেডিয়াম। দিনরাত কাজ করে বুধবার স্টেডিয়াম প্রস্তুত করা হয়। শহরের রাস্তাঘাটেও বিশ্বকাপ নিয়ে তেমন উন্মাদনা দেখা যাচ্ছে না। স্টেডিয়ামের আসনগুলির রং নীল হওয়ায় এবং ক্রিকেটপ্রেমীদের অধিকাংশ ভারতীয় দলের জার্সি পরে মাঠে আসলেও দূর থেকে গ্যালারির ফাঁকা অংশ বুঝতে কোনও সমস্যা হয়নি। ঘণ্টাখানেক খেলা হওয়ার পর অবশ্য মাঠ প্রায় ভর্তি হয়ে যায়। তবু ভারতের ম্যাচে প্রথম থেকে মাঠ ভর্তি না থাকায় উঠেছে প্রশ্ন।

এর আগে বিশ্বকাপের ভারতের ম্যাচগুলিতে প্রায় ভর্তি গ্যালারি দেখা গিয়েছে। চেন্নাই, দিল্লি বা আমদাবাদের গ্যালারিতে ভারতের ক্রিকেটপ্রেমীদের চেনা উচ্ছ্বাস দেখা গিয়েছে। কিন্তু তাল কাটল পুণেতে এসে। খেলা শুরুর সময় ৩৬ হাজার দর্শকাসনের গ্যালারিতে মেরেকেটে হাজার ২০-২২ দর্শক ছিলেন। এই ছবি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের বিশ্বকাপ আয়োজনের পেশাদারিত্ব নিয়ে আরও এক বার প্রশ্ন তুলে দিল। বিশ্বকাপের টিকিট নিয়ে সাধারণ ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে যে অসন্তোষ রয়েছে, তা আরও বৃদ্ধি পেতে পারে পুণের গ্যালারি দেখে।

এর আগে শেষ বার পুণেতে বিশ্বকাপের ম্যাচ হয়েছিল ২৭ বছর আগে। ১৯৮৭ এবং ১৯৯৬ সালের বিশ্বকাপের দু'টি ম্যাচ হয়েছিল নেহরু স্টেডিয়ামে। নতুন স্টেডিয়ামে প্রথম বার হচ্ছে বিশ্বকাপের ম্যাচ। তবু, ভারত-বাংলাদেশ ম্যাচেও মাঠ ভরল না।

মুশফিকুরের ক্যাচ ধরে মাঠেই মেডেল চাইলেন জাডেজা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতীয় ক্রিকেট দলের অন্যতম সেরা ফিল্ডার হিসাবে পরিচিত রবীন্দ্র জাডেজা। অথচ বিশ্বকাপের প্রথম তিন ম্যাচে সেরা ফিল্ডারের পুরস্কার পাননি তিনি। বৃহস্পতিবার পয়েন্ট অঞ্চলে মুশফিকুর রহিমের ক্যাচ ধরেই পুরস্কারের দাবি জানালেন বাঁহাতি অলরাউন্ডার।

যশপ্রীত বুমরার বলে স্কোয়ার কাট মারার চেষ্টা করেছিলেন মুশফিকুর। কিন্তু ক্যাচ উঠে যায়। সে সময় পয়েন্টে ছিলেন জাডেজা। ডান দিকে ঝাঁপিয়ে অনবদ্য ক্যাচ ধরেন জাডেজা। ক্যাচ ধরার পরেই গলায় মেডেল পরিয়ে দেওয়ার ইঙ্গিত করেন তিনি। মাঠের ধারে ডাগ আউটের সামনে সে সময় দাঁড়িয়ে ছিলেন ভারতীয় দলের ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপ। তাঁর দিকে তাকিয়েই জাডেজা পুরস্কারের দাবি জানান। তাঁর কীর্তি দেখে হেসে ফেলেন ভারতীয় দলের অন্য ক্রিকেটারেরাও।

সে সময় ভারতীয় দলের ডাগ আউটের কাছেই বসেছিলেন ভারত-বাংলাদেশ ম্যাচের রিজার্ভ আম্পায়ার মারাইস ইরাসমাস। দক্ষিণ আফ্রিকার আম্পায়ারও দিলীপকে ডেকে মেডেল পরিয়ে দেওয়ার ইঙ্গিত করে কিছু বলেন। ক্রিকেটপ্রেমীদের একাংশের মতে, জাডেজার পুরস্কারের দাবি সমর্থন করেছেন আইসিসির আম্পায়ারদের এলিট প্যানেলের অন্যতম সদস্যও। অনেকে আবার বলেছেন, বিষয়টি হয়তো বুঝতে পারেননি ইরাসমাস। তাই দিলীপকে ডেকে জাডেজার ইঙ্গিতের মানে বোঝার চেষ্টা করেন তিনি। জাডেজার মেডেল চাওয়ার ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হতে সময় লাগেনি।

বিশ্বকাপের প্রতি ম্যাচের সেরা ফিল্ডারকে বেছে নিচ্ছে ভারতীয় শিবির। সেরা ফিল্ডার নির্বাচনের দায়িত্বে রয়েছেন দলের ফিল্ডিং কোচই। সেরা ফিল্ডারের জন্য থাকছে একটি সোনার মেডেল। প্রথম তিনটি ম্যাচে এই পুরস্কার পেয়েছেন যথাক্রমে বিরাট কোহলি, শার্দূল ঠাকুর এবং লোকেশ রাহুল। বৃহস্পতিবার ম্যাচ শেষ হওয়ার আগেই দাবি জানিয়ে রাখলেন জাডেজা।

ভারতের বিরুদ্ধে নামার আগে রশিদদের স্পিন সামলে অনুশীলন সেরে নিল নিউ জিল্যান্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন: আফগানিস্তানের বড় শক্তি তাদের স্পিন আক্রমণ। সেই আক্রমণ ভোঁতা করে দিয়েছেন নিউ জিল্যান্ডের ব্যাটারেরা। ১৪৯ রানে জিতেছে কিউইরা। গ্লেন ফিলিপ্স বলেন, ভারত ম্যাচের আগে রশিদ খানদের বিরুদ্ধে খেলে অনুশীলন হয়ে গেল।

নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১০ ওভারে ৪৩ রান দিয়ে একটি মাত্র উইকেট নিয়েছেন রশিদ। যদিও তিনি বল করার সময় দু'টি ক্যাচ পড়ে। ফিলিপ্স বলেন, ত্রশিদের বিরুদ্ধে আগে থেকে পরিকল্পনা করতেই হয়। কোনও কোনও দিন ও এমন খেলে দেবে যে, ওর বিরুদ্ধে ব্যাট করাই যাবে না। আমরা ঠিক করি ওঁকে দেখে খেলব। তাতে অন্য বোলারদএর মারতে পারব। অনেক সময় রশিদকেও আমরা মার খেতে দেখেছি। তবে বেশির ভাগ সময় ব্যাটারেরা ওর বিরুদ্ধে চাপেই থাকে। আমাদের বিরুদ্ধে রশিদ ভাল বল করেছে, কিন্তু আমরা ওর আক্রমণ ভোঁতা করে দিয়েছি।

ফিলিপ্স ৭১ রান করেন আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে। তিনি এবং অধিনায়ক টম লাথাম ১৪৪ রানের জুটি গড়েন। ১১০ রানে ৪ উইকেট হারানোর পর তাঁরা দু'জন মিলেই নিউ জ়িল্যান্ডকে বড় স্কোরে পৌঁছে দেন। বিশ্বকাপে ফিলিপ্সের এটাই প্রথম অর্ধশতরান। তিনি বলেন, তআমরা জানতাম কী করতে হবে। ভাল লাগছে ব্যাট হাতে দলের কাজে লাগতে পেরে। আফগান স্পিনারেরা প্রচণ্ড প্রতিভাবান। আমরা প্রতি ওভার ধরে খেলার চেষ্টা করেছি। জানতাম যে, যত শেষের দিকে যাবে, তত বেশি রান করার সুযোগ পাব।

নিউ জিল্যান্ডের পরের ম্যাচ ভারতের বিরুদ্ধে। সেই ম্যাচের আগে আফগান স্পিনারদের বিরুদ্ধে খেলে অনুশীলন সেরে নিলেন ফিলিপ্সেরা। অলরাউন্ডার মার্ক চ্যাপমান রবিবার মাঠে নামার জন্য মুখিয়ে আছেন। তিনি বলেন, তধর্মশালায় খেলতে চাই। কী অসাধারণ মাঠ।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**